উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 21 October 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 151

৩ ঘণ্টায় বিচার হয় না, বললেন রোহিত

এগারোর পাতায়

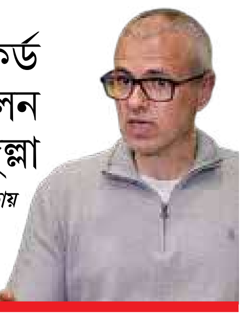

নিজের রেকর্ড ভাঙলেন ওমর আবদুল্লা

সাতের পাতায়

উত্তরবঙ্গে নয়া উড়ানের স্বপ্ন

বিমানবন্দর সম্প্রসারণের সূচনা

বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সানি সরকার ও খোকন সাহা

কাওয়াখালি, ২০ অক্টোবর : উত্তরের উন্নয়নের বীজ বপন হল যেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের সূচনায়। রবিবার বেনারস থেকে ভার্চুয়ালি বাগডোগরা বিমানবন্দরের 'নিউ সিভিল এনক্লেভ'-এর শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১,৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করতে অন্তত দুই বছর লাগবে। কিন্তু দু'বছর পর নতুন টার্মিনাল তৈরি হয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি মিললেও, এখনই ভবিষ্যতের স্বপ্ন সামনে নিয়ে আসার চেষ্টায় ত্রুটি রাখতে চাইছে না কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি। পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটন, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরের শিল্প সম্ভাবনা নতুন আলো দেখবে বলে মনে করেন বিজেপির দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়। তাঁদের দাবি, বাগডোগরা বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িও হয়ে উঠবে হেলথ ট্যুরিজম এবং এডুকেশনাল হাব। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা কতটা গুরুকত্বপূর্ণ তা নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় জাহাজ পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। নতুন বাগডোগরা বিমানবন্দর যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যেও উঠে এসেছে। ভবিষ্যতে বাগডোগরা বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে পালটে যেতে পারে উত্তরবঙ্গ, তার কিছুটা আভাস দিয়েছেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অপারেশন মেম্বার শরৎ কুমার। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন টার্মিনাল ভবন তৈরি হলে ৪৮টি চেকিং কাউন্টার থাকবে। ফলে বিমান ধরার ক্ষেত্রে এবং বিমান থেকে বের হওয়ার সময় ১৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে একসঙ্গে রানওয়েতে ১৬টি বিমান দাঁড়াতে পারবে। ফলে নতুন গতি পাবে বাগডোগরা। এয়ার কানেক্টিভিটির জন্য শিল্পোদ্যোগীরাও এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাবেন।'

কিন্তু শুধু কি উত্তরবঙ্গের বিকাশ ঘটবে? বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে এর সুফল বিহার, সিকিমের পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানও পাবে। কেননা, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এএআই) 'পয়েন্ট অফ কল'-এ থাকা বাগডোগরা এরাজ্যের দ্বিতীয় বিমানবন্দর হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে। বাগডোগরার সঙ্গে আকাশপথে সরাসরি যোগাযোগ ঘটবে প্রতিবেশী তিন রাষ্ট্রের পাশাপাশি সার্কভুক্ত দেশগুলির। বেনারসের মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিনজারাপু জানান, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জেলা শহরগুলিতে একটি করে বিমানবন্দর তৈরি করা তাঁদের লক্ষ্য। কেননা, এয়ার কানেক্টিভিটি যত বাড়বে, ততই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে ওই অঞ্চলের। কাওয়াখালির মাঠে দাঁড়িয়ে শরৎ কুমার বলছিলেন, 'শহরগুলিতে বিমানবন্দর তৈরি হলে তার সঙ্গে সংযোগ ঘটবে বাগডোগরার। ফলে বাগডোগরাকে কেন্দ্র করে এখানকার জেলার শিল্পসামগ্রী পৌঁছে যেতে পারে দেশের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও।'

ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তরফে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে কেন্দ্র। বালাসন থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

বাগডোগরা বিমানবন্দরের নিউ সিভিল এনক্লেভ-এর বেনারস থেকে ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করছেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

কারা সুফল পাবে

- সম্প্রসারণ শেষ হলে এর সুফল বিহার, সিকিম, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানও পাবে
- বাগডোগরা এ রাজ্যের দ্বিতীয় বিমানবন্দর হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে
- আকাশপথে সরাসরি যুক্ত হবে প্রতিবেশী তিন রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্কভুক্ত দেশগুলি

সময় সংকুলান

- নতুন টার্মিনাল ভবন তৈরি হলে ৪৮টি চেকিং কাউন্টার থাকবে
- বিমান ধরার ক্ষেত্রে ১৫ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না
- একসঙ্গে রানওয়েতে ১৬টি বিমান দাঁড়াতে পারবে
- অনেক বেশি বিমান ওঠানামা করবে, নতুন গতি পাবে বাগডোগরা।

খোলামুখি

ন্যায়ের দেবী সত্যিই চোখ খুলবেন কি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অবশেষে ন্যায়ের দেবী তাঁর চোখের বাঁধন খুলে ফেললেন। এতদিন চোখে কাপড়ের পট্টি বাঁধা যে ন্যায়ের দেবীর মূর্তি আমরা আদালত চত্বরে দেখে এসেছি, এবার সেই অতি পরিচিত মূর্তিটির চোখের বাঁধন আর দেখা যাবে না। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে ন্যায়ের দেবীর চোখের বাঁধনটি খুলে দিয়েছেন। এতদিন চোখবাঁধা মূর্তিটি বোঝাত, আইনের চোখে সবাই সমান। ন্যায়ের মূর্তির চোখের বাঁধনটি খুলে দিতে গিয়ে চন্দ্রচূড় যুক্তি দিয়েছেন, আইন কখনও অন্ধ থাকতে পারে না।

ন্যায়ের মূর্তির চোখের বাঁধনটি যখন খুলে দিচ্ছেন চন্দ্রচূড় তখন আর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেশে। ২০১৭ সালে মুক্তচিন্তক সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করে একদল দুষ্কৃতী। পরে তদন্তে দেখা যায় এই দুষ্কৃতীরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডে এই অভিযুক্তদেরই কর্ণাটক হাইকোর্ট এবার জামিন দিয়ে দিয়েছে। জামিন পাওয়ার পর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এদের বীরের সংবর্ধনাও দিয়েছে। অভিযুক্তদের একজন ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোটসঙ্গী একনাথ শিন্ডের দলে যোগ দিয়েছেন।

দেশের প্রধান বিচারপতি ন্যায়ের মূর্তির চোখের বাঁধন খুলে দিলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ন্যায়ের মূর্তি কি সত্যিই সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন? নাকি, চোখের দৃষ্টি এখনও ঝাপসা। গৌরী লঙ্কেশের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের এভাবে জামিন দিয়ে দেওয়াটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটু মনে করে দেখুন, গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানোকে ধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারের লোকদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে এগারোজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয় বম্বে হাইকোর্ট। ২০২২ সালে কার্যত আদালতের এই রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গুজরাটের বিজেপি সরকার এই সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দিয়ে দেয়। এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সাজাপ্রাপ্তদের 'সংস্কারী' বলে আখ্যা দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ৬ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি আবেদন করলে সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য তৎক্ষণাৎ গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দোষীদের আবার জেলেই ফেরত পাঠায়।

একথা মানতে হবে চন্দ্রচূড়ের প্রধান বিচারপতিত্বের সময়কালে সুপ্রিম কোর্ট কিছু উল্লেখযোগ্য রায়দান করেছে। যেমন, নির্বাচনি বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তদন্তের নামে দীর্ঘদিন কাউকে কারাগারে আটকে রাখা যাবে না-- সম্প্রতি এরকম একটি রায়ও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়গুলি ভবিষ্যতে নাগরিকের অধিকার রক্ষায় অনেকটাই সহায়ক হবে। তবু বলতে হচ্ছে ন্যায়ের দেবী সত্যিই চোখের বাঁধন খুলে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখবেন কি না সে সংশয় কিন্তু দূর হচ্ছে না।

এরপর দশের পাতায়

মঞ্চে মোদি-মমতার ছবিতে সৌজন্যের চর্চা

সানি সরকার

কাওয়াখালি, ২০ অক্টোবর : মূল মঞ্চে বড় স্ক্রিনের একপাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্যপাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এঁদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু। কিন্তু সকলের নজর দেশ এবং রাজ্যের চালিকাশক্তি যাঁদের হাতে, সেই মোদি-মমতার দিকেই। এমন দৃশ্য কার্যত বিরল হওয়াতেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের নিউ সিভিল এনক্লেভের সূচনায় রবিবার কাওয়াখালির মাঠে এই রাজনৈতিক 'সৌজন্য' নিয়ে চলল জোর চর্চা। রাজনৈতিক সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত মেয়র গৌতম দেব এবং বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টরা।

রাজ্যের কোনও প্রান্তেই সরকারি উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে ডাক পান না বিজেপির কোনও নেতা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা আমন্ত্রিত থাকলেও উপেক্ষিত থাকেন বিজেপি এবং অন্য বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিরা পর্যন্ত। এ নিয়ে কম অভিযোগ নেই। কিন্তু তাঁরা যে তৃণমূলের এই প্রথায় বিশ্বাসী নন, তার প্রমাণ অতীতেও দিয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি। যার জন্য দু'বছর আগে বালাসন থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির মঞ্চে আমন্ত্রিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব এবং এসজেডিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতমও যে আমন্ত্রিত থাকবেন, তা প্রত্যাশিত ছিলই। কিন্তু তাই বলে মূল মঞ্চের একমাত্র স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সহাবস্থান, অনেকের কাছেই কল্পনায় ছিল না। তাই এমন ছবি দেখে দর্শকাসনে বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। কোনও রাখঢাক না করে শিবমন্দিরের নিমাই কর্মকার বললেন, 'অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। কিন্তু এমনটা দেখিনি।' রাজনৈতিক সৌজন্য এমনটা হওয়া উচিত বলে মনে করেন সূর্যনগরের আশিস দে সরকার, শক্তিগড়ের মুনমুন সেনগুপ্তর মতো অনেকেই।

অনুষ্ঠানের শুরু থেকে সৌজন্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন গৌতম দেব-রাজু বিস্টরা। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে একাধিকবার গল্প করতে দেখা গিয়েছে শিলিগুড়ির মেয়রকে। কিন্তু জমি প্রশ্নে 'কৃতিত্ব' এবং 'খোঁচা'ও সামনে চলে আসে। বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব রয়েছে, তা স্পষ্ট করতে গিয়ে গৌতম বলেন, 'বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বাগডোগরার উন্নয়নে প্রথম থেকে নজর ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর উদ্যোগেই রাজ্য সরকার প্রায় একশো

এরপর দশের পাতায়

সৌজন্যের নজির

- মূল মঞ্চের একমাত্র স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সহাবস্থান
- এমন দৃশ্য বিরল হওয়াতেই রবিবার কাওয়াখালি মাঠে বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলে
- অনুষ্ঠানের শুরু থেকে সৌজন্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন গৌতম দেব-রাজু বিস্টরা
- দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখা গিয়েছে মেয়রকে

অনশন না তুলেই আজ বৈঠকে যোগ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে জুনিয়ার ডাক্তাররা সোমবার নবান্নে বৈঠকে যাবেন। তবে রাজ্য সরকারের দেওয়া শর্ত মানছেন না তাঁরা। বৈঠকের আগে অনশন প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্ন নেই বলে তাঁরা জানিয়ে দিলেন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ই-মেলে সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন তাঁরা। তবে বাকি শর্তে আপত্তি নেই তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনে বৈঠকে যাবেন ১০ জন প্রতিনিধিই, পৌঁছোবেন নির্দিষ্ট সময়ে।

যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খারিজ করে দিলেও রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে অপসারণের দাবি থেকে সরছেন না আন্দোলনকারীরা। মুখ্যসচিবের মেলের জবাব দিতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়েছেন তাঁরা। ওই মেলটি এসেছিল শনিবার বিকেলে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রথমে গভীর রাত পর্যন্ত, তারপর রবিবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালে জেনারেল বডি (জিবি) মিটিং করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

ওই বৈঠকের পর রাজ্য সরকারকে জবাবি মেল পাঠানোর আগে রবিবার আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র দেবাশিস হালদার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে বেশ কিছু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, 'শনিবার ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে অনশনকারীরা দুঃখ পেয়েছেন। তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আমাদের মনে হয়েছে, তিনি হয় আমাদের ১০ দফা দাবি জানেন না বা তাঁকে জানানো হয়নি।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিসের অবশ্য বক্তব্য, 'কোনও পূর্বশর্ত ছাড়া আমরা বৈঠকে যোগ দিতে চাই। আশা করি সদর্থক আলোচনা হবে। বৈঠকে সমাধানসূত্র বেরিয়ে এলে, তবেই অনশন তোলার কথা ভাবা হবে।' সমাধানসূত্র না বের হলে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ইঙ্গিতও তিনি দিয়ে রেখেছেন।

স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ প্রসঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে দেবাশিস বলেন, স্বাস্থ্যসচিবের পদত্যাগ আমরা শিশুসুলভ জেদের বশবর্তী হয়ে চাইছি না। অভয়ার মৃত্যু একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা। যে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে আছেন স্বাস্থ্যসচিব। তাঁর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। প্রয়োজনে কাল বৈঠকে সেই প্রমাণ দেব।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন সিনিয়ার ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী, তমোনাশ চৌধুরী প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্য, অপমানজনক শর্ত দিয়ে নাটক করছে সরকার। একধাপ এগিয়ে ওই শর্তের জন্য নবান্নের বৈঠকে না যাওয়ার সওয়াল করেছিলেন সুবর্ণ।

এরপর দশের পাতায়

বিচার চাইছে ছোটরাও। ধর্মতলায় চিৎকার সমাবেশে। -রাজীব মণ্ডল

গেমিং কয়েন প্রতারণার ফাঁদ শহরে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকার নতুন প্রজন্মের একাংশ জড়িয়ে পড়ছে অনলাইন প্রতারণাচক্রে। অনলাইন গেমিংয়ের কয়েন দেওয়ার নাম করে টাকা লুটের অভিযোগ উঠছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য অনলাইন গেমিং-এ আসক্ত কমবয়সিদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাদের সহজেই ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। শিলিগুড়ির এনজেপি, বাবুপাড়া, শক্তিগড়, কাওয়াখালি, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার নতুন প্রজন্মের একাংশ এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। প্রতারণার টাকায় নতুন প্রজন্মের তরুণরা বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করেছে। দামি বাইক, চারচাকার গাড়ি কিনে নিয়ে তাদের অনেকে ঘুরছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা এই তরুণদের হঠাৎ জীবনযাত্রা পালটে যেতে দেখে তাই অনেকেই অবাক।

বিষয়টি নিয়ে এথিক্যাল হ্যাকিং বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'ছোটরা এখন অনলাইন গেমের ক্ষেত্রে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সেই জন্য তাদের সহজে টার্গেট করা যাচ্ছে। অভিভাবকদের ক্রেডিট কার্ড, ইউপিআই ব্যবহার করে তারা অনলাইন গেমে টাকা ঢালছে। সেক্ষেত্রে প্রতারণার অনেক ঘটনা ঘটছে। এই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে মোবাইলে আন্তর্জাতিক নেট ব্যাংকিং বন্ধ করে রাখতে হবে। এতে টাকা খোয়ানোর আশঙ্কা কম থাকবে।'

শহরে যারা প্রতারণাচক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তারা কেউই অফিস ভাড়া নিয়ে কাজ করে না।

এরপর দশের পাতায়

কীভাবে প্রতারণা

- মোবাইল হাতে নিয়ে পাড়ার মোড়ে আড্ডা দেওয়ার ছলে প্রতারণার কারবার চলে
- নির্দিষ্ট লিংক পাঠিয়ে প্রতারকরা গেমে আসক্তদের কাছে কয়েন কেনার প্রস্তাব রাখে
- টাকা পাঠালে প্রথম কয়েকবার অনলাইনে কয়েন পাঠিয়ে আসক্তদের বিশ্বাস অর্জন করা হয়
- অনলাইনে একবারে বেশি টাকা দিলেই প্রতারকরা তা হাতিয়ে যোগসূত্র ছিন্ন করে

সিকিমগামী সড়কে একাধিক স্থানে ধস, ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২০ অক্টোবর : পাহাড় কেটে নতুন করে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। সেই রাস্তার নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে কোথাও রাস্তা দুই মিটার বসে গিয়েছে। কোথাও আবার ধস নেমে দুই লেনের সড়কের প্রায় অর্ধেকটাই ধসে গিয়েছে। বৃষ্টির কারণে বাগ্রাকোট থেকে সিকিমগামী নতুন জাতীয় সড়ক ৭১৭এ'র একাধিক জায়গায় এমনই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। সামনের বছর ৩১ মার্চ কাজ শেষ করার ডেডলাইন। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য বাগ্রাকোট থেকে কাফের পর্যন্ত সড়ক চালু হওয়া নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাতায়াতের এনএইচ ১০ নিয়ে ধারাবাহিক বিপত্তির কারণে বিকল্প হিসেবে নতুন এই ৭১৭এ জাতীয় সড়ক তৈরি হচ্ছে। ফলে সেটাকে ঘিরে সকলেরই আগ্রহ রয়েছে। নাথু লা'র ইন্দো-চিন সীমান্তে চিনের আগ্রাসন রুখতে ভারতীয় ফৌজের প্রয়োজনীয় লটবহর এবং রসদ যাতে নির্বিঘ্নে সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া যায়, মূলত সেই সামরিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণমন্ত্রকের তরফে ২০১৯ সালে সিকিমের সঙ্গে সড়কে যোগাযোগ স্থাপনের বিকল্প হিসেবে এই জাতীয় সড়কটি নির্মিত হয়। বাগ্রাকোট থেকে শুরু করে সিকিম সীমানার ঋষি পর্যন্ত সড়কের নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মীয়মাণ এই নতুন জাতীয় সড়কের ছবি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। একেকটি ফ্লাইওভার, ভায়াডাক্ট, লুপ এবং পাহাড়ের আঁকাবাকা চড়াই-উতরাই দেখতে অনেকেই যাতায়াত করছেন এই রাস্তা দিয়ে। ব্লগারদের যাতায়াতও বেড়েছে এই পথে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন না হলেও ওই সড়ক দিয়ে যাতায়াত চলছে। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টি এবং ভূমিধস নির্মীয়মাণ ওই সড়কের কাজ অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজাররা। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষের স্থানীয় আধিকারিকরা।

বাগ্রাকোটের জিরো পয়েন্ট থেকে কাফের পর্যন্ত প্রায় ৪২ কিমি সড়কের বরাত পেয়েছিল তিনটি নির্মাণকারী সংস্থা। এর মধ্যে একটি নির্মাণকারী সংস্থা কাজ শেষ করে ফেলেছে। বাকি দুটি সংস্থার কাজও প্রায় শেষপর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পর নতুন করে সড়কটি একাধিক জায়গায় প্রায় দু'মিটার বসে গিয়েছে। কোথাও আবার ব্ল্যাকটপ রাস্তার অনেকটাই ধসে গিয়েছে। একটি নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লা খান বলেন, 'বাগ্রাকোট থেকে শুরুর ১৩ কিলোমিটার নির্মাণকাজের প্রায় ৮০ শতাংশ আমরা শেষ করে দিয়েছিলাম। জিরো পয়েন্টে রেললাইনের ওপর দু'পাশের ফ্লাইওভারের সংযোগ স্থাপন এবং সড়কের মুখ্য আকর্ষণ লুপের বাকি ২০ শতাংশ কাজ বাকি। যে গতিতে কাজ চলছিল, তাতে সময়ের আগে বাকি কাজগুলো শেষ হয়ে যেত।'

আরেকটি নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আরকে সিং জানালেন, মূলত অতিবৃষ্টি এবং পাহাড়ের ভঙ্গুর প্রকৃতির কারণে সড়ক বসে যাওয়া বা ধসে যাওয়ার মতো বিপত্তি দেখা দিয়েছে। আপাতত ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলো দিয়ে খুব সাবধানে এক একটি করে গাড়ি যাতায়াত করছে। দুটি সংস্থার তরফেই এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানান দুই প্রোজেক্ট ম্যানেজার।

যদিও বিষয়টি নিয়ে এনএইচআইডিসিএলের বাগ্রাকোটের সুপারভাইজিং অফিসার প্রেম সিং কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। তাঁর মন্তব্য, যা বলার সংস্থার গ্যাংটক অফিসের রিজিওনাল ডাইরেক্টর অথবা এগজিকিউটিভ অফিসার বলবেন। যদিও অসহযোগিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে তাঁদের যোগাযোগের নম্বরও দিতে চাননি প্রেম সিং। এরপর এনএইচআইডিসিএলের ওয়েবসাইট ঘেঁটে গ্যাংটকের এগজিকিউটিভ অফিসারের নম্বর জোগাড় করে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। জবাব দেননি মেসেজেরও।

এই অবস্থায় কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণমন্ত্রকের উদ্যোগে তৈরি এই রাস্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সামরিক দিক দিয়েও এই রাস্তাটির গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই বিকল্প জাতীয় সড়ক দিয়ে কবে নির্বিঘ্নে সরাসরি সিকিম যাতায়াত করা যাবে? বা আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে সড়কের কাজ আদৌ শেষ করা যাবে কি না, সেটাই দেখার।

নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কের ওপর প্রায় দুই মিটার অংশ ধসে গিয়েছে।

তৃণমূল শিবিরে বারলার বোন

শুভজিৎ দত্ত

তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন মেরিনা কুজুর।

নাগরাকাটা, ২০ অক্টোবর : দাদা বিজেপির অন্যতম সৈনিক। তাঁর বোন রবিবার যোগ দিলেন তৃণমূলে! এদিন নাগরাকাটায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলার বোন মেরিনা কুজুর ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখালেন। মেরিনার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি মহুয়া গোপ, দলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি প্রেম ছেত্রী সহ আরও অনেকে।

মেরিনার তৃণমূলে নাম লেখানোর পেছনে বারলার কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। বারলার এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে কল করা হলেও লাভ হয়নি। মেরিনার কথায়, 'এই সিদ্ধান্ত একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত। দাদার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।'

সেইসঙ্গে পুরোনো দল নিয়ে অভিযোগও জানালেন। অভিযোগ, বিজেপি থেকে নাকি তিনি কোনও সহযোগিতা পাননি। গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুলকাপাড়া থেকে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত মেরিনার এই দলবদলকে ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে উঠেছে গোটা এলাকায়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির তরফে টিকিট পাননি। সেই ক্ষোভেই কি দলত্যাগের সিদ্ধান্ত?

এদিন মেরিনার সঙ্গে তৃণমূলে যোগদান করেন সিপিএমের টিকিটে নির্বাচিত চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য অরবিন্দ গুড়িয়া। তিনি নয়া সাইলি চা বাগানের গুয়াবাড়ি লাইনের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি। অন্যদিকে, মেরিনার এই দলবদলে বিজেপির অন্দরে কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানালেন দলের নাগরাকাটা এক নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বরুণ মিত্র। তিনি বলেন, 'মেরিনা একসময় আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও গত তিন বছর ধরে দলে তিনি একদম নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ওঁর এই তৃণমূলে যোগদানে বিজেপির একচুলও ক্ষতি হবে না। পঞ্চায়েত সদস্য থাকাকালীন মেরিনা কুজুর কোনও কাজ করেননি।' জন বারলার পরামর্শে তাঁর এই দলত্যাগ কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সেটা বলা সম্ভব নয়।'

এদিন তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, আইএনটিটিইউসির জেলা কমিটির সভাপতি তপন দে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ, তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ।

মহানন্দায় ডুবে মৃত ৩

মুরতুজ আলম

শ্রীপুরে কান্নার রোল

শোকের কালোছায়া পরিবারে। রবিবার।

সামসী, ২০ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিল ওরা। ছয় বন্ধু মিলে ঠিক করেছিল, দুপুরবেলা একসঙ্গে স্নান করবে মহানন্দায়। কিন্তু স্নানে নামে জলের স্রোতে তলিয়ে যায় তিন কিশোর। গ্রামবাসীরা তাদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার ভরদুপুরে রতুয়া-২ ব্লকের টেকনা ঘাটে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিন কিশোরের তলিয়ে মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী।

পুলিশ জানায়, মৃতরা হল বিশ্বজিৎ চৌধুরী(১৩), আদিত্য চৌধুরী(১৩) ও সত্যজিৎ চৌধুরী(১২)। এদের বাড়ি ওই পঞ্চায়েত এলাকার মাগুরা গ্রামে। এর মধ্যে বিশ্বজিৎ চৌধুরী মাগুরা জুনিয়ার হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। সত্যজিৎ পড়ত গাজোলের একটি স্কুলে এবং আদিত্য কালিয়াচকের একটি স্কুলে। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বিশ্বজিৎ চৌধুরীর মা রূপা চৌধুরীও। তিনি শোকাহত গলায় জানালেন, 'ওরা পুজোর ছুটিতে সবাই একইসঙ্গে মিলিত হয়। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে মহানন্দায় স্নান করতে গেছিল। কিন্তু এমন পরিণতি হবে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। এমন হবে জানলে ছেলেকে কখনও পাঠাতাম না।'

স্থানীয়দের দাবি, শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েত এলাকার মাগুরা গ্রামের একই পরিবারের ছয়জন কিশোর টেকনা ঘাটে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে যায়। এদের মধ্যে তিনজন স্নান করতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে যায়। বাকি তিনজন বাড়ি এসে খবর দেয় বিশ্বজিৎ,আদিত্য ও সত্যজিৎ জলে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনার খবর পেয়ে পুখুরিয়া থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফ বাহিনীকেও। কিন্তু এনডিআরএফ বাহিনী আসার আগেই কিশোরদের উদ্ধার করে গ্রামবাসী। এর মধ্যে সত্যজিৎকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে এবং বিশ্বজিৎ ও আদিত্যকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিন, মৃতের পরিজনদের সমবেদনা জানাতে যান শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি সইদুর রহমান। তিনি বলেন, 'মৃত তিন কিশোরের পরিবারের লোকজন মাগুরাতে ছোট্ট সোনার দোকান করে। তাছাড়া পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। তাই পঞ্চায়েতের তরফে কিছু ত্রাণসামগ্রী তিনটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল।' এদিকে রতুয়া-২ ব্লকের ত্রাণ আধিকারিক কুলদীপ মিনস ও মাগুরায় মৃত তিন কিশোরের শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ব্লক প্রশাসনের তরফে সবরকম ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।

ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি জানালেন, 'পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি।' শোক প্রকাশ করেছেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী এবং মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনও।

আব্দুর রহিম বক্সী জানান, 'মাগুরা গ্রামের তিন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে জলে ডুবে। আমরা পরিবারের পাশে আছি। জানতে পেরেছি, মহানন্দা নদীর আলাল ব্রিজের নীচে ছয়জন ছেলে একসঙ্গে স্নান করতে নেমেছিল, তাদের মধ্যে তিনজন নদীর জল থেকে উঠতে পেরেছে, আর তিনজন করতে পারেনি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন। স্থানীয় লোক তাঁদের উদ্ধার করে। উদ্ধার করতে এসেছিলেন এনডিআরএফ-এর কর্মীরা।'

কোচবিহারে একটি বেসরকারি হোটেলে মিটিংয়ে উত্তরের চার জেলার বেকারি মালিক সমিতির প্রতিনিধিরা। ছবি : জয়দেব দাস

বেকারিজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি ২০ শতাংশ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ অক্টোবর : সোমবার থেকে উত্তরের চার জেলায় দাম বাড়ছে বেকারিজাত পণ্যের। রবিবার উত্তরবঙ্গ বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেকারিজাত দ্রব্যের দাম ১৮-২০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গ বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপকুমার সাহার কথায়, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেকারি পরিচালনা করতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সেজন্য রবিবার চার জেলার মালিকদের নিয়ে মিটিং করে সর্বসম্মতিক্রমে বেকারিজাত পণ্যের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কাঁচামালের দাম বাড়ায় বেড়েছে বেকারিজাত পণ্যের উৎপাদন খরচ। এতে বেকারি পরিচালনা করতে অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেকারি মালিকরা। পাউরুটির পাশাপাশি কেক, বিস্কুট, ক্রিম রোল, টোস্ট সহ অন্যান্য বেকারিজাত পণ্যের দাম গড়ে ২০ শতাংশ হারে বাড়ানো হচ্ছে। তাঁরা জানান, ময়দা, চিনি, রিফাইনড তেল, মার্জারিন, ডালডা, ইস্ট সহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। বেড়েছে উৎপাদন খরচও। সেকারণে বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়ানোর কথা জানিয়ে বেকারি মালিক সমিতি এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা রবিবার সুনীতি রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে মিটিং করেন। সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৫-৬০ জন বেকারি মালিক উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সহ সম্পাদক আয়ুব আলি খান বলেন, 'সোমবার থেকে বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে। রবিবার আমরা মিটিং করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

> সোমবার থেকে বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে। রবিবার আমরা মিটিং করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **আয়ুব আলি খান** সহ সম্পাদক, বেকারি অ্যাসোয়িসেশন

অক্টোবরের শুরুতেও বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়ানো নিয়ে জলপাইগুড়িতে বেকারি মালিকরা একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। এরপর রবিবারের বৈঠকে তাঁরা বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। শিলিগুড়ির এক বেকারি মালিক পরিতোষ সরকার বলেন, 'বেকারি পণ্যের দাম না বাড়ালে আমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেকারণে এদিন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেকারিজাত পণ্যের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি।'

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড চাই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ঘোষপুকুর, উঃ দিনাজপুর, ইসলামপুরে। ডাইরেক্ট জয়েন। বেতন 11,500/- + (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 8653710700. (C/113019)

Required

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

এই জায়গাটিই সাজিয়ে তুলতে চায় প্রশাসন।

বনছায়ায় পার্ক, পিকনিক স্পট চায় প্রশাসন

সমীর দাস

কালচিনি, ২০ অক্টোবর : কালচিনির বনছায়া মডেল ভিলেজকে কেন্দ্র করে পর্যটনকেন্দ্রের পাশাপাশি ইকো পার্ক ও পিকনিক স্পট গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে হোমস্টে গড়ে তোলার আবেদন সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে। সামনের শীতে যাতে বনছায়ার টানে পর্যটকদের পাশাপাশি জেলার বাসিন্দারাও পিকনিক স্পট হিসেবে সেখানে যান, তার জন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু করবে জেলা প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার কথায়, 'বনছায়া মডেল ভিলেজে হোমস্টে করার জন্য ইতিমধ্যে ১৭টি আবেদন জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে। আরও অনেকেই আগ্রহী রয়েছেন। বনছায়া বস্তির বাসিন্দারা হোমস্টে, মাশরুম চাষ, গবাদিপশু পালন করে যাতে জীবিকানির্বাহ করতে পারেন, তা নিয়ে সরকারিভাবে বাসিন্দাদের সহযোগিতা করা হবে নানাভাবে। এছাড়া বনছায়ার কাছে একটি জায়গায় শিশুদের বিনোদনের কিছু উপকরণ, লোকজনের বসার জায়গা, সাজানো বাগান, পানীয় জল ও শৌচালয় গড়ে দিয়ে সেখানে ভ্রমণপিপাসু ও পিকনিকে আসা সকলে যাতে সব ধরনের সুবিধে পায় সেই পরিকাঠামোও শীঘ্রই গড়ে তোলা হবে।'

ভুটান পাহাড়ের কোল, কাছেই জঙ্গল, চা বাগান, নদী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নতুন জনপদ হিসেবে বনছায়া আত্মপ্রকাশ করেছে। বক্সার জঙ্গলে একেবারে কোর এলাকায় থাকা গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন হয়েছে বনছায়ায়। বনছায়ার কাছেই কালচিনি ব্লকের বিজয়পুর বস্তিতে একসময় ইকো পার্ক তৈরি হয়েছিল। তবে সেই পার্কটির কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৮ বছর আগে ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই ইকো পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রায় ১০ বিঘা জমিতে সেখানে আমলকী, পেয়ারা, কমলালেবুর মতো ফলের চারাও লাগানো হয়েছিল। এছাড়াও শিমুল গাছ, সেগুন গাছও সেখানে লাগানো হয়। পার্কের দু'দিকে দুটি লোহার গেট লাগানো হয়, সীমানা প্রাচীরও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রাচীরের উপরের দিকে লোহার গ্রিল চুরি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে পার্কটি আগাছায় ভরে গিয়েছে। ওই পার্কের ঠিক উলটোদিকে বনছায়া মডেল ভিলেজ গড়ে তোলা হয়েছে।

বনছায়া বস্তির বাসিন্দা মণি লামা বলেন, 'ইকো পার্কটি আপাতত বন্ধ রয়েছে। সেটি চালু হলে এখানকার বাসিন্দারা দোকানপাট করতে পারবেন। পর্যটন ও পিকনিক করতে আসা মানুষজনের পরিষেবা দিয়ে অনেক মানুষের জীবিকার সুযোগ হবে। আগে কাছাকাছি বসতি না থাকায় পার্কটিতে লোকজনেরও যাতায়াত ছিল না তেমন।'

গৌড়বঙ্গের জন্য ইন্টারভিউ ৭ অক্টোবর

উপাচার্য নিয়োগে দায় এড়ালেন ব্রাত্য

সুবীর মহন্ত ও প্রকাশ মিশ্র

বালুরঘাটে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে শিক্ষামন্ত্রী। রবিবার।

বালুরঘাট ও মালদা, ২০ অক্টোবর : শুক্রবার থেকে রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে। আগামী ২৭ অক্টোবর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ হতে যাচ্ছে। স্থায়ী উপাচার্য এলে অনেক জট কেটে যাবে গৌড়বঙ্গে, এমন মনে করছেন শিক্ষামহলও। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে সমস্যায় থাকা দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও অচল অবস্থা কাটিয়ে উঠবে, এমনই মত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর।

রবিবার বালুরঘাটে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'রাজ্যপালই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে উপাচার্য নিয়োগ হলে বালুরঘাট সহ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অচিরেই আমরা সমাধান করতে পারব।' মুলত রাজ্য আর রাজ্যপালের এই টানাপোড়েনের জেরেই দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি আটকে গিয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষানুরাগী মহলের। দীর্ঘদিন দড়ি টানাটানির পর গত ১৮ অক্টোবর থেকে রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রথমদিনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যর গণ্ডি পেরিয়ে স্থায়ী উপাচার্য পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতেই আশ্বস্ত দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-পড়ুয়ারা।

তবে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণ দিনাজপুরে উপাচার্য মিলবে নাকি কয়েকদিনের মধ্যে তা পাওয়া যাবে, এনিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সমস্তটাই নির্ভর করছে প্রাক্তন বিচারপতির উপরে। আমরা শুধুমাত্র নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছি, তাই আমাদের মন্তব্য করা ঠিক নয়।'

ব্রাত্য বসু আরও বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি ও এক্সপার্ট কমিটি গঠন হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। সেই নিয়োগ সম্পূর্ণ হলে শুধু বালুরঘাটে নয়, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই সমস্যা মিটে যাবে। রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি করে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে থমকে দিতে চাইছেন। এই উপাচার্যরা নিয়োগ হলে আমরা সেই সমস্যা অচিরেই সমাধান করতে পারব।'

এদিকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে গোপনীয়তা তত্ত্ব উঠে আসছে। দশজনের বেশি উপাচার্য পদে প্রার্থী রয়েছেন। তাতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। কারা ইন্টারভিউর জন্য মনোনীত হয়েছে, তা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটে বা প্রকাশ্যে জানানো হচ্ছে না। সরাসরি প্রার্থীকে মেল করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে কয়েকজন ডাক পেয়েছেন, তাদের মধ্যে বর্তমান উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। আরও যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে, তারা হলেন, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত মিত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক আশিসকুমার পানিগ্রাহী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক প্রণব ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশেখর বসু প্রমুখ। সুপ্রিম নির্দেশে পৃথক কমিটি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করছে। তবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই বলে জানা গিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তবে শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্রর বক্তব্য, 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পূর্ণ সময়ের উপাচার্য প্রয়োজন। তবেই পঠনপাঠন, গবেষণার মানোন্নয়ন সম্ভব। আমরা সুপ্রিম কোর্টের উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

একই মত মানিকচক কলেজের অধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী এবং কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নজিবর রহমানের।

আজ টিভিতে

বসু পরিবার সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭টায় **সান বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মধুমালতী, দুপুর ২.৫০ দোলনচাঁপা, বিকেল ৫.৩৫ ভালোবাসা, রাত ৮.৩০ পিতা, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.২৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধ্যা ৭.৩০ মেজদিদি, রাত ১০.৩০ রসগোল্লা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ক্রিমিনাল, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধ্যা ৭.০০ খোকা ৪২০, রাত ১০.০০ লাভ ম্যারেজ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

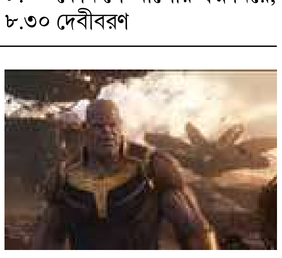

অ্যাভেঞ্জার্স : এন্ডগেম রাত ৮.৫৬ মিনিটে **স্টার মুভিজে**

রসগোল্লা রাত ১০.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

করিব করিব সিঙ্গল দুপুর ১২.৫৭ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

পি.এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রায়গঞ্জ (বিএসএফ) গোবিন্দপুর

সরাসরি সাক্ষাৎকার

২০২৪-২০২৫ বছরের মাত্রাকালে খণ্ডকালীন সময়ের ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষক যোগদানের জন্য একটি সরাসরি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছে, যেটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিচালনা করা হবে নিম্নে উল্লেখিত তারিখে :

২৫.১০.২০২৪	পিজিটি (পদার্থবিদ্যা, কম্পিউটার সায়েন্স এবং হিন্দি বিষয়ে) এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষক

রিপোর্ট করার সময় : সকাল ০৮:৩০ এবং নিবন্ধীকরণ এবং নথিপত্র যাচাইকরণের সময় : সকাল ০৯:০০ থেকে ১০:০০, (সকাল ১০:০০-এর পর কোনও পরীক্ষার্থীকে রিপোর্টিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য দয়া করে https://govindpurbsf.kvs.ac.in-এ পরিদর্শন করুন।

যোগাযোগের নং - ৯৪৭৬০২৩০২৩ অধ্যক্ষ

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলতেও সতর্ক থাকুন, বিতর্ক হতে পারে। প্রেমে শুভ। **বৃষ :** কেউ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। **মিথুন :** সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের অসুখে দুর্ভোগ। **কর্কট :** জীবাণু সংক্রমণে কষ্ট। অফিসের কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলে সাফল্য আসবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। **তুলা :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা খারাপ কথা বলে অনুশোচনা। পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। **বৃশ্চিক :** সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **ধনু :** ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে চিন্তা দূর হবে। **মকর :** ব্যবসায় লাভ হবে। নতুন অফিসে আজই যোগ দিতে পারেন। **কুম্ভ :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। কোনও গোপন প্রকাশ হওয়ায় সমস্যায়। **মীন :** আজ মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। প্রেমে সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ কার্তিক, ১৪৩১, ভাঃ ২৯ আশ্বিন, ২১ অক্টোবর, ২০২৪, ৪ কাতি, সংবৎ ৪ কার্তিক বদি, ১৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪। সোমবার, চতুর্থী দিবা ৮।৫৭। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।১৪। বরীয়ানযোগ সন্ধ্যা ৫।১৩। বালবকরণ দিবা ৮।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।১৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৫ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, দিবা ৮।৫৭ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ২।১৩ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৮।৫৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।১৪ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-দিবা ৮।৫৭ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন, দিবা ১২।১৪ গতে ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ৮।৫৭ গতে ১২।১৪ মধ্যে ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।৫৭ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। সৎসঙ্গের প্রধানাচার্য শ্রীশ্রীদাদার শুভ জন্মদিবস। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী জানকীদাস কাঠিয়াবাবার আবির্ভাব ও তিরোধান তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে কালীমূর্তি তৈরির ব্যস্ততা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

অনীতের সঙ্গে ফোনে কথা

মমতার দার্জিলিং সফর আপাতত না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ বেশ কিছু কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্জিলিং সফর আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে শনিবার রাতে টেলিফোনে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী সফর স্থগিত করার কথা জানিয়েছেন। অনীতের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী নভেম্বরের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে আসবেন বলে জানিয়েছেন।'

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নিয়ম করে বছরে অন্তত চার-পাঁচবার দার্জিলিংয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির সময় থেকে বদলে যায় চিত্রটা। ২০২২ সালের জুলাই মাসে জিটিএ'র নয়া বোর্ডের শপথগ্রহণ উপলক্ষ্যে শেষবার এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর থেকে তিনি আর দার্জিলিংয়ে পা দেননি। গতবছর ডিসেম্বর মাসে তিনি কার্সিয়াংয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দার্জিলিংয়ে যাননি। তবে জিটিএ কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন।

পাহাড়ে বেশ কিছু নতুন প্রকল্প ঘোষণা, উদ্বোধন, শিলান্যাস সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ২২-২৬ অক্টোবর দার্জিলিং সফরে আসার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। দার্জিলিংয়ের ম্যালে চৌরাস্তায় জিটিএ'র তরফে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো সমস্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল লালকুঠি। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ফ্লেক্স, ফেস্টুন, কাটআউট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু শনিবার মমতা অনীতকে ফোনে জানিয়ে দেন তাঁর দার্জিলিং সফর স্থগিত রাখার কথা। অনীতও পাহাড়ে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

নভেম্বরে আসবেন

- পাহাড়ে নতুন প্রকল্প ঘোষণা, উদ্বোধন, শিলান্যাস সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে
- সেই উপলক্ষ্যে ২২-২৬ অক্টোবর দার্জিলিং সফরে আসার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর
- মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ফ্লেক্স, ফেস্টুন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল
- শনিবার মমতা অনীতকে ফোনে জানিয়ে দেন, তিনি আপাতত আসছেন না
- অনীত জানান, মুখ্যমন্ত্রী নভেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে আসবেন

২২ অক্টোবর থেকে নিম্নচাপের জেরে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' এরাজ্যে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবিলাতেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই দার্জিলিং সফর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

জিটিএ সূত্রের খবর, পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে পুজো বোনাস নিয়ে এখনও অস্থিরতা রয়েছে। একাধিক বাগানে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এলে অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হতে পারে। ৬ নভেম্বর কলকাতায় বোনাস নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে সমস্ত জটিলতা কেটে যাবে বলে মনে করছে পার্বত্য প্রশাসন। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এলেই ভালো হবে বলে মত সেখানকার শাসকপক্ষের।

খেঁচগাঁজা খালের জলে মাছ বাজারের থার্মোকলের বাক্স।

ডেঙ্গির লার্ভা সৃষ্টির আশঙ্কা

খালে ভাসছে থার্মোকলের বাক্স

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২০ অক্টোবর : খড়িবাড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে খেঁচগাঁজা খালের জলে ভাসছে মাছ বাজারের থার্মোকলের বাক্স। সেই ভাসমান থার্মোকল বাক্সে জল জমে ডেঙ্গির লার্ভা সৃষ্টির আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। খালের দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও উদ্যোগ নেই। এক্ষেত্রে প্রশাসনের উদাসীনতাই স্পষ্ট। যদিও খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

খড়িবাড়ি বাজারের বুক চিরে চলে গিয়েছে খেঁচগাঁজা খাল। খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে ওই খালের ওপর রয়েছে একটি সেতু। সেই সেতু থেকেই প্রতিদিন গোটা বাজারের আবর্জনা ফেলা হয় খালে। খালের পাশেই মাছ বাজার। মাছ বিক্রির পর ব্যবসায়ীরা থার্মোকলের বাক্স খালের জলে ফেলে বাড়ি চলে যান। বর্ষায় সেই বাক্সগুলি খালের জলে প্রবাহিত হয়ে শিবুজোত, হাওদাভিটা সহ বিভিন্ন এলাকায় চাষের জমি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

যদিও খড়িবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ব্রিজবিহারি প্রসাদের দাবি, 'সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বন্ধ থাকায় মাছ ব্যবসায়ীরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে খালের পাশে সামগ্রী ফেলছেন। বর্ষার জলে সেগুলি প্রবাহিত হয়ে দূষণ সৃষ্টি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'বহুবার ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকেও সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দ্রুত চালু করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।'

এদিকে, স্থানীয় বাদিন্দাদের মধ্যে শিবশংকর রাজপুত রায়, আকালু বর্মনরা একসুরে জানিয়েছেন, খড়িবাড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইন্দিরা মার্কেট কমপ্লেক্স, বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের কাছেই রয়েছে ওই খাল। গোটা খাল আবর্জনায় ভরে গিয়ে দূষিত। দৃশ্য দূষণ তো রয়েইছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক বলেছেন, 'বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসের এক্তিয়ারে রয়েছে। দূষণের বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

বিডিওর কথায়, 'খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দ্রুত খাল সাফাইয়ের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।' সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে সাময়িক সমস্যার জন্যই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দীপ্তি। তবে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহের মন্তব্য, 'বর্ষার জন্য খাল পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না। মাছ ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও খালের জলে থার্মোকলের বাক্স ফেলে যাচ্ছেন তাঁরা। অন্য ব্যবসায়ীরাও দোকানের আবর্জনা খালে ফেলছেন।' তিনিও দ্রুত খাল পরিষ্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

> বর্ষার জন্য খাল পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না। মাছ ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও খালের জলে থার্মোকলের বাক্স ফেলে যাচ্ছেন তাঁরা। অন্য ব্যবসায়ীরাও দোকানের আবর্জনা খালে ফেলছেন।
>
> **পরিমল সিংহ,** *প্রধান খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত*

বিধাননগরে বন্ধ হল ক্যাসিনো

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : খবর প্রকাশিত হতেই বন্ধ হয়ে গেল ক্যাসিনো। শিলিগুড়ির বিধাননগরে ক্লাব ভাড়া নিয়ে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হয়। এরপর চাপের মুখে পড়ে তড়িঘড়ি ক্লাব থেকে ভাড়া তুলে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

নেপালের ক্যাসিনোর ধাঁচে ওই এলাকায় জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি ক্লাবের বড় পদে থাকা রাজ্যের শাসকদলের এক নেতা এবং জনপ্রতিনিধি এই ক্যাসিনো বসিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ ছিল।

এও অভিযোগ ওঠে, শাসকদলের নেতা-কর্মীরা জড়িত থাকায় প্রথমে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু, খবর প্রকাশিত হতেই চাপের মুখে পড়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে ফোন করে দ্রুত ক্যাসিনো বন্ধ করার নির্দেশ দেন বলে খবর।

খবরের জের

জানা যায়, স্থানীয় একটি স্কুলে লক্ষাধিক টাকা ভাড়া নিয়ে জুয়ার আসর বসানো হয়েছিল। এদিন সেখানেও আসর বসেনি বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ক্যাসিনো বন্ধ হলেও, কালীপুজোর আগে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামে জুয়ার প্রভাব কমবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েই যাচ্ছে। খবর মিলেছে, এখন থেকে গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি বিধাননগরে পুলিশের তরফে জুয়ার আসর বন্ধ করতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন মেলায় টহল দেবে সাদা পোশাকের পুলিশ।

নিউ গণ্ডগোল বস্তিতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দলছুট অসুস্থ হাতি। ছবি : কার্তিক দাস

ক্যানাল রোড, টি পার্কে প্রকাশ্যে মদের আসর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : শরৎ পার করে হেমন্ত এল বলে। এই সময়ে রোদের দাপট না থাকায় অনেকেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির অনেকেরই 'ডেস্টিনেশন' হয়ে উঠেছে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড, ভোলা মোড়-গোরা মোড় টি পার্ক এলাকা। দিনভর এলাকাগুলিতে বাইকবাহিনীর দাপট লক্ষ করা যাচ্ছে। পাশাপাশি ওই সমস্ত এলাকায় বাইক দাঁড় করিয়ে মদের আসর বসানো হচ্ছে। মদ ছাড়াও থাকছে অন্য মাদক। দুর্গাপুজো শুর হওয়ার পর থেকেই এলাকায় আসর বেড়ে গিয়েছে।

ভোলা মোড় এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দয়াল রায় বলেছেন, 'বিষয়টি আমি নিজেও পুলিশকে জানিয়েছি। মাঝেমধ্যে পুলিশের ভ্যান এলাকায় টহল দেয়। কিন্তু দিনেরবেলায় রাস্তায় অভিযান চালিয়ে লাভের লাভ কিছু হয় না।' নেশাখোরদের ধরতে হলে ঢুকতে হবে টি-পার্কের ভেতরে, বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পূজা সাহা। তিনি আরও জানালেন, প্রায়ই একদল তরুণ বাইক নিয়ে টি-পার্কের ভেতরে চলে যায়। বেশিরভাগই বহিরাগত।

বাইকবাহিনীর অনেকেরই নেশার জন্যে পছন্দের জায়গা ক্যানাল রোড। ফুলবাড়ি মার্ডার মোড় থেকে পুঁটিমারি ক্যানাল মোড়ের মাঝেই রয়েছে কয়েকটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান। এছাড়াও এলাকায় বেআইনিভাবে চলছে বেশ কয়েকটি মদের ঠেক। সেই সমস্ত জায়গা থেকে মদ কিনে রাস্তার ধারে বাইকে বসে প্রকাশ্যে চলছে মদ্যপান। অনেকে আবার চারচাকার গাড়িতে বসে মদ্যপানে মত্ত।

ফুলবাড়ির এক বাসিন্দার কথায়, 'কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায় আমি দু'চাকা চালিয়ে ক্যানাল রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা চারচাকার গাড়ি থেকে এক মহিলাকে মদের খালি বোতল ছুড়ে ফেলতে দেখি। বোতলটি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে ছিল রাস্তাতেই।' এতে বিপদের আশঙ্কা থাকে বলে মনে করেন তিনি।

মদ্যপানের পর ক্যানাল রোডে দ্রুতগতিতে বাইক চালানো অনেকের কাছেই 'নেশা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনায় বিরক্ত এলাকার অনেকেই। কিন্তু ঝামেলা এড়াতে প্রকাশ্যে এ নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কিশোরচন্দ্র রায় বলেন, 'নিজেই এমনটা প্রত্যক্ষ করেছি। এ নিয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। তবে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলব।' অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফেও জানানো হয়েছে।

অসামাজিক কার্যকলাপের এলাকা ক্যানাল রোড। -সংবাদচিত্র

সরতে বলায় গালিগালাজ

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ানোর কথা বলায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বর্ণালি দে-কে মারতে উদ্যত হওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস নেত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই তিনি গোটা ঘটনাটি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গত ১১ অক্টোবর ছেলেকে নিয়ে পুজো দেখে বাড়ি ফিরছিলেন হাকিমপাড়ার নজরুল সরণির বাসিন্দা বর্ণালি। সে সময় হাকিমপাড়ায় রাস্তার ওপর কয়েকজন বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বর্ণালির দাবি, তাঁদের বাঁচাতেই টোটোচালককে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। ঠিক সে সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের সরে দাঁড়াতে বলেন বর্ণালি। নেত্রীর অভিযোগ, 'সরে দাঁড়ানোর কথা বলাতে মদ্যপ অবস্থায় একজন আমায় গালিগালাজ করে। এমনকি টোটোয় ঢুকে আমায় মারতে উদ্যত হয়। রুখে দাঁড়াতেই ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। এমন ঘটনা সত্যি ভয়ের।'

প্রদীপের পাইকারি দরে অসন্তুষ্ট শিল্পীরা

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : কয়েকদিন বাদেই দীপাবলি। আর এই মুহূর্তে চোপড়ায় মৃৎশিল্পীদের মধ্যে প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। গতবছরের ন্যায় এবারও প্রায় ১০ লক্ষ প্রদীপ ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। তবে পাইকারি দর নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন এলাকার মৃৎশিল্পীরা। তাঁরা একসুরে জানালেন, এবার প্রথমদিকে প্রতি এক হাজার প্রদীপের দাম মিলেছে ৪০০ টাকা। কিন্তু পরে দাম পড়ে যায়। ৩৮০ টাকায় এক হাজার প্রদীপ দিতে হয়েছে।

মৃৎশিল্পীরা জানাচ্ছেন, প্রতিবছর উৎসবের সময় প্রদীপ তৈরির তৎপরতা বাড়ে। অন্য সময়ে কমবেশি প্রত্যেকেই বাড়িতে মাটির ঘট, হাঁড়ি, কলসি, প্রদীপ, চায়ের ভাঁড়, সরা বানান। সারাবছর স্থানীয় বাজারে সেইসমস্ত সামগ্রী বিক্রি করেন তাঁরা। তা দিয়েই অনেকের সংসার চলে। এলাকার অনেকেই নিজের হাতে প্রদীপ তৈরি করেন। দু-একজন মেশিনের সাহায্য নেন। মৃৎশিল্পীদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় পাল বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। মাঝে কিছুদিন অন্য কাজ শুরু করেছিলাম। মন বসাতে পারিনি।'

দুর্গাপুজোর আগেই ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে চোপড়ায় তৈরি প্রদীপ। শিল্পী রেবা পাল বলেন, 'এবার আমি এক লক্ষ প্রদীপ ভিনরাজ্যে পাঠিয়েছি।' চায়না পাল পাঠিয়েছেন ৫০ হাজার। এখন স্থানীয় বাজার ধরতে মরিয়া শিল্পীরা। তাঁরা সকলেই একসুরে জানিয়েছেন, জ্বালানির পাশাপাশি মাটির দাম বেড়ে যাওয়ায় খুব যে একটা মুনাফা হচ্ছে, তা নয়। পেশার টানেই কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শিল্পীদের আক্ষেপ, এখন বাহারি আলোর টানে মাটির প্রদীপের চাহিদা ক্রমশ তলানিতে। একইভাবে প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় মাটির জিনিসের কদর কমেছে। তাই দিন-দিন লাভের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

চোপড়ার কালাগছ এলাকায় ২০-২৫ জন শিল্পী প্রতিবছর মাটির প্রদীপ তৈরি করেন। তাছাড়া দাসপাড়া, কাঁচাকালীতেও বেশ কয়েকজন এই পেশায় রয়েছেন। তবে কালাগছ থেকেই প্রতিবার ভিনরাজ্যে পাঠানো হয় প্রদীপ। মৃৎশিল্পীদের ভাষ্যে, আলোর উৎসবে প্রদীপের চাহিদা বাড়লেও আগের তুলনায় কম। তবে মাটির ভাঁড়ের চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন শিল্পীরা।

লোকালয়ে দলছুট অসুস্থ হাতি

খড়িবাড়ি, ২০ অক্টোবর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজার সংলগ্ন নিউ গণ্ডগোল বস্তিতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি দলছুট হাতি। জানা যাচ্ছে, হাতিটি অসুস্থ। ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। হাতিটির দ্রুত চিকিৎসার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ঘটনা প্রসঙ্গে কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'হাতির খবর এসেছে। তবে চোট অনেক পুরোনো। হাতিটিকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য বেঙ্গল সাফারি থেকে দ্রুত টিম পাঠানো হবে।'

পানিট্যাঙ্কির টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় প্রায় এক মাস ধরে অসুস্থ হাতিটি খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে খবর রটে যায়। রবিবার হাতিটিকে নিউ গণ্ডগোল বস্তিতে দেখা গেলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে একজন গৌতম বর্মন বলেন, 'হাতিটি কোনওভাবে পেছনের পায়ে চোট পেয়েছে। চোটের কারণে ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না। খাবারের খোঁজে মাঝেমধ্যেই গ্রামে চলে আসছে।' বন দপ্তরের তরফে দ্রুত হাতির চিকিৎসার প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন তিনি।

মদের ঠেক বন্ধ করলেন নেতা

গোয়ালপোখর, ২০ অক্টোবর : বেআইনি মদের ঠেক বন্ধ করলেন তৃণমূল নেতা জয়নুল হক। রবিবার গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর এলাকার ঘটনা। এদিন স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদের ঠেকে গিয়ে জিনিসপত্র ভেঙে দেন। পাশাপাশি ঠেকের মালিককে কারবার বন্ধ করে দিতে বলেন। যদিও পুলিশ থাকতে কেন তিনি আগবাড়িয়ে নিজেই একাজ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে। অনেকের অভিমত, সাধারণ মানুষের মন জয় করতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন জয়নুল।

স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, সাহাপুর এলাকায় তিন মাস ধরে ওই মদের ঠেক চলছিল। যা নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডলের অভিযোগ, 'স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছিল না।' পুলিশে লিখিত অভিযোগ না জানানো হলেও মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা, এমনটাই দাবি শ্যামলের। তারপর অবশ্য জয়নুলকে বিষয়টি জানাতে ঠেক বন্ধ করতে উদ্যোগী হন তিনি।

প্রতিক্রিয়া জানতে গোয়ালপোখর থানার আইসি নিম সেরিং ভুটিয়াকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এদিকে জয়নুলের বক্তব্য, 'এলাকার অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী। যেটুকু রোজগার করতেন, মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেন। তাই স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে এই পদক্ষেপ নিই।' উল্লেখ্য, জয়নুলের মেয়ে জাসমিন খাতুন বর্তমানে জেলা পরিষদের সদস্য। কিছুদিন আগে কংগ্রেস ছেড়ে বাবা-মেয়ে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন।

> এলাকার অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী। যেটুকু রোজগার করতেন, মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেন। তাই স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে এই পদক্ষেপ নিই।
>
> **জয়নুল হক**
> *তৃণমূল নেতা*

উদ্বোধনের পরেও চার মাস তালাবন্ধ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ অক্টোবর : উদ্বোধনের পরেও তালাবন্ধ নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কমলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। ভৈষাটি এলাকায় এক আশাকর্মীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই চলছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা। মাস গেলে ওই আশাকর্মীকে বাড়িভাড়া বাবদ হাজার হাজার টাকা গুনতে হচ্ছে সরকারকে।

ভৈষাটি এলাকাতেই চারমাস আগে উদ্বোধন হয় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। কিন্তু উদ্বোধনের পর এতগুলো দিন পেরিয়ে গেলেও সেটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওই আশাকর্মীর বাড়ি। সেখানেই চলছে চিকিৎসা পরিষেবা। গর্ভবতী কিংবা শিশু, সরকারি পরিষেবার জন্যে সকলেই ছুটতে হচ্ছে আশাকর্মীর বাড়িতে। এমনকি সেখানেই একটি ছোট ঘরে ওষুধের দোকান চলছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কালাম বলেন, 'সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে, তা ওই ভাড়াবাড়িতে নেই।' তাঁর অভিযোগ, 'চার মাস আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা উদ্বোধন করেছিলেন। তখন এলাকার কোনও জনপ্রতিনিধিকে জানানো হয়নি। অথচ উদ্বোধনের পরে ভবনটি তালাবন্ধ।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কেন চালু করা গেল না? নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষের ব্যাখ্যা, 'বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চালু করা যায়নি। ভবন নির্মাণের আগে থেকেই আশাকর্মীর বাড়িতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছিল। সেইজন্য ভাড়াও দেওয়া হয়।' তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, 'এখন বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। পুজোর পরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করব।'

উত্তর ও দক্ষিণ তোতারামজোত, কালুয়াজোত সংসদের কয়েক হাজার বাসিন্দা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া ঘরে চলছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই বছরখানেক আগে ভৈষাটিতে ডিআই ফান্ডের জমির ওপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। কিন্তু দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকায় সেটাও অকেজো হয়ে পড়েছে।

এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ কালু বলেছেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। এরফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারদিক আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। কেন্দ্রটি চালু থাকলে এসব হত না।' তাঁর মতে, 'স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সবকিছু আগে থেকে ব্যবস্থার পরেই উদ্বোধন করা উচিত ছিল।'

> বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চালু করা যায়নি। ভবন নির্মাণের আগে থেকেই আশাকর্মীর বাড়িতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছিল। সেইজন্য ভাড়াও দেওয়া হয়। এখন বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। পুজোর পরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করব।
>
> **কুন্তল ঘোষ,** *স্বাস্থ্য আধিকারিক নকশালবাড়ি ব্লক*

ভাড়াবাড়িতে চিকিৎসা পরিষেবা

ভৈষাটি এলাকায় চালু হয়নি কমলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

বৈঠকে নজর অনশনকারীর

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দোলাচল

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : অনশন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দোটানায় আন্দোলনকারীরা। কিন্তু কলকাতায় এই কর্মসূচি জারি রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও অনশন সোমবার পর্যন্ত চলবে। বৈঠক ফলপ্রসূ হলে এখানেও অনশন তুলে নেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। অন্যথায় অনশন জারি রেখে মঙ্গলবার সমস্ত চিকিৎসক কর্মবিরতিতে যেতে পারেন। তবে, সিনিয়ার এবং জুনিয়ার ডাক্তারদের সিংহভাগই চাইছেন, আমরণ অনশন তুলে নেওয়া হোক।

অনশনে জুনিয়ার ডাক্তার।

কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও ৭ অক্টোবর থেকে দুজন জুনিয়ার ডাক্তার আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। ১৪ অক্টোবর থেকে আরও একজন জুনিয়ার ডাক্তার অনশনে যোগ দিয়েছেন। আগের দুজনই অসুস্থ হয়ে মেডিকেলে ভর্তি হন। পরে যদিও তাঁরা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন। কিন্তু তৃতীয়জন অর্থাৎ সন্দীপ মণ্ডল এখনও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। রবিবার তাঁর হার্টবিট কিছুটা কমেছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় অনশন মঞ্চে চিকিৎসকদের ভিড় দেখা যায়নি। হাতেগোনা কয়েকজন জুনিয়ার ডাক্তার অনশনকারীর সঙ্গে ছিলেন। একজন নার্স এবং বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী অনশন মঞ্চের পাশেই ডিউটিতে ছিলেন।

অন্য দিনগুলিতে সিনিয়ার ডাক্তারদের অনেকেই দফায় দফায় এসে অনশনকারীকে দেখে গিয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু রবিবার সেভাবে সিনিয়ার ডাক্তারদের দেখা যায়নি। এভাবে আর কতদিন একজন অনশনকারী আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। নতুন করে কেউ আমরণ অনশনে বসতে না চাওয়ায় এখন এই একজনই ভরসা। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কর্মসূচিতে ইতি পড়বে। সিনিয়ার ডাক্তারদের অনেকে বলেছেন, ধীরে ধীরে অনশনকারীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। এরপরও অনশন চালিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।

কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশের বক্তব্য, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠক পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে। বৈঠক ফলপ্রসূ হলে অনশন তুলে নেওয়া হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মায়ে-পোয়ে।। বক্সার জঙ্গলে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন শিববাড়ির কুশল চক্রবর্তী।

টুকরো খবর

জুয়া বন্ধ

বাগডোগরা, ২০ অক্টোবর : আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত শারদীয়া সম্প্রীতিমেলায় জুয়া বন্ধ হল। ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর- ৩ দিন এই মেলার আয়োজন করেছে পঞ্চায়েত। প্রথম দিন জুয়ার আসর রমরমিয়ে চলে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। অভিযোগ, শনিবার একটি সংবাদমাধ্যমের মহিলা প্রতিনিধি জুয়ার আসরের খবর করতে গেলে তাঁর মোবাইল এবং বুম ভেঙে দেয় জুয়াড়িরা। এরপর পুলিশ মেলায় গেলে তারা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। রবিবার ছিল মেলার শেষ দিন। তবে এদিন আর জুয়ার আসর বসেনি।

প্রশিক্ষণ

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকে সোমবার থেকে আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। সেই উদ্দেশ্যে রবিবার সরকারি কর্মীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের করা হয়। ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট অ্যাপে সমীক্ষার সমস্ত কাজ করা হবে। সঙ্গে হার্ডকপিও থাকছে। ব্লকে তালিকাভুক্ত উপভোক্তার সংখ্যা ১৩ হাজার ৩০০ জন।

আইনি শিবির

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : রবিবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়তের পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গাতে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাধাকৃষ্ণ মন্দির কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরশমণি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই শিবির হয়েছে। শতাধিক মানুষ শিবিরে আইনি সহায়তা নিতে হাজির ছিলেন।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে বিহারি সেবা সমিতির তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সমিতির তরফে পুজোর সময় গোটা শহর আলো দিয়ে সাজানোর আবেদন রাখা হয়েছে মেয়রের কাছে।

জখম দুই

চাকুলিয়া, ২০ অক্টোবর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে গেল লরি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন চালক এবং খালাসি। রবিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহতদের কিশনগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে লরিটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শেষকৃত্য

মেটেলি, ২০ অক্টোবর : জম্মু-কাশ্মীরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগানের সিআরপিএফ জওয়ান বিকাশ ওরাওঁয়ের। রবিবার মূর্তি নদীর তীরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। জাতীয় পতাকা হাতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দুরন্ত শৈশব। ডুয়ার্সের পানঝোরা বস্তির কাছে রবিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

দুর্ঘটনা রুখতে পদক্ষেপ পুলিশের

গজলডোবার রাস্তায় ডাম্পারে লাগাম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : গজলডোবার রাস্তায় ডাম্পারের দাপাদাপি বন্ধে পদক্ষেপ করল পুলিশ ও প্রশাসন। তিস্তা ক্যানাল সেতু দিয়ে সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচলে জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। উৎসবের মরশুমে গজলডোবার রাস্তায় বালি, পাথরবোঝাই ডাম্পার চলাচলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া ওই রাস্তায় ডাম্পারের ধাক্কায় হাতিমৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে কিছুদিন আগে। তারপর থেকে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির তরফেও ডাম্পার বন্ধের দাবি তোলা হয়েছিল। তারপরই এই পদক্ষেপ।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, ‘গজলডোবার তিস্তা ক্যানাল সেতু দুর্বল। তা দিয়ে সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।’

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ডাম্পারের দাপটে গজলডোবার রাস্তা কার্যত মারণফাঁদ

> গজলডোবার তিস্তা ক্যানাল সেতু দুর্বল। তা দিয়ে সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর** ডিসিপি (ট্রাফিক), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

হয়ে উঠেছিল। ওদলাবাড়ি থেকে বালি, পাথরবোঝাই কয়েকশো যান বনের রাস্তা দিয়ে গজলডোবা, আমবাড়ি হয়ে শিলিগুড়ির দিকে আসত। ডাম্পারের কারণে রাতে গজলডোবার রাস্তায় যাতায়াত করতে ভয় পেতেন অনেকেই। এছাড়া অতিরিক্ত পণ্যবোঝাই ডাম্পারের জেরে তিস্তা ক্যানাল সেতু দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই কারণে ওই রাস্তায় সমস্ত রকম পণ্যবাহী যান চলাচলে জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

বিষয়টি নিয়ে সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশন-এর তরফে কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, ‘গজলডোবা ও মিলনপল্লির মধ্যে বনের রাস্তায় হাতি, লেপার্ডের পাশাপাশি অন্য বন্যপ্রাণীর করিডর রয়েছে। ডাম্পারের ধাক্কায় কিছুদিন আগে হাতিমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অনেক আগেই ওই রাস্তায় ডাম্পারের দাপাদাপি বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। দ্রুত স্পিডব্রেকার বসানো প্রয়োজন।’ এই দাবিতে সংগঠনের তরফে শীঘ্রই প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ডিসিপি (ট্রাফিক)-র বক্তব্য, ‘ওই রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানোর প্রস্তাব এলে অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহ দেখা হবে।’

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত দুই

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : দুটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুজনের। রবিবার রাতে চোপড়া থানার ভৈষপিটায় ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও তিনজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে ছিলেন বিধাননগরের বাসিন্দা বিট্টু বাড়ই ও অমল বাড়ই নামে দুই তরুণ। দুর্ঘটনায় তাঁদের মধ্যে বিট্টুর মৃত্যু হয়েছে। অপর বাইকে থাকা সাদ্দাম নামে আরেক তরুণ প্রাণ হারিয়েছেন দুর্ঘটনায়। বাড়ি চোপড়ার কুমারটোলে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সংবর্ধনা

নকশালবাড়ি, ২০ অক্টোবর : রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নকশালবাড়ি নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদ কমিটির তরফে বজলে রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। মালা এবং খাদা পরিয়ে কমিটির সদস্যরা বজলেকে অভ্যর্থনা জানান। কামতাপুরি ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিতে কেনেডি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট দিয়েছে। এদিন বিমানবন্দরে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছেন কমিটির তরফে মেহেবুব খান, মহম্মদ কালাম প্রমুখ। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান বজলে কামতাপুরি ভাষায় অভিধান সহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ফাঁসি দাবি

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : চোপড়ায় কিশোরী ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত পিসেমশাইয়ের ফাঁসির দাবিতে এবার সোচ্চার হলেন গ্রামবাসী। রবিবার তাঁদের পাশাপাশি কিশোরীর পরিবারের তরফেও অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তোলা হয়েছে। এদিন সকালে কিশোরীর বাড়িতে জমা হতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিশোরীর বাবা বলেন, ‘গ্রামের মানুষ পাশে থাকায় সাহস পেয়েছি।’

৭ অক্টোবর ওই কিশোরীকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে ১৭ অক্টোবর কিশোরীর বাবা থানায় অভিযোগ করেন। সেদিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পুজোর প্রস্তুতি

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকের সোনাপুর বাজার এলাকায় কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এখানে একাধিক বিগ বাজেটের পুজো হয়। এর মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো। ইউনাইটেড ক্লাবের পুজোর এবার ৬৪তম বর্ষ। অন্যতম সদস্য গৌরব গুপ্তা বলেন, ‘আমাদের মণ্ডপে এবার রাজস্থানের বিভিন্ন জিনিস তুলে ধরা হবে। বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।’ অন্যদিকে, ব্ল্যাক ডায়মন্ডের থিম মিশরের পিরামিড। ক্লাব সভাপতি শুভ পাইন বলেন, ‘আমাদের পুজোর এবার ৪৭তম বর্ষ। মণ্ডপ সাজাতে কলকাতা থেকে শিল্পীদের আনা হয়েছে। বাজেট ৫ লক্ষ টাকা।’

সোনাপুরে বিপ্লবী সংঘ, জাতীয় তরুণ সংঘ, আজাদ ক্লাব, রয়্যাল ক্লাব, দেশপ্রেমী ক্লাব, সুভাষপল্লি শ্যামাপুজো কমিটির তরফেও পুজো আয়োজন করা হয়েছে।

থানায় নালিশ

চোপড়া, ২০ অক্টোবর : সম্প্রতি কোচবিহারের সিতাই ব্লকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা আশ্রমের এক মহারাজকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে নগেন রায়ের বিরুদ্ধে। এবার সেবা আশ্রমের ওই মহারাজের বিরুদ্ধে কটূক্তির অভিযোগ এনে রবিবার চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন স্থানীয় বাসিন্দা গ্যাব্রেল টোপ্পো। এদিন থানায় অভিযোগ জানানোর সময় গ্যাব্রেলের সঙ্গে ছিলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের চোপড়া ব্লকের নেতা রাজীব সিংহ সহ অনেকেই।

অধিকারী ফাঁড়িতে মাত্র তিনজন হোমগার্ড

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ২০ অক্টোবর : মাত্র তিনজন হোমগার্ড দিয়েই চলছে অধিকারী পুলিশ ফাঁড়ি। তিনজনই কর্মজীবনে অবসরের দোরগোড়ায়। কারও চাকরির মেয়াদ আর আট মাস, কারও একবছর। তিনজনে মিলে পুলিশ ফাঁড়ি চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। এদিকে সংস্কারের অভাবে ফাঁড়ির অবস্থা বেশ শোচনীয়।

অধিকারী পুলিশ ফাঁড়ি বেহাল দশায়।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই ফাঁড়িতে খড়িবাড়ি থানার কোনও পুলিশ মোতায়েন থাকে না। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেই দেখা যাবে মান্ধাতার আমলের দুটি পাকা ঘর এবং একটি ব্যারাক। একটি ঘরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকেন একজন হোমগার্ড। রাত হলে সেই ঘরেই শুয়ে পড়েন তিনজন। আগাছায় ঢেকেছে গোটা চত্বর। এমনকি মাঝেমধ্যেই দেখা যায় বিষধর সাপ। ইঁদুরের উৎপাতে গোটা ব্যারাকের পলেস্তারা উঠে গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, ‘অধিকারী ফাঁড়ি রাজ্য পুলিশের আওতায় রয়েছে। ফাঁড়ি মেরামত কিংবা পুলিশ মোতায়েন হবে কি না, সেটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তহবিল বরাদ্দ হলেই আমরা সংস্কার করি।’

একজন হোমগার্ড বললেন, ‘১২ বছর ধরে আমি এখানে রয়েছি। ফাঁড়ির দিকে কারও নজর নেই। এখন অবসরের দিন গুনছি।’ তিনি জানালেন, অন্ধকার নামলে গোটা পুলিশ ফাঁড়িতে সাপের উৎপাত বেড়ে যায়। তখন টর্চ ছাড়া হাঁটাচলা করা যায় না। বিছানার চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড ছিটিয়ে ঘুমাতে যেতে হয়।

ওই কর্মী আরও বলেছেন, ‘দার্জিলিং জেলায় আমরা মাত্র পাঁচজন বর্ডার উইং হোমগার্ড রয়েছি। একজন ঘোষপুকুরে, একজন শিলিগুড়ি আদালতে এবং আমরা তিনজন অধিকারীতে। অবসর নিলেই ফাঁড়িতে রাজ্য পুলিশের বোর্ড বসবে।’ তিনি জানালেন, মাঝেমধ্যে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পরিদর্শনে আসেন বটে কিন্তু ফাঁড়ি মেরামত কিংবা পুলিশ মোতায়েন করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন না।

খড়িবাড়ি থানা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অধিকারী স্টেশনের সামনে রয়েছে এই পুলিশ ফাঁড়ি। এলাকায় কোনও ঝামেলা হলে এই ফাঁড়ি থেকেই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাত। নিরাপত্তার দিক থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এই এলাকায় অধিকারী পুলিশ ফাঁড়ির গুরুত্ব পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির সমান ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ফাঁড়ির গুরুত্ব কমে যায়।

আশির দশকে সীমান্তে বিএসএফ-কে সহযোগিতার জন্য বর্ডার উইং হোমগার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল। এখানকার কর্মীদের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমান্ত এলাকা থেকে তিন-চার কিমি দূরে মোতায়েন করা হত। খড়িবাড়ির দেবীগঞ্জ, অধিকারী, পানিট্যাঙ্কি এলাকায় পুলিশ ফাঁড়িগুলি গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে বিভিন্ন ফাঁড়িতে মোতায়েন করা হয়।

আপন খেয়ালে

মাটির প্রদীপে রং করতে ব্যস্ত কিশোরী। মেরিভিউ চা বাগানে।

ডিজাইনার প্রদীপ নজর কাড়ছে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : আর ক'দিন পরই দীপাবলি। আলোর উৎসবে মাতবে শহর থেকে গ্রাম। হাজার আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করবে চারদিক। তবে যুগ বদলেছে। অনেকেই এখন বাড়ি সাজাতে বিভিন্ন আধুনিক আলো ব্যবহার করেন। কিন্তু মাটির প্রদীপ ছাড়া দীপাবলি যেন আজও অসম্পূর্ণ। ঐতিহ্য মেনে আজও বহু পরিবারের আস্থা অটুট মাটির প্রদীপে। তবে যুগের সঙ্গে তালপ্রদীপের নকশায় এসেছে চমক। নানা ডিজাইনের প্রদীপ এখন নজর কাড়ছে ক্রেতাদের। আর চাহিদা থাকায় সেরকম প্রদীপ তৈরি করছেন চা বাগানের মেয়েরা।

মেরিভিউ, লোহাসিং, গঙ্গারাম চা বাগান এলাকার প্রায় একশোজন মহিলা এই কাজে যুক্ত রয়েছেন। ছোট, মাঝারি, বড়- বিভিন্ন আকারের প্রদীপ রং ও তুলির মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। তৈরির পর তা বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে শিলিগুড়ির বাজারে। বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা জোড়া দরে।

স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (সিডবি)-র দার্জিলিং জেলার স্বাবলম্বী কানেক্টিং কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মোবাইল লাইব্রেরির উদ্যোগে মহিলাদের স্বনির্ভর করা জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ডিরেক্টর পৌলোমী চাকি নন্দী বলেন, ‘বিভিন্ন ধরনের প্রদীপ দিয়ে ঘর সাজাতে অনেকেই ভালোবাসেন। প্রদীপ ছাড়া দীপাবলি যেন অসম্পূর্ণ। তবে এখন বেশিরভাগ মানুষই চায় ডিজাইনার প্রদীপ দিয়ে ঘর সাজাতে। সেই কথা মাথায় রেখে এই ধরনের প্রদীপ তৈরি করা হয়েছে। এতে রংয়ের পাশাপাশি জরি, পুঁতি ব্যবহারও করা হয়েছে, যাতে দেখতে সুন্দর লাগে।’

দীপাবলির বাজারে এই প্রদীপগুলো ক্রেতাদের নজর কেড়েছে বলে জানাল লোহাসিং চা বাগানের বাসিন্দা তথা নবম শ্রেণির ছাত্রী আসমানি রাওতিয়া। ওই চা বাগানের অপর বাসিন্দা পিংকি রাওতিয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর বক্তব্য, ডিজাইনার প্রদীপ তৈরি করে অনেকেই আয়ের মুখ দেখেছেন।

বাড়িতে কারা, জানানোর নির্দেশ কাউন্সিলারের

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : এলাকার কোনও বাড়ি, মেস বা আবাসনে একাধিক তরুণ বা তরুণী থাকতে শুরু করলে, সেটা তাঁকে জানানোর নির্দেশ দিলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা। সংশ্লিষ্ট বাড়ি বা আবাসনের মালিক বিষয়টি যদি না জানান, সেক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা যাতে সেই তথ্য ওয়ার্ড অফিসে জানায়, সেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার রাতে এলাকায় একটি নার্সিং স্টাফদের আবাসনে অর্চনা থাপা নামে এক স্বাস্থ্যকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। উঠেছে সঠিক তদন্তের দাবি। ওই পিজির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বাসিন্দারা ওয়ার্ড কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা, প্রাক্তন কাউন্সিলার সীমা সাহার উপস্থিতিতে ওয়ার্ড অফিসে বৈঠকে বসেন।

জয়ন্ত বলেন, ‘কেউ যাতে আইন নিজের হাতে না নেন, সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন করা হয়েছে।’ অন্যদিকে, এদিনের বৈঠকে ওই পিজি বন্ধের পাশাপাশি বিল্ডিংটি অবৈধ হলে, সেই ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরনিগমে স্থানীয় বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জয়ন্ত বলেন, ‘এই ধরনের পিজি যাতে না চলে, সেব্যাপারে মেয়রকে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনারকেও স্মারকলিপি দেব।’ পাশাপাশি তদন্ত শেষ হয়ে গেলে ওই পিজি বিল্ডিংটি বৈধ কি না, সেব্যাপারেও পুরনিগম তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান। তাঁর বক্তব্য, ‘ওই বিল্ডিং অবৈধ হয়ে থাকলে সেটাও ভাঙা হবে।’ প্রসঙ্গত, অর্চনার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অর্চনার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। যদিও পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

গাঁদা চাষ দেখাচ্ছে আয়ের দিশা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ অক্টোবর : বনাঞ্চলের পাশের জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ আয়ের দিশা দেখাচ্ছে বহু কৃষককে। তাঁদেরই একজন সংগীত প্রধান। তিনি বছরকয়েক আগে হাতির ভয়ে একই জমিতে ধান চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফসল পাকার আগে খেত তছনছ করে দিয়ে যেত বন্যপ্রাণের দল। লাভ তো দূরের কথা, মূলধন ঘরে ফেরাতে হিমসিম খেতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের।

জঙ্গলের পাশে সংগীত প্রধানের ফুলের বাগান। নিরপানি রাইটোলায়।

নকশালবাড়ি নিরপানি রাইটোলার সংগীত শেষপর্যন্ত কৃষিকাজ ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন আয়ের খোঁজে। সেখানেও অবশ্য মানিয়ে নিতে পারেননি। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়া রয়েছে স্ত্রী আর এক মেয়ে। সংসার চালাতে নকশালবাড়ির জাবরা মোড়ে একটি ইন্টারনেট ক্যাফেতে কাজ নেন। হাতির ভয়ে জমিতে আর কোনও ফসলই চাষ করেননি তিনি।

বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে কলাবাড়ি বনাঞ্চল। সারাবছর সেখানে গজরাজের দল ঘোরাফেরা করে। তাই সংগীতের মতো এলাকার বাকি কৃষকরা ফসল চাষ করতে রীতিমতো ভয় পান। বছরের অধিকাংশ সময় গ্রামের সমস্ত জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ভারত-নেপাল সীমান্তের কলাবাড়ি জঙ্গল ঘেঁষে রয়েছে নিরপানি, অলডাঙ্গি, মিরজাংলা, তরিবাড়ির মতো গ্রামগুলি। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ জীবিকার খোঁজে যান ভিনরাজ্যে।

তবে কয়েকবছর হল ওই গ্রামে আশার আলো দেখাচ্ছে গাঁদা চাষ। কারণ, সেক্ষেত্রে হাতির হানার ভয় থাকে না। সারাবছর তো বটেই কালীপুজোর আগে ফুলের চাহিদা বাড়ে। এইসময়ের অপেক্ষায় থাকেন চাষিরা। যদিও এবছর অসময়ের ভারী বৃষ্টির জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেকের জমিতে গাঁদা ফুলের চারা নষ্ট হয়েছে। কয়েকবছর আগে গাঁদা চাষ করে নকশালবাড়ি ব্লকে সেরা কৃষকের শিরোপা পেয়েছিলেন অলডাঙ্গির গীতা ছেত্রী। তিনিও এবার ফুল ফোটাতে পারেননি। তাঁর জমিতে জল জমে নষ্ট হয়েছে চারা। গীতা বলছিলেন, ‘এবার অনেকের ক্ষতি হয়েছে। দিনেরবেলা আবহাওয়া ঠিক থাকলেও রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়।’

যদিও ভাগ্যদেবতা সহায় সংগীতের প্রতি। প্রথমবার গাঁদা চাষ করে ভালো আয়ের মুখ দেখতে চলেছেন তিনি। প্রায় এক বিঘা জমিতে ফুল ফুটিয়েছেন। সেটা কিনতে রোজ সংগীতের বাড়িতে ভিড় করছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁর ব্যাখ্যায়, ‘আমার এই ফুল চাষ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। পাশের বাড়ির বন্ধু শিবা দাহাল কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। তার কাছ থেকে পরামর্শ নিই। উৎসবের মরশুমে চাহিদা বেড়েছে। ফুলের জন্য প্রচুর পাইকার বাড়িতে আসছেন। বাজারে চাহিদা রয়েছে, তবে বৃষ্টিতে চারার ক্ষতি হওয়ায় প্রয়োজনীয় সরবরাহ নেই এখানে। তাই দাম বাড়ছে। পুজোর আগে ঠিকঠাক ফুল বিক্রি করতে পারলে সারাবছর আর চিন্তা থাকবে না।’

বাকিদের জমিতে জল জমলেও তিনি এযাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। সংগীত জানালেন, জঙ্গলের পাশে তাঁর জমি উঁচু জায়গায়। তাই সেখানে সহজে জল জমে না।

বিকল্প চাষ

- কলাবাড়ি বনাঞ্চলে সারাবছর হাতির দল ঘোরাফেরা করে
- বুনোরা সংলগ্ন গ্রামে ঢুকে ফসল খেয়ে জমি তছনছ করে যায়
- তাই স্থানীয় কৃষকরা ফসল চাষ করতে রীতিমতো ভয় পান
- জীবিকার খোঁজে অধিকাংশ পাড়ি দেন ভিনরাজ্যে
- গাঁদা ফুলের জমিতে হাতির হানার ভয় থাকে না
- সেই চাষ করে অনেকেই বিকল্প আয়ের দিশা খুঁজে পেয়েছেন

ইডি'র নির্দেশিকা

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কাউকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করানো যাবে না, এই প্রসঙ্গে অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা জারি করল ইডি। রাজ্য সহ দেশের অন্য প্রান্তে ইডি'র বিরুদ্ধে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করানোর অভিযোগ উঠেছে।

পাওয়ার অডিটের সিদ্ধান্ত

শিয়ালদা ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের জেরে রাজ্যের সমস্ত ইএসআই হাসপাতালে পাওয়ার অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নিল শ্রম দপ্তর। হাসপাতালগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সহ সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।

আসছে 'ডানা'

বুধবার বঙ্গোপসাগরের ওপর ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা। নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে নাম হবে 'ডানা'। তার প্রভাবে কলকাতা সহ উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস।

বৃদ্ধের মৃত্যু

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে গাড়ি উলটে রাস্তাতেই মৃত্যু বৃদ্ধের। তিনজনের পরিস্থিতি সংকটজনক। তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চালকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : শনিবারই ৬ আসনে বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছিল বিজেপি। রবিবার প্রত্যাশামতো তৃণমূল ওই ৬ কেন্দ্রে তাদের প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিল। প্রতিটি কেন্দ্রে এবার নিয়ে আসা হয়েছে নতুন মুখ। উল্লেখযোগ্যভাবে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত কোচবিহারের সিতাই কেন্দ্রে তৃণমূল যেমন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা জেলা মহিলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদিকা সংগীতা রায়কে প্রার্থী করেছে, তেমনই বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত মাদারিহাটে যুব তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ টোপ্পোকে দল নির্বাচনে দাঁড় করাচ্ছে। এদিন বিকেলেই তৃণমূলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে, তপশিলি মহিলা, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সমস্ত সম্প্রদায়ের থেকে দল প্রার্থী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দল এই প্রার্থীদের বেছে নিয়েছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'ইতিমধ্যেই প্রার্থীর নাম বাদ রেখে আমাদের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। দল যেখানে প্রার্থী করেছে দলের সর্ব স্তরের নেতা-কর্মীরা তাঁর সমর্থনে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।'

সিতাই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া কোচবিহার থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার জেরে বিধায়ক পদ ছেড়ে দেওয়ায় এই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দলীয় রাজনীতিতে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই কেন্দ্রে প্রচার এবং রণকৌশল ঠিক করার মূল দায়িত্ব তাঁর হাতেই রেখেছে দল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীও সেখানে প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন। এই কেন্দ্রটি ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল। মাদারিহাট কেন্দ্রটি এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নিজেদের দখলে আনতে পারেনি। একসময় এখানে আরএসপির শক্ত ঘাঁটি ছিল। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সবুজ ঝড় সত্ত্বেও মাদারিহাট কেন্দ্রটি দখলে রাখে আরএসপি। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এখানকার বিধায়ক হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ফের জয়লাভ করেন। কিন্তু মনোজ এবার আলিপুরদুয়ারে সাংসদ হওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে জয়প্রকাশ টোপ্পোকে। জয়প্রকাশ জেলা রাজনীতিতে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই কেন্দ্রটি এবার দখলে আনতে মরিয়া তৃণমূল।

হাড়োয়ার বিধায়ক ছিলেন হাজি নুরুল ইসলাম। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি বসিরহাট কেন্দ্রের সাংসদ হন। মাসদুয়েক আগে তিনি প্রয়াত হন। ফলে হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রটি ফাঁকা ছিল। এখানে দল প্রার্থী করেছে হাজি নুরুল ইসলামের ছেলে শেখ রবিউল ইসলামকে। পার্থ ভৌমিক সাংসদ হয়ে যাওয়ায় নৈহাটি আসনটিও শূন্য ছিল। ওই আসনে দল তৃণমূলের নৈহাটি শহর সভাপতি তথা পার্থ-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সনৎ দে-কে প্রার্থী করেছে। একইভাবে মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া সাংসদ হয়ে যাওয়ায় ওই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। সেখানে দল প্রার্থী করেছে মেদিনীপুর শহর তৃণমূলের সভাপতি সুজয় হাজরাকে। জুন মালিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সুজয়। বাঁকুড়ার তালডাংরায় প্রাক্তন বিধায়ক সমীর চক্রবর্তী (বুয়া)-কে প্রার্থী করতে চেয়েছিল দল। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বুয়া তালড্যাংরার বিধায়কও ছিলেন। কিন্তু ২০২১-এর নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে চাননি। সেখানকার বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী বাঁকুড়ার সাংসদ হয়েছেন। ওই উপনির্বাচনে দল প্রার্থী করেছে যুবনেতা ফাল্গুনী সিংহকে। তবে লোকসভা নির্বাচনের মতো এবারও তালড্যাংরা উপনির্বাচনে প্রচার ও রণকৌশল ঠিক করতে বুয়াকেই দায়িত্ব দিয়েছেন দলনেত্রী।

কে কোথায় প্রার্থী

- সিতাই - সংগীতা রায়
- মাদারিহাট - জয়প্রকাশ টোপ্পো
- হাড়োয়া - শেখ রবিউল ইসলাম
- নৈহাটি - সনৎ দে
- মেদিনীপুর - সুজয় হাজরা
- তালড্যাংরা - ফাল্গুনী সিংহ

জুনিয়ার ডাক্তারদের আয়োজিত চিৎকার সমাবেশ। রবিবার ধর্মতলায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সোমবার প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে বামেরা

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : রাজ্যের ছয় বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি ও তৃণমূল। তবে এখনও বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেনি। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সোমবারই ছ'টি আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করতে চলেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বিকাল ৪টেয় বৈঠকে বসবেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। তারপরই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে। রবিবারও সন্ধেবেলা বৈঠকে বসে বামেরা। এদিনের বৈঠকেও প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি ওঠেইনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্যেও তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। কোচবিহারের সিতাই আসনটিতে বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হতে চলেছেন অরুণ বর্মা। এই আসনটিতে ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেয় কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতার বিষয়টি কার্যত বিশবাঁও জলে।

শনিবার বিজেপি ও রবিবার তৃণমূল উপনির্বাচনের জন্য তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে তারা নির্বাচনি প্রচারেও নেমে পড়েছে। কিন্তু বামেরা এখনও শরিকদের বাইরে কাদের সঙ্গে সমঝোতা হবে সেই আলোচনাতেই আটকে রয়েছে। সূত্রের খবর,

উপনির্বাচন

শনিবার বামফ্রন্টের বৈঠকে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের তরফে প্রতিনিধিও ছিলেন। তাদের তরফে সিপিএমের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, জুনিয়ার ডাক্তারদের কাউকে প্রার্থী করা হোক। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি সিপিএম। তারপর উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি আসনটিতে লিবারেশনের তরফে প্রার্থী দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি চিন্তাভাবনা করার সময় নেয় সিপিএম। কারণ, ওই আসনে সিপিএমের প্রার্থী দেওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, এদিনও বৈঠকে বসে বামফ্রন্ট। সেখানে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের তরফে কেউ ছিলেন না। তবে আলোচনায় উঠে এসেছে, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এখনও তাদের প্রার্থীর নাম জানাতে পারেনি। তাই বিষয়টি বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, কোনও একটি নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা বা না করার জন্য বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হয় না। কিছুদিন আগেও কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে একসঙ্গে রাস্তা পেরিয়েছে। গন্তব্যস্থল ছিল এক। কৌশলগত কারণে অনেক সময় রাস্তা আলাদাও হতে পারে। বামেদের সঙ্গে পথচলার বিষয়টি জেলা নেতৃত্বের কাঁধে বর্তালেও এবার জোট না হওয়ার বার্তাই দিয়ে রেখেছেন প্রদেশ সভাপতি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর আবহে বাকিদের মতোই একক শক্তিপরীক্ষা করতে চাইছে বাম-কংগ্রেস। তাই একলা চলার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। সোমবার বামেরা প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করলে স্পষ্ট হবে যে তারাও একক শক্তিতেই লড়তে চলেছে কি না।

চমকহীন প্রার্থীতালিকা, তবু আশায় বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : উপনির্বাচনে বিজেপির সব প্রার্থীই মনে করছে আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব পড়বে এবারের ভোটে। তাঁদের ধারণা, ভোটের বাক্সে এর ফায়দা তুলতে পারবে বিজেপি। রাজ্যের আসন্ন উপনির্বাচনের দলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই ঘোষণায় কোনও চমক নেই। মূলত স্থানীয় সংগঠনের পদাধিকারীদেরই এবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। যদিও ৬ প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন বহিরাগত।

গত ২০১৪ থেকে '২৪ পর্যন্ত ৫টি নির্বাচনে মাদারিহাট হাতছাড়া হয়নি বিজেপির। তবে, গত '২১ ও '২৪-এর ভোটে জিতলেও ব্যবধান কমেছে। এবার মাদারিহাটে বিজেপি প্রার্থী করেছে মাদারিহাট ১ মণ্ডলের সভাপতি রাহুল লোহারকে। প্রাক্তন সিটু নেতার ছেলে, একদা বীরপাড়া কলেজে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন করা রাহুল এখন পুরোদস্তুর গেরুয়া। রাহুলের দাবি, মাদারিহাটের ভোটেও রাজ্যে নারী নিগ্রহের ইস্যুতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দেবে। রাহুলের মতে, চা বাগান থেকে আরজি কর কাণ্ড সব কিছুর জন্যই রাজ্য সরকার দায়ী।'

সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া অনন্যা রায় চক্রবর্তী নির্দল কাউন্সিলার হিসেবে পুরসভায় তৃণমূলকে হারিয়েছিলেন। উপনির্বাচনে তালড্যাংরায় তাঁকেই এবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। অনন্যার দাবি, উপনির্বাচনে আরজি করের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়বে। বিজেপির ছাত্র রাজনীতি করে উঠে আসা শুভজিৎ রায় পার্টিতে শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। মেদিনীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার পর রবিবার সকালে সেখানকার প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন। শুভজিৎ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আরজি কর থেকে জয়নগর সব খবরই এখন মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে। এই ঘটনায় তৃণমূল সাংগঠনিকভাবেও একটু কোণঠাসা। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে মেদিনীপুর জেতা অসম্ভব নয়।' ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তনী দীপক রায় পেশায় শিক্ষক, গত বিধানসভা নির্বাচনে সিতাইয়ের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন তিনি। এবারেও তাঁর ওপর ভরসা রেখেছে দল। উত্তর ২৪ পরগনার দুটি আসন নৈহাটি ও হাড়োয়া। এই দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে রূপক মিত্র ও বিমল দাস। রূপক সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর প্রাক্তন নেতা। বর্তমানে ব্যারাকপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, তাঁর কেন্দ্রেই আরজি করের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই আন্দোলনে বামেরা প্রচারের আলোয় থাকলেও মমতার বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য শেষপর্যন্ত বিজেপিকেই বেছে নেবে।

গত কয়েকটি উপনির্বাচনেই স্থানীয় প্রার্থীর ওপরেই আস্থা রেখেছে বিজেপি। যদিও তাতে লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। ওজনদার নেতারা উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে না চাওয়ায়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই তরুণ মুখের ওপর ভরসা করতে হয়েছে দলকে। তবে উপনির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, 'সবটাই যে আমাদের বিরুদ্ধে যাবে এমনটা নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে রানাঘাট, বনগাঁর প্রার্থীদের নিয়ে যেভাবে বিক্ষোভের মধ্যে পড়তে হয়েছিল দলকে, এবার প্রার্থী ঘোষণার পর অন্তত সেই সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, এই নির্বাচনে দু'একটি আসন ছাড়া জেতার বিষয়টা গৌণ, লড়াইটাই মুখ্য। তাই স্থানীয় নেতৃত্বকে তুলে আনতে পারলে এলাকায় দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।'

প্রচারে পদ্ম প্রার্থী

মেদিনীপুর, ২০ অক্টোবর : মেদিনীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনের জন্য শনিবার সন্ধ্যায় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পরই শুরু হয়ে গেল প্রচারের প্রস্তুতি। রবিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরে বেরিয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায়। এদিন তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার বাড়ি মির্জাবাজার এলাকায় প্রচার সারেন। এছাড়া দলীয় কার্যালয়ে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে প্রচার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন শুভজিৎ। বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজ্যের চারদিকে ঘটে চলা ইস্যুগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন শুভজিৎ। তাঁর কথায়, 'মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

গাড়ির আয়ু বাড়াতে দ্বিমুখী উদ্যোগ রাজ্যের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ির আয়ু আরও ৫ বছর বাড়াতে দ্বিমুখী প্রচেষ্টা শুরু করছে রাজ্য সরকার। একদিকে গাড়ির আয়ু আরও ৫ বছর বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া, অন্যদিকে রাজ্যেই যাতে ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে পোর্টালের মাধ্যমে 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' দিতে পারে তার বন্দোবস্ত করা। আগামী সপ্তাহে অফিস খুললেই এই ব্যাপারে কাজ শুরু করতে চায় পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, '১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিলের নির্দেশ মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। আমরা শুরু থেকে এর বিরোধী। সরকার সবরকমভাবে চেষ্টা করছে যাতে বাসমালিকদের এই ব্যাপারে রেহাই দেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টে আরও পাঁচ বছর আয়ু বাড়াতে আমরা আবেদন করেছি।' এই মামলায় বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার।

সামনে দীপাবলি। বিভিন্ন ধরনের আলো কেনার ভিড় কলকাতার চাঁদনি চক মার্কেটে। রবিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : রাজ্যের ৬ আসনের উপনির্বাচনে এবার রেকর্ড সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৩ নভেম্বর রাজ্যের উপনির্বাচনে মোট ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে। সম্প্রতি দিল্লিতে কমিশনের এক বৈঠকে রাজ্যের বাহিনী সংখ্যা চূড়ান্ত হয়। তবে শেষ মুহূর্তে প্রয়োজনে এই সংখ্যার কিছু রদবদল হতেই পারে বলে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত।

মোট ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ৫ কোম্পানি বাহিনী মজুত রাখা হবে বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, ইভিএম, গণনা কেন্দ্রের স্ট্রংরুম পাহারার কাজে। প্রায় ৮৪ কোম্পানি অর্থাৎ কেন্দ্র পিছু গড়ে ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে উপনির্বাচনে। কমিশনের এক কর্তার মতে, এরমধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক কারণে

নৈহাটি, সিতাই ও হাড়োয়ার মতো আসনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা কিছুটা বেশি থাকার সম্ভবনাই রয়েছে।

৮৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ ২৪ কোম্পানি, বিএসএফ ৩০ কোম্পানি, সিআইএসএফ ১২ কোম্পানি, আইটিবিপি ১০ কোম্পানি এবং এসএসবি ১৩ কোম্পানি। পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিককালে রাজ্যের কোনও উপনির্বাচনে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নজির নেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর উত্তর পরিস্থিতিতে এবারের নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শাসক ও বিরোধীদের কাছে। ফলে, সাধারণভাবে উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্যবারে যেমন ঢিলেঢালা ভাব থাকে এবার তেমনটা নয়। সেই স্পর্শকাতরতার কথা মাথায় রেখেই হয়তো কমিশন এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। যদিও কমিশনের মতে প্রতিক্ষেত্রেই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের অতীতের রেকর্ড খতিয়ে দেখে কমিশন আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

চার হার্ডডিস্কের ফুটেজ সিবিআইয়ের হাতে

সন্দীপ-অভিজিতের কলরেকর্ড উদ্ধার

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। এই ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় কি না তা নিয়ে যখন বিস্তর জল্পনা, তখন চারটি হার্ডডিস্কের ফুটেজ সিবিআইয়ের হাতে এসেছে। তাতে আরজি করের জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। ওই হার্ডডিস্কগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন থেকে বহু কলরেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে। তবে তদন্তকারীরা মুছে ফেলা সেই তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছেন। ফলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে চলেছেন তদন্তকারীরা।

গণধর্ষণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সঞ্জয়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করে সিবিআই। তদন্তকারীদের দাবি, ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয়ের বায়োলজিকাল এভিডেন্স পাওয়া যায়। তার ভিত্তিতেই তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে তদন্ত যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে গণধর্ষণের বা পরিকল্পনামাফিক খুনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেননি তদন্তকারীরা। ওইদিন জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ ওই চারটি হার্ডডিস্কে রয়েছে। এগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। ফলে ৮ অগাস্ট পুরো দিন ও রাতে ওই বিল্ডিংয়ে কারা কারা গিয়েছিলেন, সঞ্জয়ের

আরজি কর কাণ্ড

সঙ্গে আর কেউ গিয়েছিলেন কি না, ঘটনার আগে বা পরে সঞ্জয়ের কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না বা সঞ্জয় কারও সঙ্গে দেখা করেছিল কি না তা নিয়ে স্পষ্ট হতে পারবেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই ওই ফুটেজগুলি খতিয়ে দেখতে আদালতের অনুমতি পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ওইদিন কারও গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা।

এই ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা স্ক্যানারে রয়েছে সিবিআইয়ের। তাঁদের ফোন থেকে একাধিক কলরেকর্ড মুছে ফেলা হয়। ঘটনার দিন দু'জনের মধ্যে একাধিকবার কথা হয়েছিল। সেই কথোপকথনের রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি, অভিজিতের ফোনে অটো কলরেকর্ড চালু ছিল। সেই কারণে সমস্ত কলরেকর্ড হত। ঘটনার দিন সন্দীপ তাঁকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই কথোপকথনের রেকর্ড ফোন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে মুছে ফেলা সেই রেকর্ডিং উদ্ধার করা গিয়েছে। তাদের ফোনের সিএফএসএল রিপোর্ট সিবিআইয়ের হাতে এসেছে। তা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের ধারণা, তথ্য গোপন করার জন্যই এই কাজ করা হয়। দুজনেই এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এছাড়াও দুই জুনিয়ার ডাক্তারের সঙ্গে ঘটনার দিন সন্দীপের একাধিকবার কথা হয়। তাঁদের বেশ কিছু নির্দেশ দেয় সন্দীপ। গোটা ঘটনায় প্রত্যক্ষ না হলেও সন্দীপ ও অভিজিতের পরোক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

সাবধানি অনুব্রত

রামপুরহাট, ২০ অক্টোবর : ফের সাবধানি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। কাজলের সভায় না যাওয়ায় কেরিম গোষ্ঠীর লোকজনদের মারধর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন তিনি। উলটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোর কমিটির ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল তাঁর গলায়। গোরু পাচার মামলায় তিহার জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর জেলাজুড়ে বিজয়া সম্মিলনি শুরু করেছেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। ১৭ অক্টোবর থেকে মুরারই, নলহাটি, ময়ূরেশ্বর এবং রামপুরহাট-২ ব্লক নিয়ে সাতটি সভা করলেন অনুব্রত। কিন্তু কোনও সভাতেই দেখা মেলেনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, কোর কমিটির সদস্য ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখের। যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নে প্রতিটি সভাতেই অনুব্রত বলেন, 'পরের সভাগুলিতে থাকবেন'।

অবশ্য কাজল সাংবাদিকদের প্রশ্নে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, অনুব্রতর সভায় তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তার প্রমাণ, রবিবার বিকেলে রামপুরহাটে সরকারি একটি সভায় কাজল উপস্থিত হলেও যাননি অনুব্রতর তারাপীঠ কিংবা মহম্মদবাজারের সভায়।

তবে কাজলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠলেও সংযত অনুব্রত। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মারধরের খবর আমার কানে পৌঁছায়নি। আপনারা শুনতে পারেন। আমার বক্তব্য, সবাইকে একসঙ্গে চলতে হবে।' এদিন অনুব্রত বলেন, 'গত লোকসভা নির্বাচনে ১১টি বিধানসভাতেই আমরা এগিয়ে ছিলাম। এর জন্য কোর কমিটির সদস্য যাঁরা নির্বাচন করিয়েছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১১টি বিধানসভাই আমরা দখল করব। আপনারা সঙ্গে থাকলেই আমরা তৃণমূলের আরও শ্রীবৃদ্ধি করতে পারব।'

কৃষ্ণনগরে তরুণী খুনে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির অনুমান

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : কৃষ্ণনগর কাণ্ডে ক্রমশ জটিল হচ্ছে রহস্য। তরুণীর মৃত্যু আত্মহত্যা নাকি খুন, সেই রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার তত্ত্বই জোরালো। তবে এই তত্ত্ব সঠিক হলে আত্মহত্যার নেপথ্যে প্ররোচনা রয়েছে কি না তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। তদন্তকারীরা অনুমান করছেন, তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশের কারণেই সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয়। আর তা থেকেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন ওই তরুণী। তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। ঘটনার দিন রাত ১০টা ১২ মিনিট থেকে ১১টা ১২ মিনিট পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা। রবিবার মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই তরুণী রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ অকুস্থলে একাই হেঁটে যাচ্ছিলেন। ময়নাতদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সম্ভবত রাত ১২টার পরে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। রাত ১০টা নাগাদ অভিযুক্ত প্রেমিক অকুস্থলের খুব কাছেই একটা মাঠে ছিলেন। রাত ১১টায় বাড়ি ফেরেন অভিযুক্ত। এইসময়ের পরে কী ঘটেছিল তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মৃতার পরিবারের বয়ান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কেরোসিন জাতীয় দাহ্য তরল রাখা বোতল ও দেশলাই পাওয়া যায়। তরুণী যদি নিজেই আত্মহত্যা করেন, তাহলে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে যাওয়ার সময় কেন আর্তনাদ করেননি বা বাঁচার চেষ্টা করেননি তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। কারণ, এই ধরনের কোনও নমুনা ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের পরেও অকুস্থল পরিদর্শনে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকরা আবার সেখানে যান।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, ময়নাতদন্তের

প্রাথমিক রিপোর্টে আত্মহত্যার তত্ত্ব

রিপোর্টের সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্যে বিভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আত্মহত্যা নাকি খুন, এই বিষয়টিও এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না। তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, অভিযুক্ত অন্য কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যান। সেই সূত্রেই তাঁদের বিবাদ হয়ে থাকতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ নাকি টাকা ফেরত নিয়ে বিবাদের জেরে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওইদিন আদৌ দুজনের দেখা হয়েছিল কি না, অভিযুক্ত জেরায় সত্যি কথা বলছে কি না সেদিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই আরও এক সন্দেহভাজন তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তিনি মৃতা ও অভিযুক্তের কমন ফ্রেন্ড বলেই তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। তাঁর ভূমিকাও নজরে রয়েছে।

সোমবার, ৪ কার্তিক ১৪৩১, ২১ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫১ সংখ্যা

পশ্চিম এশিয়ার ভবিষ্যৎ

দীপাবলির এখনও দিনদশেক বাকি, কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যেন আতশবাজির রোশনাই দেখা যাচ্ছে। রাতের আকাশ চিরে মুহুর্মুহু উড়ে যাচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট। কখনও ছুড়ছে ইরান, কখনও ছুড়ছে হিজবুল্লা, কখনও হামাস, কখনও বা ইজরায়েল। আবার কখনও বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করছে ইজরায়েলি সেনা। টিভির পর্দায় কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় সেসব ছবি দীপাবলির রাতকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া।

২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের জঙ্গি হানা দিয়ে নতুন করে যে যুদ্ধের সূচনা, বর্ষপূর্তির মাথায় তাতে শামিল হয়ে গিয়েছে হামাস-সঙ্গী লেবাননের হিজবুল্লা। আবার হামাস-হিজবুল্লা আক্রান্ত বলে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে ইরান। ইহুদিদের নির্মূল করতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে তেহরান। ইজরায়েলের দাবি, হিজবুল্লার কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইরানে হিজবুল্লা প্রধান হাসান নাসরুল্লা ও তাঁর মেয়েকে খতম করেছে। বস্তুত নাসরুল্লা হত্যাকাণ্ডই খেপিয়ে তুলেছে ইরানকে।

তেহরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খামেনেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ছেন প্রায়শ। নাসরুল্লার উত্তরসূরি যাঁকে ভাবা হচ্ছিল, সেই হাসেম সফিউদ্দিনও ইজরায়েলি হানায় ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। নাসরুল্লা হিজবুল্লার শীর্ষপদে ছিলেন দীর্ঘদিন। নাসরুল্লার পূর্বসূরি আব্বাস আল আসাবকেও খতম করেছিল ইজরায়েল। সেই হিসেবে হিজবুল্লার তিন প্রজন্মের তিন নেতার প্রাণ গেল তেল আভিভের আক্রমণে।

হামাস জঙ্গিগোষ্ঠীর শীর্ষনেতা ইয়াহিয়া সিনোয়ারও ইজরায়েলি হানায় নিহত। ২০২৩-এ হামাস প্যারাট্রুপাররা ইজরায়েলে হানা দিয়ে বেশ কিছু মানুষকে পণবন্দি করেছিল। পণবন্দি হন ইজরায়েলিদের পাশাপাশি কয়েকজন মার্কিন। পণবন্দিদের উদ্ধারে প্রথম থেকেই চাপ ছিল নেতানিয়াহুর ওপর। গাজা ভূখণ্ড, দক্ষিণ লেবাননে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে ইজরায়েল। রোজ হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয়, লেবানীয় গৃহহারা হচ্ছেন।

নেতানিয়াহুর অবশ্য দাবি, সাধারণ মানুষ তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নয়। বাস্তবে বোমায় বিধ্বস্ত কখনও শিশুদের স্কুল, কখনও হাসপাতাল। রোজ খুন হচ্ছেন শয়ে-শয়ে সাধারণ মানুষ। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, ইজরায়েলি হানায় গাজায় এযাবৎ নিহত ৪২,৪৩৮। নেতানিয়াহুর আক্রমণের এখন লক্ষ্য, ইরানের বিভিন্ন পরমাণুকেন্দ্র এবং তেলের ভাণ্ডার।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, নেতানিয়াহুর পরিকল্পনায় তাঁর সায় নেই। আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে অবিলম্বে ইরানে এই হানা চালাতে বলছেন। পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে আমেরিকার ভূমিকাটা বড় অদ্ভুত। হামাস-হিজবুল্লার বিরুদ্ধে নেতানিয়াহুর পাশে আছে আমেরিকা। আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইনে মার্কিন ত্রাণও যাচ্ছে।

ছয়-সাতের দশকে দেওয়াল লিখনে পরিচিত স্লোগান ছিল, 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। বিশ্বজুড়ে তখন আমেরিকার দাদাগিরি। পরে আসরে নামে রাশিয়া। এখন যুক্ত হয়েছে ইজরায়েলের দাদাগিরি। প্যালেস্তাইন-লেবাননকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে ইজরায়েল। তাণ্ডব চালাচ্ছে ইরানেও। ইরানের পরমাণুকেন্দ্র ও তেলকূপগুলিতে হানাদারিতে নেতানিয়াহুর সর্বশেষ পরিকল্পনায় অবশ্য আমেরিকার আপত্তি আছে।

বাইডেন বিষয়টি নিয়ে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুধু আমেরিকা নয়, নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক মনোভাবে ক্ষুব্ধ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কানাডা। কিন্তু ইজরায়েল ধ্বংসলীলা বন্ধ করছে কই? অন্যদিকে, ইরান-হিজবুল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট হানায় ইজরায়েলেও মানুষ নিহত হচ্ছেন। এমনকি নেতানিয়াহুর বাসভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লা। নিশানাভ্রষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন হল, এই রক্তপাত, হানাহানির শেষ কোথায়? মৃত্যুর মহামিছিল চলছে। রাষ্ট্রসংঘ আর কতদিন নীরব দর্শক হয়ে থাকবে?

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

অসমে নাগরিক সমস্যা সহজে মেটার নয়

সুপ্রিম কোর্টে অসম চুক্তি যতই সাংবিধানিক বৈধতা পাক, সব পার্টি যতই স্বাগত জানাক, প্রশ্ন থেকে গেল অনেক।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প জায়গাটা কী আসলে, তা নিয়ে রাজ্যের বাইরের বহু মানুষের কৌতূহল রয়েছে। মাঝে মাঝেই ভিনরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে ক্যাম্প নিয়ে খবর বেরোয়। এমনিতে প্রায় গোটা পনেরো এমন ক্যাম্প অসম রাজ্যজুড়ে। সবচেয়ে বড় ক্যাম্প গোয়ালপাড়ায়। সেখানে অন্তত বারোশো জন আছেন বলে শুনি। তাঁদের দুর্দশা নিয়ে নানা কথা কানে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি হয়।

চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অসমে ৫৪ জন অবৈধ বসবাসকারীকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে অসম সরকার। গুয়াহাটিতে বসে সেখানকার সংবাদমাধ্যমে চোখ বোলালে দেখা যায়, গত দু'মাসে ১২৮ জন অনুপ্রবেশকারীকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে পিছু হটিয়েছে বিএসএফ। এর মধ্যে ১৭ জন অনুপ্রবেশকারীকে সেপ্টেম্বরে সরানো হল। এই প্রেক্ষাপটে ক'দিন আগে সুপ্রিম কোর্টে অসম নিয়ে রায় অন্যতর মাত্রা এনে দিতে পারে। গুয়াহাটিতে লোকের সঙ্গে কথা বললে এমনই মনে হবে।

স্বাধীনতার সময় থেকেই অসমের সবচেয়ে বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হল আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ও অবৈধ নাগরিক। সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও অবৈধ নাগরিক প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দেন। হিমন্ত যা বলেছেন, তা সত্যি হলে খুব ভয়ংকর। ধুবড়িতে যত সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন তার থেকে বেশি আধার কার্ড ইস্যু হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন এর পিছনের অন্যতম কারণ অবৈধ নাগরিক। তাই হিমন্ত আওয়াজ তুলেছেন, এনআরসি-তে আবেদন না করলে আধার কার্ড ইস্যু হবে না। যদিও এই নিয়ম এখন কার্যকর হয়নি।

সন্দেহ নেই এমন পরিস্থিতিতে অসমের চুক্তিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মান্যতা দেওয়ায় অবৈধ নাগরিক তরজা ফের আলোচনায়। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'অসম চুক্তি মেনে অবৈধ অভিবাসনের সমস্যার এটি একটি রাজনৈতিক সমাধান।'

স্বাধীনতার আগে ভারত ভাগ নিয়ে তরজা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় থেকেই অসমে অ-অসমিয়াদের বসবাস নিয়ে বিতর্ক শুরু। ভৌগোলিকভাবে উজান ও মধ্য অসমের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজনের জীবনধারণের কোনও মিল না থাকলেও, এই রাজ্যকে অনুপ্রবেশের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে অসমের সীমান্ত ২৬২ কিলোমিটার। অসমের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেঘালয়ের এর থেকে অনেক বড় সীমান্ত বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু মেঘালয়ের থেকে অসমে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

অনুপ্রবেশ নিয়ে চলা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক বহুদিন ধরে চলে আসছে। বাঙালি অনুপ্রবেশকারীদের ওপর হওয়া লাগাতার হিংসা বন্ধ করতে বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৯৮৫ সালের ১৫ অগাস্ট অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিতে সই করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি, তৎকালীন অসম সরকার, ছাত্র সংগঠন আসু এবং অসম গণ সংগ্রাম পরিষদ। এই চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল একটা ব্যাপার। ১ জানুয়ারি, ১৯৬৬ থেকে ২৪ মার্চ, ১৯৭১-এর মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিকের তকমা পাবেন। কিন্তু এরপর যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে ঢুকেছেন অথবা ঢুকবেন, তাঁরা অবৈধ নাগরিক। তাঁদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে। ১ জানুয়ারি, ১৯৬৬-র আগে আবার যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ভারতীয় বলেই বিবেচিত হবেন।

কিন্তু সমস্যা মিটল কোথায়? এই অসম চুক্তি জন্মের সময় থেকেই বিতর্কে। অনেকেই একে রাজনৈতিক চুক্তি বলে অভিহিত করতে থাকেন। অনেকে আবার একে অসাংবিধানিক বলেও ফতোয়া দিয়েছিলেন। ১৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ যেভাবে অসম চুক্তিকে ৪:১ ভোটে সাংবিধানিক বৈধ্যতা দিয়েছে তাতে আপাতত বিতর্ক একেবারে নির্মূল হল বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের ৬-এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা মেনে নিল সুপ্রিম কোর্ট।

দ্য অসম সম্মিলিত মহাসংঘ নামে একটি গণ সংগঠন ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ৬-এ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছিল। গণ সংগঠনটি মামলাতে অভিযোগ করে যে, অসমে যেভাবে ৬-এ ধারাকে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে সংখ্যাগুরুরা সুবিধা পাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এমনকি সংগঠনটি তাদের মামলাতে এমন দাবিও করে যে অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের জন্য যে কাট-অফ ডেট বলা হচ্ছে তার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মিল নেই। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতির বেঞ্চ সংবিধান বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়। ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল এই সংবিধান বেঞ্চ তৈরি হলেও বিচারপতিদের অবসরজনিত কারণে বারবার তার পুনর্গঠন করা হয়। শেষমেশ ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর এই নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের সংবিধান বেঞ্চে সওয়াল-জবাবও হয় এবং ওই বছরই ১২ ডিসেম্বর শুনানি হয়। কিন্তু, সেই মামলায় আজও রায় দেয়নি শীর্ষ আদালত। এই পরিস্থিতিতে ১৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ অসম অ্যাকর্ডকে সাংবিধানিক বৈধতা দিল।

অসমে কী প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেই পারেন। ইতিমধ্যেই অসম চুক্তিকে সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ায় সকলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। গুয়াহাটির সংবাদমাধ্যমে আসুর প্রধান উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই অসম চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অসমের অনুপ্রবেশজনিত নাগরিক সমস্যা সমাধানের কথা বলে আসছেন তাঁরা। অসম চুক্তি যে সংবিধানের অংশ তাও তাঁরা বলে আসছেন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ এবার নিশ্চিতভাবে অসম অ্যাকর্ডকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করবে।

কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই খুশি। সাংসদ গৌরব গগৈও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, অসম চুক্তি যে একটা নিছক রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল না তা দেশের শীর্ষ আদালতের অবস্থান প্রমাণ করে দিল। বিজেপিও সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগতই জানিয়েছে।

অসম চুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় কতটা প্রভাব ফেলেছে নাগরিক সমাজে? সত্যি বললে, নাগরিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে এটা কোনও প্রভাব তৈরি করেনি। কারণ, অসমে সবচেয়ে বড় ইস্যু ১৯ লক্ষ অবৈধ নাগরিক। এনআরসি'র পাইলট প্রকল্পে যাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন। এঁদের ১৪ লক্ষই বাংলাদেশি নাগরিক। ৫ লক্ষ হল নেপাল, মায়ানমার, ভুটানের।

প্রশ্ন উঠবে, অসম চুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় কতটা প্রভাব ফেলেছে নাগরিক সমাজে? সত্যি বললে, সেভাবে নাগরিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে এটা কোনও প্রভাব তৈরি করেনি। কারণ, বর্তমান অসমে সবচেয়ে বড় ইস্যু ১৯ লক্ষ অবৈধ নাগরিক। এনআরসি'র পাইলট প্রকল্পে যাঁরা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছেন। আর এঁদের মধ্যে ১৪ লক্ষ হচ্ছে বাংলাদেশি অবৈধ নাগরিক। ৫ লক্ষ হল বাংলাদেশের বাইরের। নেপাল, মায়ানমার, ভুটানের। ব্যাপারটা শুনতে অবিশ্বাস্য লাগবে, কিন্তু এটাই সত্যি। ১৯ লক্ষের অনেকে আবার ভারতের বৈধ কাগজপত্র জোগাড় করে ফেলেছে। অনেকে মানে অধিকাংশই।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার সিএএ চালু করেছে। যার মাধ্যমে এই ১৯ লক্ষ অবৈধ নাগরিকের মধ্যে একটা বড় অংশের বৈধ নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর সিএএ-তে বৈধ নাগরিকত্ব পেতে যে কাট অফ ডেটের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে অসম চুক্তিতে উল্লেখ করা কাট অফ ডেটের মিল নেই। কারণ, সিএএ-তে যারা বৈধ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন তাঁরা কাট অফ ডেট ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাবেন।

এই নিয়েই গত কয়েক মাস ধরে অসমের সমাজ জীবনের অন্দরে একটা ক্ষোভ দানা বাঁধার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই অসম চুক্তি যতই সাংবিধানিক বৈধতা পাক, সিএএ-র কাট অফ ডেট এবং বৈধ নাগরিকত্ব নিয়ে যে বিতর্ক তার নিরসন কিন্তু এখনই হওয়ার সম্ভাবনা কম। খুবই কম।

(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)

আজ

১৯৩১

অভিনেতা শাম্মী কাপুরের জন্ম আজকের দিনে।

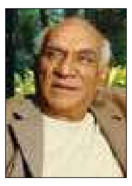

২০১২

আজকের দিনে প্রয়াত হন চিত্র পরিচালক যশ চোপড়া।

আলোচিত

ডাক্তার ধর্মঘটের হুমকির মানে হচ্ছে, আমাদের আবদার মানা না হলে আমরা মানুষ মারা শুরু করব। চিকিৎসা বন্ধ রাখা মানে তো মানুষ মারা। মাওবাদীরা বলে, তারা মানুষ মারে প্রতিবাদের জন্য। এঁরাও বলছেন, চিকিৎসা বন্ধ রেখে মানুষ মারা শুরু করবেন।

-দেবাংশু ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

বেগ পেলে স্থান-কালের খেয়াল থাকে না। এক তরুণের মেট্রো স্টেশনে প্রস্রাবের ভিডিও ভাইরাল। তাও আবার জাপানে। ব্যস্ত স্টেশনে তরুণটি মেট্রো লাইনে প্রস্রাব করছেন। অবাক সহযাত্রীরা। ছেলের ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে এক মেট্রোকর্মী তাঁকে কলার ধরে টেনে নিয়ে যান।

ভাইরাল/২

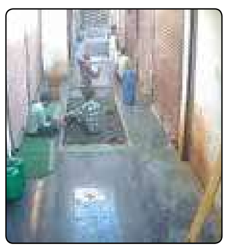

আগ্রায় একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে রিল বানাচ্ছিলেন এক তরুণ। ছাদের একাংশে লোহার জাল দেওয়া। রিল বানানোর সময় জালটি তুলতে গিয়ে পিছলে যান বছর ২০-র তরুণ। লোহার জালে আটকে যায় তাঁর মাথা। নীচে পড়ে মুণ্ডুহীন দেহ। ভয়ংকর ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমত

অনশন নয়, ভিন্ন পথ ভাবুন

৯ অগাস্ট আরজি কর মেডিকেলে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, তা এতই হৃদয়বিদারক যে, রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে ও গণপ্রতিবাদে সমগ্র সমাজ জেগে উঠেছে। সারা দেশে, এমনিক দেশের বাইরেও তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। অভূতপূর্ব এই সামাজিক জাগরণ। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী নারী নির্যাতনের এমন নৃশংস ঘটনাগুলিকে দু'-চারটি দুর্ঘটনা বলছেন।

তবে আরজি কর কাণ্ডের পর প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে বিগত কয়েক বছর ধরে কী ভয়ংকর দুর্নীতি ও অরাজকতা চলেছে।

যাইহোক, জুনিয়ার ডাক্তাররা প্রথমে কর্মবিরতি ও তারপর জীবন বিপন্ন করে যে আমরণ অনশন আন্দোলনে নেমেছেন, তা নজিরবিহীন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপর্যয় থেকে মুক্ত করার এই আন্দোলন সমগ্র সমাজেরই আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন অত্যাবশ্যকীয় দাবিগুলি জরুরিভিত্তিতে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করছেন না, তা সিত্যই বোধগম্য নয়। যদি তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী না হন তাহলে এই আন্দোলন যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমরণ অনশনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের অনুরোধ করব আত্মাহুতি না দিয়ে আন্দোলনের ভিন্ন পথ উদ্ভাবন করতে। অভয়া হত্যাকাণ্ডের ন্যায্য বিচার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার দাবিতে এই আন্দোলনে রাজ্যের সমগ্র সমাজ তাঁদের সঙ্গে আছে।

প্রশান্ত বক্সী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ভাষার জন্য গর্ব

দেরিতে হলেও বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেল। বড় সুখের দিন, গর্বের দিন, অনেক দিনের বাসনা পূরণ হল।

অভিনন্দন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে, অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁদেরও যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলে আন্দোলন করে এসেছেন, বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন।

সুখের সীমা নেই আমাদের, সঙ্গে দায়িত্বও বেড়ে গেল।

অরুণেশ্বর দাস, শিলিগুড়ি।

আন্তরিক ধন্যবাদ

অবশেষে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেল। আমরা শিলিগুড়ির বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির তরফে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বহুদিন যাবৎ বারবার আবেদন করে এসেছি। কোনও ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিতে হলে সেই রাজ্যের সরকারকে আবেদন করতে হয়। আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিজয়া শেষে যে যন্ত্রণার ব্যাখ্যা আর নেই

পাড়ার পুজো করার ক্ষেত্রে নতুন রক্তের অভাব। তাই আসছে বছর আবার হবে- চিৎকারে অনেক ক্ষেত্রে আশা নেই।

পরাগ মিত্র

'আসছে বছর আবার হবে'-র প্রত্যয় জানিয়েও অনামী সংঘের পাঁচু, রতনদের মুখে অনিশ্চয়তার প্রগাঢ় ছায়া। বিজয়ার শেষে আরও যন্ত্রণা যেন। এই যন্ত্রণার হদিস খুঁজে বের করতে পারবে না সবাই।

চারপাশ বদলে গেল পলকেই। হাতেগোনা ছাদপেটানো তল্লাটে এখন এক সে বড়সড়ো এক অ্যাপার্টমেন্ট। বটতলা, রকের আড্ডা খাঁখাঁ। নতুন লোক আগেও আসত, এখনকার মতো পাড়ায় থেকেও নেই ধরনের দিনযাপন ছিল না।

স্লিম ট্রিম যৌবন গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া নয়, বরং নিজবৃত্তে ছিমছাম টিপটপ। হইহই করে চার কাঁধেও নেই, ক্লাবের পুজোতেও নেই। শানদার ক্লাবের স্টিকারে প্রেস্টিজ আছে। সেখানে থাকে, কিন্তু যার মলিন বেশ? সেখানে গতযৌবন, বেতো হাঁটুর বুড়ো- এ তল থেকে ওই তলে সিঁড়ি ডিঙোচ্ছেন, হাঁফাচ্ছেন, আবার উঠেছেন। এত বছর ঘোষজেঠু, ব্যানার্জিকাকুরা সকাল-বিকাল চাঁদা তুলত, এবছর ঘোষদার স্মৃতি আউরিয়েও ব্যানার্জিকাকুরা ক্লেশেও ক্লান্তিহীন। আবেগ নয়, পাড়ার পুজোটা ওঁদের নিঃশ্বাসের জিয়নকাঠি।

মাসের শুরু হোক চাই শেষ চাঁদা ও বকেয়ার সম্পর্ক সমানুপাতিক। উপর্যুপরি কড়া নাড়া- 'অন্যদিন আসুন।' মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে জ্ঞান বিলানো মানুষও কড়ায় গন্ডায় গতবারের পরিমাণেই স্থির থাকেন। কৈলাসে ফিরে দুর্গা গোছগাছ শেষ করলেও 'দিয়ে আসব' বলনেওয়ালাদের অনেকেই অষ্টমীর ভোগ মনে থাকে; চাঁদার কথাই শুধু বিস্মৃতির অতলে হারায়।

দুর্গোৎসব কি নমো-নমো করে সম্পন্নের? রাজঘরানা থেকে গুপ্তিপাড়ার ওই 'বারো'র অভিমানে বা ঐতিহ্য বাঁচানোর প্রয়াসে শুরু করা সকলের পুজো সবসময়ই সর্বোচ্চ রোশনাইয়ে রাঙানোর প্রয়াস চিরকালীন।

এখন টিকতে গেলে মাসছয়েক আগে থেকেই প্ল্যানিং, বিজ্ঞাপন, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর রিয়েলিটি মেলানো থিমজহুরি ফাইনাল করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সামর্থ্য যার বাড়ন্ত, আপন মনের মাধুরীতে অঙ্গন করালেও 'মার্কেট ভ্যালু'-তে টেকেনা। 'পুরস্কার'ও তাই নৈব চ। থিম ছিল। পরাধীন যুগেও বারীনবাবুর পুলিশের তলব জুটত স্বাধীনতার পরেও সাজত কাপড়ের কুঁচি বা ঝাড়বাতির বাহারে। আজ তা বহুমাত্রায় পল্লবিত।

বিয়ে থেকে অন্নপ্রাশন অনিবার্য গোসা, গ্রুপ না থাকলে বাঙালি কি বাঙালি? পুজোও ব্যতিক্রম নয়। অধিকাংশ কমিটিতেই কেউ নীরব, কেউ গা বাঁচিয়ে, কেউ বা আবার অতি সক্রিয়। অভিমান, মানভঞ্জনের পালার মধ্যেই... তিথি আসে নিয়ম মেনেই।

কারও মাঠ আছে, কারও অর্থ। পাঁচুদের কোনওটাই নেই। সম্বল শুধু নিরানব্বই বছরের ইতিহাস। ঐতিহ্যের সে গরিমা ব্যানার্জিকাকুদের ছাতি টান করতে পারে- স্পনসরারের তাতে বয়েই গেল! তাঁদের চাই হাই ইনকাম এরিয়া, ক্রাউড, নামী মুখ...। প্যান্ডেল হপিং রাতে অনামী সংঘ তাই ব্রাত্যই।

পাড়ার মধ্যে পাড়া। বাড়ছে আবাসনের পুজো। শারদোৎসবের আগেই এখন গণেশ চতুর্থীর রমরমা। 'নাঃ। এরপর থেকে মহিলারাই পুজো করুক।' অস্বীকার করার উপায় নেই এক বিরাট অংশের 'মহিলাদের পুজো' সত্যিই নাভিশ্বাস ওঠা পুজো টিকিয়ে রাখারও কোনওমতের গতিও।

অনেক রাজকীয় আয়োজন আজ টিমটিম বা বন্ধ। শিলিগুড়িতে স্পটলাইট মহানন্দার বাঁয়ে কোচবিহারে ফোকাস উত্তরে। নতুন রক্তের অভাব, একটু পরপরই পুজো... এক উঠোনে হলে শানও বাঁচে। মানও। অসুবিধা কোথায়! খুব কঠিন?

সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্বসমাসে দীর্ণ পাঁচুদের আশঙ্কা দীর্ঘ হয়। সামনের বার অনামী সংঘের শতবর্ষ। উপাচার সাজাবে কেমনে?

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। খেলো বা অকিঞ্চিতকর ৪। অমিতভাষী বা বাচাল ৫। কথা বলতে পারে না এবং স্থূল বুদ্ধি ৭। নাস্তানাবুদ বা নাজেহাল অবস্থা ৮। যে সম্পত্তিতে শরিকদের ভাগ আছে ৯। ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার পথ ১১। সেলাই করার কাজ ১৩। তোলার চেষ্টা, গরজও হতে পারে ১৪। দৃষ্টিশক্তি কমলে লাগে ১৫। সহায়সম্বলহীন বা নিরুপায়।

উপর-নীচ : ১। ছিপে মাছ ধরার সময় জলে ভেসে থাকে ২। ভীষণ বা মাত্রাতিরিক্ত ৩। সংসারত্যাগী মুসলিম সন্ন্যাসী ৬। ছুতো বা অজুহাত ৯। ফুলের ছোট বাগান ১০। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি ১১। জমির প্রান্তভাগ ১২। উদাহরণ বা নমুনা।

সমাধান ■ ৩৯৬৫

পাশাপাশি : ১। বহির্বাস ৩। মটকা ৫। দরদালান ৭। মশান ৯। বাকল ১১। আলটপকা ১৪। মঞ্জুর ১৫। নমস্কার।

উপর-নীচ : ১। বকলম ২। সরোদ ৩। ময়দা ৪। কাহন ৬। লাজুক ৮। শার্দূল ১০। লম্বোদর ১১। আরাম ১২। টক্কর ১৩। কামান।

বিন্দুবিসর্গ

রাজস্থানে ৮ শিশু সহ দুর্ঘটনা মৃত ১২

জয়পুর, ২০ অক্টোবর : রাজস্থানের ঢোলপুরে শনিবার রাতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আট শিশু সহ একই পরিবারের ১২ জনের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুনিপুরের কাছে। জায়গাটি বারি সদর থানায় পড়ে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুত গতিতে আসা একটি স্লিপার কোচ বাসের সঙ্গে একটি অটোরিকশার ধাক্কাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটি গোয়ালিয়র থেকে জয়পুরে আসছিল। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশায় ধাক্কা মারে। সেটি আসছিল ঢোলপুর থেকে। খবর পেয়েই দুর্ঘটনাস্থলে যান বারি সদর থানার এসএইচও সহ একাধিক পুলিশকর্মী। মৃতদের শনাক্ত করা গিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদের বয়স ৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। মৃতদেহগুলি উদ্ধারে স্থানীয়রাই প্রথমে হাত লাগিয়েছিলেন। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

চক্ষু হাসপাতাল উদ্বোধন মোদির

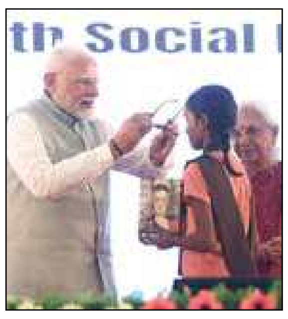

হাসপাতাল উদ্বোধনে খুদেকে সংবর্ধনা মোদির। রবিবার বারাণসীতে।

বারাণসী, ২০ অক্টোবর : নিজের লোকসভা কেন্দ্রে রবিবার একটি চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেইসঙ্গে ৬১০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনাও করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধনের আগে কাঞ্চি মঠের শংকরাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন মোদি। এদিন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের পাশাপাশি আগ্রা, দ্বারভাঙা এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন সিভিল এনক্লেভের শিলান্যাসও করেন তিনি।

ভিএস ১০১ নট আউট

তিরুবনন্তপুরম, ২০ অক্টোবর : রবিবার জীবনের ১০১টি বসন্ত পার করে ফেললেন কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের একমাত্র জীবিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভিএস অচ্যুতানন্দন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। দলের জীবন্ত কিংবদন্তি ভিএসকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিপিএমের কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন প্রমুখ। ভিএসের ছেলে ভিএ অরুণ কুমার বলেন, 'চারপাশে কী ঘটছে সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বাবা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় টিভিতে সংবাদ দেখেন উনি। হুইলচেয়ারে বসে থাকেন উনি। আমরা খবরের কাগজ পড়ে শোনাই ওঁকে। আমাদের ধারণা, উনি সবটাই বুঝতে পারেন।' চারবছর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজনীতিকে বিদায় জানিয়েছিলেন ভিএস।

বুধে মনোনয়ন প্রিয়াংকার

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : বুধবার ওয়েনাড লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মনোনয়নপর্বে তাঁর মা তথা সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, দাদা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, স্বামী রবার্ট ভদরা সহ ইউডিএফ নেতৃবৃন্দ থাকতে পারেন। ১৩ নভেম্বর ওয়েনাডে উপনির্বাচন। রাহুল গান্ধির ছেড়ে দেওয়া ওয়েনাডে প্রিয়াংকার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী কংগ্রেস। ইতিমধ্যে সেখানে প্রচার শুরু করে দিয়েছে দল। মঙ্গলবার প্রিয়াংকা সহ গান্ধি পরিবারের সদস্যরা ওয়েনাডে যাবেন। কালপেট্টায় একটি রোডশোও করার কথা রয়েছে তাঁদের। এদিকে প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে নব্যা হরিদাসকে প্রার্থী করল বিজেপি। তিনি বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক।

রবিবার নয়াদিল্লির প্রশান্তবিহার কলোনিতে বিস্ফোরণের পর এলাকায় এনএসজি কমান্ডোরা।

ডামাডোল সামলাতে এমভিএ-র ভরসা পাওয়ার

তালিকায় ফড়নবিশ, ঘর গোছাচ্ছে বিজেপি

মুম্বই, ২০ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের মুখে মহারাষ্ট্রের যুযুধান দুই পক্ষ মহাযুতি এবং এমভিএ-র পরস্পর বিপরীতমুখী ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিজেপি, শিবসেনা এবং এনসিপি-কে নিয়ে গঠিত মহাযুতি যত মতবিরোধ দূরে সরিয়ে এককাট্টা হচ্ছে, ততই আসনবণ্টন এবং মুখ্যমন্ত্রী মুখ বাছাই ঘিরে ক্রমশ ডামাডোল বাড়ছে শিবসেনা (ইউবিটি), কংগ্রেস ও এনসিপি নিয়ে গঠিত এমভিএ-র মধ্যে। এই অবস্থায় রবিবার বিরোধী শিবিরে চাপ বাড়িয়ে প্রথম দফায় ৯৯টি আসনে নিজেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে বিজেপি। ওই তালিকার প্রথমেই রয়েছে বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নাম। তিনি নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিম আসনে প্রার্থী হয়েছেন।

উলটোদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে আসনজট কাটাতে বর্ষীয়ান এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের দ্বারস্থ হয়েছেন। শনিবার প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে মুম্বইয়ের একটি বিলাসবহুল হোটেলে আসনবণ্টন নিয়ে এমভিএ-র তিন শরিকের মধ্যে ম্যারাথন বৈঠকের পরও কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। কংগ্রেস ও শিবসেনা (ইউবিটি) বিদর্ভ অঞ্চলের ১২টি আসন ধরে রাখার ব্যাপারে অনড় মনোভাব দেখানোয় শেষমেশ বরফ গলাতে মারাঠা স্ট্রংম্যানের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর ব্যাপারে এমভিএ-র মতোই মহাযুতিও দ্বিধাবিভক্ত। তবে আরএসএস এবং মোদি-শা ঘনিষ্ঠ ফড়নবিশের নাম প্রার্থীতালিকার একেবারে প্রথমে থাকায় বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা জুটলে তাঁকেই আবারও মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। খবর, বিজেপি রাজ্যের ২৮৮টি আসনের মধ্যে ১৫৫ থেকে

১৬৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে। বাকি আসনগুলি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের এনসিপি-র মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতে পারে। ২০১৯ সালে ১৬৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তারা।

বিজেপির প্রথম দফার প্রার্থীতালিকায় আর যে সমস্ত হেভিওয়েট রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কামথি আসনে দলের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে, ঘাটকোপার পশ্চিমে রাম কদম, কাঙ্কাকবলিতে নারায়ণ রানের ছেলে নীতীশ রানে, বান্দ্রা পশ্চিমে আশিস শেলার এবং ভোকারদানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাওসাহেব দানবের ছেলে সন্তোষকে প্রার্থী করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বাণের মেয়ে শ্রীজয়াকে ভোকার আসনের টিকিট দেওয়া হয়েছে। প্রথম তালিকায় ১৩ জন মহিলা, ৬ জন এসটি এবং ৪জন এসসি সম্প্রদায়ের প্রার্থী রয়েছেন।

শুধু প্রার্থীতালিকা তৈরি করাই নয়, হরিয়ানায় সাফল্য ধরে রাখতে মহারাষ্ট্রেও এবার সক্রিয় হয়েছে আরএসএস। জনমতকে মহাযুতির দিকে প্রবাহিত করতে একাধিক জনসংযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সংঘ পরিবার। একটি সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রজুড়ে ৫-১০ জনের একাধিক ছোট ছোট দল তৈরি করা হয়েছে। তারা সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলি মন দিয়ে শুনছে। প্রতিটি মহল্লায় তারা কথা বলছে। পরিবারগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করেছে আরএসএস। তারা যে সরাসরি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলছে, তা নয়। কিন্তু হিন্দুত্ব, সুশাসন, জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। সমাজের মনের কথা শুনছে।

গেরুয়া শিবিরের এহেন সাজানো রণকৌশলের সামনে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে এমভিএ। তাদের অন্দরের অশান্তি ক্রমশ বেআব্রু হচ্ছে।

লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্তের দলীয় দায়িত্ব খারিজ শিন্ডের

মুম্বই, ২০ অক্টোবর : প্রবল সমালোচনার মুখে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্ত শ্রীকান্ত পাঙ্গারকরকে 'দলীয় দায়িত্ব' থেকে সরালেন শিবসেনা নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। তবে তাঁকে শিবসেনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার দলের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শ্রীকান্ত পাঙ্গারকরের জেলাস্তরের যাবতীয় নিয়োগ খারিজ করা হয়েছে। শুক্রবার শিবসেনায় যোগ দিয়েছিলেন শ্রীকান্ত। তারপরেই তাঁকে জালনা বিধানসভা কেন্দ্রে দলের নির্বাচনি প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্তকে শিবসেনায় শামিল করা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সূত্রের খবর, শিবসেনার অন্দরেও শ্রীকান্তের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিকে দলে নেওয়া নিয়ে আপত্তি জানান একাধিক নেতা। তাঁকে দলীয় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শিন্ডে।

২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত 'অবিভক্ত' শিবসেনার নেতা ছিলেন শ্রীকান্ত। দলের টিকিটে কর্পোরেটার হয়েছিলেন। কর্ণাটকে গৌরী লঙ্কেশ খুনের মামলায় ২০১৮-য় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বর্তমানে জামিনে মুক্ত থাকলেও এখনও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। শুক্রবার প্রবীণ শিবসেনা নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী অর্জুন খোটকারের উপস্থিতিতে পুরোনো দলে যোগ দেন শ্রীকান্ত। তাঁকে জালনায় দলের প্রচারের দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানান অর্জুন খোটকার। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের আগে লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্তের শিবসেনায় যোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনদের বড় অংশ।

করওয়াচৌথ উৎসবে সেলফি। রবিবার পাতিয়ালায়।

নিজের রেকর্ড ভাঙলেন ওমর

শ্রীনগর, ২০ অক্টোবর : ম্যারাথনে দৌড়োনোর ব্যাপারে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে ফেললেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ৫৪ বছর বয়সী ওমর আবদুল্লা। নিজের কৃতিত্বে নিজেই অভিভূত হয়ে গিয়েছেন তিনি। মাদকমুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর গঠনের লক্ষ্যে পোলো স্টেডিয়ামে রবিবার একটি আন্তর্জাতিক ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ৫ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে ২১ কিলোমিটার দৌড়োন ন্যাশনাল কনফারেন্স সহসভাপতি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আমার কাজে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমি কাশ্মীর হাফ ম্যারাথন ২১ কিলোমিটার গড়ে ৫ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে শেষ করেছি। আমি একবারে কখনও ১৩ কিলোমিটারের বেশি কখনও দৌড়োইনি। প্রথাগত প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা, পুষ্টিকর খাদ্য কিছুই ছিল না। শুধু দৌড়োনোর সময় একটি কলা এবং কিছু খেজুর খেয়েছি। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন তিনি। এদিন নিজের অনুগামী এবং ম্যারাথনে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রচুর সেলফিও তোলেন ওমর। এদিনের ম্যারাথনে হাজির ছিলেন বলিউড অভিনেতা সুনীল শেট্টিও।

ওবামার নিশানায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুললেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সেই সূত্রে শনিবার নেভাডার এক জনসভায় রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। ওবামা বলেন, 'ট্রাম্প শুধু নিজের অহংকার, টাকা ও সম্মান নিয়ে ভাবেন। তিনি জীবনে কখনও গাড়ির সামান্য টায়ারও বদল করেছেন? এই ধরনের কাজের জন্য তিনি জিভস (ট্রাম্পের সহযোগী)-কে তলব করেন। ট্রাম্প তাঁকে বলেন, জিভস টায়ারটা বদলে দিন।' কমলা হ্যারিসের প্রশংসা করে ওবামা বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্য তৈরি। আমরা তাঁকেই চাই এবং ভালো খবর হল কমলাও নতুন দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন সেইসব লোকের জন্য লড়াই করে যাঁদের একজন নেতার প্রয়োজন। কমলা মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। তিনি কলেজে থাকাকালীন নিজের খরচ চালাতে ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতেন।'

গাজায় বিমান হানায় হত ৮৭

জেরুজালেম, ২০ অক্টোবর : শনিবার রাতভর উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় ইজরায়েলের বিমান হামলায় অন্ততপক্ষে ৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪০। এই তথ্য দিয়েছে গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

পশ্চিম এশিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ শান্তি সমন্বয়কারী টর ওয়েন্সল্যান্ড জানিয়েছেন, 'গাজায় দুঃস্বপ্ন আরও তীব্রতর হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহের হামলায় অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। অসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। হামাসের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বহুতলগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সেখানে পড়ে রয়েছেন বহু মানুষ। অ্যাম্বুল্যান্স তাদের কাছে পৌঁছোতে পারছে না। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাসের হাতে বন্দি ইজরায়েলের নাগরিকরা ঘরে ফিরে আসা না পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে তাঁর দেশ।

নয়াদিল্লিতে রহস্যময় সাদা গুঁড়ো উদ্ধার

আধাসেনা স্কুলের কাছে বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : রবিবার জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দিল্লি। বিস্ফোরণ ঘটেছে প্রশান্ত বিহার এলাকায় সিআরপিএফ পরিচালিত একটি স্কুলের বাইরে। কেউ হতাহত না হলেও বিস্ফোরণের ধাক্কায় স্কুলের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশপাশের একাধিক বাড়িতেও ফাটল ধরেছে। ভেঙেছে জানলার কাচ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি গাড়ি। প্রায় দু-কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) ও ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে ফরেন্সিক দল। এলাকা ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। রাজধানী শহরের নানা জায়গায় নাকা চেকিং চলছে।

এটি সন্ত্রাসবাদী নাশকতা কি না সেই ব্যাপারে এদিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি তদন্তকারী সংস্থাগুলি। কোনও জঙ্গি সংগঠন ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। যদিও এটিকে নিছক দুর্ঘটনা মানতে নারাজ গোয়েন্দাকর্তারা। বোমা ফেটেই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রের মতে, এটি এক ধরনের 'ডায়রেকশনাল ব্লাস্ট' হতে পারে। ক্ষয়ক্ষতি যাতে বেশি হয় সম্ভবত সেই জন্য পরিকল্পনামাফিক ১০ মিটার জায়গাজুড়ে 'শক ওয়েভ' তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল।

রহস্য ঘনীভূত হয়েছে স্কুলের সামনে পড়ে থাকা কিছু সাদা গুঁড়ো নিয়ে। সেগুলি আদতে কী তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গুঁড়োর নমুনা পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটারিতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি, বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল গোটা এলাকা। আশপাশের মানুষজনের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। গোটা এলাকা সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল। রাসায়নিকের ঝাঁঝালো গন্ধে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল অনেকের।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, পৌনে ৮টা নাগাদ তাদের কাছে খবর আসে যে, সেক্টর-১৪'র প্রশান্ত বিহারে সিআরপিএফের স্কুলের পাশে বিস্ফোরণ ঘটেছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, দোকান ও যানবাহনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এনএসজি, এনআইএ'র সমান্তরালে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখাও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ম্যারাথনে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রবিবার শ্রীনগরে।

নয়া হুমকি ইন্ডিগোর ছয়টি বিমানকে

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : ১,২...৭। একসপ্তাহ কেটে গিয়েছে, তবে বন্ধ হয়নি বিমানে নাশকতা চালানোর হুমকিবার্তা আসা। রবিবারও কমপক্ষে ২০টি বিমানে নাশকতা চালানোর হুমকি দিয়ে বার্তা এসেছে। শুধু ইন্ডিগোরই ৬টি আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর জেরে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীমহলে। ইন্ডিগোর তরফে জারি করা বিবৃতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, যাত্রী ও বিমানকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে। বিমানে হামলার হুমকির ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ইন্ডিগো।

এদিন তাদের যে বিমানগুলিতে নাশকতা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, জেড্ডা-মুম্বই ৬ই৫৮, কোঝিকোড়-দাম্মাম ৬ই৮৭, দিল্লি-ইস্তানবুল ৬ই১১, মুম্বই-ইস্তানবুল ৬ই১৭, পুনে-যোধপুর ৬ই১৩৩ এবং গোয়া-আহমেদাবাদ ৬ই১১২। কয়েকদিন ধরে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে। যার জেরে একাধিকবার ব্যাহত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। কয়েকটি বিমানকে জরুরি ভিত্তিতে দেশ-বিদেশের বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তল্লাশি চালিয়ে বিস্ফোরকের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইন্ডিগো ছাড়াও রবিবার হুমকিবার্তা পেয়েছে ভিস্তারা, এয়ার ইন্ডিয়া ও আকাসা এয়ার। ভিস্তারার এক মুখপাত্র জানান, তাঁদের একাধিক উড়ানে হুমকিবার্তা পাঠানো হয়েছে। ওই মুখপাত্রের কথায়, 'এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা প্রোটোকল মেনে কাজ করি। এদিনও সেটাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে দ্রুত বিষয়টি জানানো হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' একই কথা জানিয়েছে আকাসা এয়ার। এই নিয়ে গত একসপ্তাহে ৯০টি বিমানে হুমকিবার্তা পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে।

একসপ্তাহে ৯০ উড়ান ব্যাহতের চেষ্টা

যদিও কোনও ক্ষেত্রেই বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ হুমকিবার্তা এসেছে সামাজিক মাধ্যম, বিশেষ করে এক্স হ্যান্ডেল ব্যবহার করে। ইতিমধ্যে এই ধরনের বেশ কিছু হ্যান্ডেল চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও অবশ্য ভুয়ো হুমকি আসা বন্ধ হয়নি।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও ডিজিসিএ'র আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কর্তারা।

ভগবান ভরসায় চন্দ্রচূড়

পুনে, ২০ অক্টোবর : সংকটকালে ভগবানের শরণাপন্ন হল ভক্তকুল। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষ থেকে ভিভিআইপি সবার ধারণাই যে সমান, সেটা স্পষ্ট করে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। রবিবার নিজের পৈতৃক গ্রামের বাসিন্দাদের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলা কীভাবে নিষ্পত্তি করা হবে সেই জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। খেড় তালুকের কানহেরসার গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্দেশে চন্দ্রচূড় বলেন, 'অনেক সময় আমাদের সামনে এমন কিছু মামলা আসে যেগুলির সমাধানসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। অযোধ্যা মামলার সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। আমার কাছে এই মামলাটি তিনমাস ধরে চলেছিল। আমি ভগবানের সামনে বসে থাকতাম আর বলতাম, প্রভু আমাকে একটা সমাধানের পথ বের করে দিন।'

তিনি যে নিয়মিত ভগবানের উপাসনা করেন সেই কথা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কেউ যদি আস্থাবান হন তাহলে ভগবান ঠিকই সমাধানের পথ খুঁজে দেন।' ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ রাম জন্মভূমি মামলার নিষ্পত্তি করেছিল। ওই বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন চন্দ্রচূড়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরই অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে তৈরি হয় বিশাল রাম মন্দির।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভুয়ো পরিচয়ে ৮ বছর ভারতে

পাটনা, ২০ অক্টোবর : এক বাংলাদেশি বিহারের গয়ার এক মঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে আট বছর কাটানোর পর থাইল্যান্ডে পালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। বাবু বড়ুয়া নামে ওই প্রৌঢ় গয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পালানোর সময় পাকড়াও হন। শুক্রবার তিনি ধরা পড়ার পর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে বিভিন্ন নামে ভারতীয় পাসপোর্ট মিলেছে। বিভিন্ন নাম ও পরিচয়ের আধার এবং প্যান কার্ড পাওয়া গিয়েছে। সিআইএসএফ তাঁকে মগধ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

গয়ার পুলিশসুপার আশিস ভারতী জানিয়েছেন, অভিযুক্তের সমস্ত পরিচয়পত্র নকল। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার

ধৃত বাংলাদেশি

একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ভারতীয় পাসপোর্ট আইনেও মামলা করা হয়েছে।

বাংলাদেশি নাগরিক বাবু বড়ুয়ার নাম ভাঁড়িয়ে ভারত থেকে থাইল্যান্ডে পালানো হল না। একাধিক সূত্রের খবর, গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি তড়িঘড়ি এদেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশের দাবি, ধৃত অপরাধ স্বীকার করে জানিয়েছেন, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। ছদ্মবেশে ছিলেন। তিনি কেন বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে ছদ্মবেশে ছিলেন তা জানা যায়নি। অভিযুক্তের শরীরী ভাষা সন্দেহজনক হওয়ায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখনই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য।

ঋতুস্রাব চলাকালীন শরীর থেকে অনেকটা পরিমাণে রক্ত বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হয়। এক্ষেত্রে আমলকী খেলে আয়রনের অভাব খানিকটা পূরণ হয়।

সুস্থ থাকুন

লেবু হজমের সহায়ক। খুব বেশি খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে শেষ পাতে জলের মধ্যে একটুকরো লেবু চিপে খেয়ে নিলে অনায়াসে খাবার হজম হয়ে যাবে।

অ্যালজাইমার্স আর ডিমেনশিয়া

ভারতে ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষের মধ্যে ডিমেনশিয়ার কিছু না কিছু রূপ দেখা যায়। অন্যদিকে, বিশ্বে কমপক্ষে ৪৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। অর্থাৎ এটি একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সমস্যা যা সমাধান করা উচিত। কারও অ্যালজাইমার্স ধরা পড়লে সেই মানুষটির তো বটেই, তাঁর সঙ্গে পরিবার পরিজনেরও জীবন পালটে যায়। লিখেছেন সিনিয়ার কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট **ডাঃ জয়দীপ দে**

অ্যালজাইমার্স ডিজিজ কী

ডিমেনশিয়ার একটি অতি পরিচিত রূপ অ্যালজাইমার্স ডিজিজ। অ্যালজাইমার্সের কারণে স্মৃতিশক্তি, চিন্তা ও ব্যবহারে সমস্যা হতে পারে। একেবারে শুরুতে ডিমেনশিয়ার উপসর্গ অল্পস্বল্প থাকে, কিন্তু রোগ হিসেবে এটা মস্তিষ্কের অনেক বেশি ক্ষতি করে এবং উপসর্গগুলো আরও খারাপ হয়। তবে এই রোগের বিকাশের হার একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয়।

এই মুহূর্তে অ্যালজাইমার্স রোগের প্রতিরোধে কোনও চিকিৎসা নেই, কিন্তু ওষুধ রয়েছে যা ডিমেনশিয়ার উপসর্গের চিকিৎসা করতে পারে।

উপসর্গ

স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষ করে সম্প্রতি জানা কোনও তথ্য মনে করতে অসুবিধা – প্রায়ই অ্যালজাইমার্স রোগের প্রথম উপসর্গ হয়ে থাকে। এছাড়া -

- কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে সমস্যা, যেটা একসময় আপনি অতি সহজে করে ফেলতেন
- সমস্যা সমাধান করতে অসুবিধা
- মেজাজ বা ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন, ধীরে ধীরে পরিবার ও বন্ধুদের থেকে সরে আসা
- যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিখতে বা বলতে সমস্যা
- জায়গা, মানুষজন বা কোনও ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তি
- দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত পরিবর্তন, যেমন কোনও ছবি বুঝতে সমস্যা

অ্যালজাইমার্সের উপসর্গ এবং ডিমেনশিয়ার অন্যান্য অগ্রগতি প্রথমে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের নজরে আসতে পারে। তারপর রোগী নিজে তা বুঝতে পারেন। যদি আপনি বা আপনার পরিচিত কারও মধ্যে ডিমেনশিয়ার সম্ভাব্য উপসর্গ দেখেন তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন বা নেওয়ার কথা বলবেন।

সব স্মৃতিশক্তি হারানোর কারণ অ্যালজাইমার্স নয়

যদি আপনার বা আপনার পরিচিত কারও স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা বা ডিমেনশিয়ার অন্য উপসর্গ থাকে তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। কারণ, এই জাতীয় সমস্যা কোনও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ভিটামিনের ঘাটতির কারণে হতে পারে, যা নিরাময়যোগ্য।

ঝুঁকির কারণ

বয়স

বয়সের বৃদ্ধি অ্যালজাইমার্স রোগের বিকাশে বড় ঝুঁকি হতে পারে। বেশিরভাগ মানুষের ৬৫ বছর বা তার ঊর্ধ্বে অ্যালজাইমার্স রোগ ধরা পড়ে। সংখ্যায় কম হলেও ৬৫ বছর বয়সের নীচে অনেকের অ্যালজাইমার্স হয়ে থাকে, যা আর্লি অনসেট অ্যালজাইমার্স নামে পরিচিত। অনুমান করা হয়, অ্যালজাইমার্স রোগীদের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশের অ্যালজাইমার্সের ইয়াংগার-অনসেট ডিজিজ রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

পরিবারে কারও অ্যালজাইমার্স থাকলে

আপনার বাবা-মা কিংবা ভাইবোনের অ্যালজাইমার্স থাকলে আপনার এই রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি যাঁদের পরিবারে কারও অ্যালজাইমার্স নেই তাঁদের তুলনায়। বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি কী কারণে পরিবারের মধ্যে অ্যালজাইমার্স ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জেনেটিক্স, পরিবেশগত কারণ এবং জীবনযাত্রা – অবশ্যই এই রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

জেনেটিক্স

গবেষকরা দেখেছেন, বেশ কিছু জিনের ভ্যারিয়েন্ট অ্যালজাইমার্স রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এরমধ্যে APOe-e4 জিন অতি পরিচিত ঝুঁকিপূর্ণ জিন যা অ্যালজাইমার্সের সঙ্গে জড়িত। মনে করা হয়, এটি

অ্যালজাইমার্সের ঘটনায় এক-চতুর্থাংশ ভূমিকা পালন করে।

মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট (এমসিআই)

এমসিআইয়ের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে চিন্তা করার ক্ষমতায় পরিবর্তন, কিন্তু এই উপসর্গ দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঘাত ঘটায় না এবং অ্যালজাইমার্স বা অন্য প্রগ্রেসিভ ডিমেনশিয়ার কারণে হওয়া উপসর্গের মতো মারাত্মকও নয়। স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িত এমসিআই অ্যালজাইমার্স ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। যাইহোক, এমসিআই সবসময় বাড়ে না। কিছু ক্ষেত্রে এটা স্থিতিশীল থাকে।

কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ

গবেষণা অনুযায়ী, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঘনিষ্ঠভাবে হার্ট ও রক্তনালির স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত। রক্ত থেকে যাতে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য মস্তিষ্কের অক্সিজেন ও নিউট্রিয়েন্টস প্রয়োজন। আর মস্তিষ্কে যাতে রক্ত পৌঁছায় সেটা দেখা হার্টের কাজ। সুতরাং, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের কারণগুলি অ্যালজাইমার্স ও ডিমেনশিয়ার উচ্চ ঝুঁকি সহ ওবেসিটি, ডায়াবিটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও মধ্য বয়সে উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে জড়িত।

শিক্ষা ও অ্যালজাইমার্স

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অল্প সময়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অ্যালজাইমার্স ও অন্যান্য ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। যদিও এর স্পষ্ট কোনও কারণ নেই। কিন্তু কিছু বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কয়েক বছর বেশি নিলে তা নিউরনের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া অ্যালজাইমার্স সংক্রান্ত পরিবর্তন বা অন্যান্য ডিমেনশিয়ার সময় নিউরন থেকে নিউরনে সংযোগের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে বিকল্প রুট ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি

মস্তিষ্কে মাঝারি বা গুরুতর আঘাত লাগলে অ্যালজাইমার্স ডিজিজ ও অন্যান্য ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। মস্তিষ্কে আঘাত বা খুলিতে চোটের কারণে ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় অজ্ঞান থাকতে পারেন। ৫০ শতাংশ ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরির কারণ বাইক দুর্ঘটনা। তবে যাদের বারবার মস্তিষ্কে আঘাত লাগে তাদের ডিমেনশিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং চিন্তা করার ক্ষমতাও কমে যায়।

অ্যালজাইমার্স নির্ণয়ের কোনও পরীক্ষা আছে কি

অ্যালজাইমার্স শনাক্তকরণের সহজ কোনও উপায় নেই। বরং সম্পূর্ণ পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে – রক্তপরীক্ষা, মেন্টাল স্ট্যাটাস টেস্টস এবং ব্রেন ইমেজিং উপসর্গের কারণ বুঝতে সাহায্য করতে পারে। তবে ডিমেনশিয়া নির্ণয় করার থেকেও কঠিন কী ধরনের ডিমেনশিয়া হয়েছে তা বোঝা। ইয়াংগার-অনসেট অ্যালজাইমার্সের ক্ষেত্রে ভুল নির্ণয় সাধারণ ঘটনা।

চিকিৎসা

বর্তমানে অ্যালজাইমার্সের কারণে হওয়া মস্তিষ্কের ক্ষতি রোধে বা মস্তিষ্কের ক্ষতি ধীর করতে কোনও চিকিৎসা নেই। তবে কিছু ওষুধ সহায়ক হতে পারে। এই ধরনের ওষুধ মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার বাড়াতে কাজ করে।

তবে অ্যালজাইমার্স ও অন্যান্য প্রগ্রেসিভ ডিমেনশিয়ার চিকিৎসায় গবেষকরা নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে কয়েক ডজন থেরাপি ও ফার্মাকোজিক ট্রিটমেন্ট রয়েছে যা অ্যালজাইমার্সের সঙ্গে জড়িত মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যু রোধে ফোকাস করে। পাশাপাশি নন-ফার্মাকোলজিক বিহেভিয়রাল ইন্টারভেনশনের ব্যবহার ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত রোগী, তাঁর পরিবার ও কেয়ারগিভারের জীবনের মান উন্নত করতে পারে। এজন্য যা করতে পারেন –

- প্রথমেই রোগীটি সম্পর্কে জানুন
- সমর্থনের জন্য কেয়ার টিম তৈরি করুন
- এমন ক্রিয়াকলাপে অংশ নিন যাতে মেজাজ ভালো থাকে
- প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানো
- স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা

যত্ন নেওয়া

অ্যালজাইমার্স ডিজিজ বা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্তের যত্ন নেওয়া একইসঙ্গে পুরস্কৃত বা চ্যালেঞ্জিং করতে পারে। ডিমেনশিয়ার শুরুর দিকে আক্রান্ত মানুষটি স্বাভাবিক জীবনযাপনই করেন, খুব কম যত্নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রোগ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশি যত্ন করার প্রয়োজন হয়, শেষমেশ ২৪ ঘণ্টা সাহায্যের দরকার হয়।

প্রায়ই কেয়ারগিভার ও পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অ্যালজাইমার্সের রোগীর ব্যবহারে পরিবর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে কেয়ারগিভারদের বলব, রোগী কী চাইছেন সেটা বোঝা যেমন জরুরি, তেমনই রোগের শুরু ও শেষপর্যায়ে রোগীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও জরুরি।

হাসির থেরাপিতে শুষ্ক চোখের উপশম

সম্প্রতি চিন ও ব্রিটেনের গবেষকদের করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুষ্ক চোখের ক্ষেত্রে হাসির থেরাপি অভিনব চিকিৎসা হতে পারে। এই সমীক্ষায় ২৮৩ জন অংশ নিয়েছিলেন। এখানে হাসির ব্যায়ামের সঙ্গে সোডিয়াম হাইলুরোনিক অ্যাসিড আইড্রপের তুলনা করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, হাসির থেরাপি আইড্রপের মতো সমান কার্যকরী এবং মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করেছিল।

গবেষকদের মতে, সুরক্ষিত, পরিবেশগতভাবে এবং কম খরচের দিক দিয়ে এই হাসির থেরাপি শুষ্ক চোখের সমস্যা সংক্রান্ত রোগীদের কাছে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে প্রথম পছন্দ হতে পারে। তাঁরা আরও জানান, হাসির ব্যায়াম জীবনযাত্রার ওপর নিরন্তর ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে শুষ্ক চোখের রোগ পরোক্ষভাবে উপশম করতে পারে।

তাছাড়া হাসির থেরাপি শুধু শুষ্ক চোখের জন্যই নয়, স্ট্রেস কমাতে কিংবা ডিপ্রেশন থেকে দূরে থাকতেও সাহায্য করে। এই থেরাপি ইমিউন কোষকে শক্তিশালী করে এবং সংক্রমণের সঙ্গে লড়তে পারা অ্যান্টিবডির সংখ্যা বাড়ায়।

দীর্ঘসময় স্ক্রিনের সামনে থাকার জন্য কিংবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর বা বিমানে থাকলেও চোখ শুষ্ক হতে পারে। সেইসঙ্গে স্ট্রেস সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়।

বাসন মাজার স্পঞ্জে লুকিয়ে জীবাণু

আমাদের সবার বাড়িতেই রান্নাঘর এমন একটি জায়গা যেখানে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হয়। বাসন ধোয়ার স্পঞ্জ থেকে মোছার কাপড়, রাবার গ্লাভস– সবই পরিষ্কার রাখতে হয়। যাইহোক, আপনি কি জানেন, বাসন ধোয়ার সাধারণ স্পঞ্জেই সংক্রমণ লুকিয়ে থাকতে পারে? এইসব স্পঞ্জে ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া থাকতে পারে, যা রোগজীবাণুর প্রজননস্থল। এ থেকে মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে, যাকে প্রায়ই খাদ্যবাহিত অসুখ বলে ভুল করা হয়।

সম্প্রতি নেচার কেমিক্যাল বায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রান্নাঘরের বাসন ধোয়ার স্পঞ্জে উদ্বেগজনক মাত্রায় জীবাণু থাকে, যা টয়লেটের থেকেও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। এইসব স্পঞ্জে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ৫৪ বিলিয়ন ব্যাকটিরিয়া থাকে, যা ফুড পয়েজনিংয়ের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তাছাড়া গঠনগত কারণে রান্নাঘরের স্পঞ্জ জীবাণু বৃদ্ধির আদর্শ জায়গা বলে জানিয়েছেন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াররা। এই ক্লিনিং স্পঞ্জে থাকা জীবাণুগুলি থেকে মারাত্মক অসুস্থতা যেমন মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, প্রচণ্ড জ্বর, রক্তাক্ত ডায়ারিয়া প্রভৃতি হতে পারে। সুতরাং, সঠিক স্পঞ্জ ব্যবহার করার পাশাপাশি মাঝে মাঝে সেটা বদলও করা উচিত।

শোয়ার আগে মেডিটেশন করুন

প্রচুর স্ট্রেস নিয়ে ঘুমোতে গেলে কিছুতেই ঘুম ভালো হবে না। মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘুরবে। এক্ষেত্রে ঘুমোনোর আগে মেডিটেশন করতে পারেন। মেডিটেশনের উপকার সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কিন্তু শুতে যাওয়ার আগে মেডিটেশন করতে পারলে তাতে মন প্রশান্ত হবে, যাতে সারাদিনের ক্লান্তির পর আপনি আরামবোধ করবেন। যাঁরা অনিদ্রায় ভোগেন, অতিরিক্ত চিন্তা ও স্ট্রেস নিত্যসঙ্গী, তাঁরা মেডিটেশন করে দেখতে পারেন। কারণ, এটি স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমায় এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে সক্রিয় করে।

অতএব, শুতে যাওয়ার ১০-১৫ মিনিট আগে মেডিটেশন করুন। খেয়াল রাখবেন, পরিবেশ যেন শান্ত থাকে এবং ঘরে অল্প আলো থাকে। আর বসার জায়গাটি যেন আরামদায়ক হয়। এরপর চোখ বন্ধ করুন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে নজর দিন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

ছোট তারা ★

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া পবিত্র ভুঁইমালি আবৃত্তিতে পারদর্শী। প্রথম শ্রেণির এই পড়ুয়ার প্রতিভায় গর্বিত তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

চা খাইয়ে টোটো নিয়ে পগারপার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : চায়ের নেশা যে কী, তা ভালোই বোঝে বাঙালি। কেউ চা অফার করলে তা ফেরানো কষ্টকর বৈকি। তাই হয়তো যাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া চা খাওয়ার প্রস্তাব ফেরাতে পারেননি টোটোচালক শুভজিৎ চৌধুরী। কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গে যা হল, তা হয়তো ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দেওয়ার সময়েও কল্পনা করেননি শুভজিৎ। চা খাইয়ে তাঁকে বেহুঁশ করে টোটো নিয়ে চম্পট দেয় এক ব্যক্তি। এরপর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শুভজিৎ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুভজিৎ তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, গত ১৫ অক্টোবর বাবলু নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। বাবলু তাঁকে জানায়, সে ফেরির কাজ করে। তাই তাঁর থেকে টোটো ভাড়ায় নিতে চায়। শুভজিৎ সেই প্রস্তাবে রাজি হয়।

এরপর ১৬ তারিখ বাবলু তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে টোটো নিয়ে আসতে বলে। সেখানে পৌঁছাতেই ওই ব্যক্তি ফেরির মালপত্র নিয়ে টোটোয় ওঠে। এরপর বাবলু হকার্স কর্নার হয়ে মহাবীরস্থান দিয়ে স্টেশন ফিডার রোডে যায়। সেখানে সে ফেরির মাল বিক্রি করে। তারপর ওই ব্যক্তি শুভজিৎকে টোটো নিয়ে জলপাই মোড়ে যেতে বলে। আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি।

শুভজিতের অভিযোগ, জলপাই মোড়ে পৌঁছে ওই ব্যক্তি কিছু খাওয়াদাওয়া করতে নামে। এরপর তাঁর জন্য এক কাপ চা-ও নিয়ে আসে। সেই চা খাওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। শুভজিৎ বলেন, 'চা খাওয়ার পর টোটো নিয়ে এগিয়ে যাই। তারপরেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর কী হয়েছে সেদিন, কিছুই মনে নেই শুভজিতের। ঘুম ভাঙে পরেরদিন সকালে। শুভজিতের কথায়, 'ঘুম থেকে উঠে দেখি, কাওয়াখালি সংলগ্ন এলাকায় একটা দোকানের পাশে আমি শুয়ে রয়েছি। পকেট হাতড়ে দেখি, টাকা-মোবাইল কিছুই নেই। টোটো উধাও।' তারপর তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তি আমাকে চায়ের অছিলায় কিছু একটা নেশার জিনিস খাইয়ে দিয়েছিল।'

টাকাপয়সা, টোটো সব হারিয়ে সেদিন হেঁটে দেবাশিস কলোনির ভাড়াবাড়িতে ফিরতে হয় শুভজিৎকে। টোটোই তাঁর উপার্জনের একমাত্র রাস্তা ছিল। সেই সম্বলটুকু খুইয়ে এখন দিশেহারা শুভজিৎ। থানায় অভিযোগ জানানোর পর থেকে টোটো ফিরে পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন তিনি।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই গণেশ কলোনি থেকে টোটো চুরির ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে চুরির আগে চোরকে আইসক্রিম খেতে দেখা গিয়েছিল। সেটাই তার জন্যে 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়। অনলাইনে আইসক্রিমের দাম মেটানোর সূত্র ধরেই তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। এবার চা খাইয়ে টোটো চুরির ঘটনায় রীতিমতো হতবাক পুলিশও।

> চা খাওয়ার পর টোটো নিয়ে এগিয়ে যাই। তারপরেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে দেখি, কাওয়াখালি সংলগ্ন এলাকায় একটা দোকানের পাশে আমি শুয়ে রয়েছি। পকেট হাতড়ে দেখি, টাকা-মোবাইল কিছুই নেই। টোটো উধাও।
>
> **শুভজিৎ চৌধুরী**

শ্যামাপুজোর থিম 'তন্ত্রমন্ত্র'

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : প্রতিবছরের মতো এবছরও শ্যামাপুজোর আয়োজন করেছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব। এবার তাদের পুজোর ৫৯তম বর্ষ। থিম 'তন্ত্রমন্ত্র'। একশ্রেণির লোকতন্ত্রের নামে বুজরুকি করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। সেই বিষয়টিকে থিমের মাধ্যমে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। মানুষ যাতে কোনওরকম কুসংস্কার, বুজরুকির শিকার না হয়, সেই বার্তা দেওয়া হবে। সকলকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ।

বিধান স্পোর্টিংয়ের পুজো আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। বোলপুর থেকে মণ্ডপশিল্পীরা এসেছেন। প্রতিবারই এই পুজোয় থাকে নতুন কোনও ভাবনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। উদ্যোক্তারা জানালেন, তাঁরা চিত্রশিল্পীদের সম্মান জানাতে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছেন এবছর। গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশ থেকে মেলায় ঢোকার গেট পর্যন্ত দেওয়া হবে আলপনা। ৩০ তারিখ রাত আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চলবে এই কাজ। এর পাশাপাশি শহরের চিত্রশিল্পীদের সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।

পুজো উদ্যোক্তা বাবলু তালুকদারের কথায়, 'আমাদের পুজোয় প্রতিবছর নতুন ভাবনা থাকে। এবারও আমরা মণ্ডপে সামাজিক বার্তা দেব। দর্শনার্থীদের তা ভালো লাগবে বলে আশা করছি। সবাই আসুন এবং আমাদের পুজো উপভোগ করুন।' প্রতিমার দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় শিল্পী। তবে আলো ও মণ্ডপসজ্জায় বাইরের শিল্পীরা রয়েছেন।

ভাবনায় মায়ের অবদান

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : মা ছাড়া ঘর ফাঁকা। মায়ের গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গেটবাজার ইউথ ক্লাবের চলতি বছরের কালীপুজোর থিম 'মাতৃছায়া'। এই পুজোয় পরিবারে মায়ের অবদান ফুটে উঠবে। থিমমেকার দীপঙ্কর দাসের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে মণ্ডপসজ্জা। ৫২তম বর্ষে থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাদা লালপাড় শাড়িতে মায়ের রূপে দেখা যাবে কালী প্রতিমা। মৃৎশিল্পী সুশান্ত পাল মায়ের এই প্রতিমা তৈরি করছেন।

পুজোর পাশাপাশি সমাজসেবার কাজও করা হবে বলে পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অব্যয়বরণ চট্টোপাধ্যায় জানান। ৩০ অক্টোবর মেয়র গৌতম দেব এই পুজোর উদ্বোধন করবেন। বিগত বছরগুলোর মতো এবছরের পুজোর ভাবনাও দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে বলে আশা করছেন পুজো কমিটির আরেক সম্পাদক সুনীল পাল। পুজো দেখতে এসে দর্শনার্থীদের যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন না হতে হয় সেজন্য কড়া নজরদারি রাখা হবে বলে পুজো কমিটির সভাপতি শ্যাম ঘটক জানান।

কয়েক ঘণ্টায় গ্রেপ্তার চোর

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : চুরির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম উত্তম রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোররাতে মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার কলমজোতে একটি বাড়িতে ঢুকে সিলিন্ডার, সর্ষের তেল এবং টাকা জমানোর মাটির ভাঁড় চুরি করে উত্তম। সকালে বাড়ির সদস্যদের বিষয়টি নজরে আসতেই মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ কলমজোত থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ উত্তমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

টেন্ডারের অর্ধেক রাস্তার কাজ হয়নি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ অক্টোবর : ইসলামপুর পুরসভা এলাকায় ৩০টি রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় তিন কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। যার মধ্যে ১৫টির কাজ এখনও বাকি। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে সবক'টি রাস্তা ঝাঁ চকচকে করে তোলার লক্ষ্য নেয় পুরবোর্ড। যদিও আলোকসজ্জার তোরণ বসানো সহ বিভিন্ন কারণে কাজ শুরু করেও মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়।

পুজো শেষ হতেই একাধিক ওয়ার্ডে কাজ শুরু হয়েছে। তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কালীপুজোর আগে সবটা শেষ করা সম্ভব নয়। এমনকি নভেম্বরের মধ্যে বাকি কাজ করা যাবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলছেন, 'এবারে প্রতিটা রাস্তা মজবুত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। তাপ্পি মারা কাজ কোথাও হবে না। ফলে মানের সঙ্গে সমঝোতা না করার লক্ষ্যে ধীরগতিতে কাজ চলছে।'

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের পর প্রথম দফায় প্রায় এক কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা খরচে ১৬টি রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪টি রাস্তার জন্য সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শহরের ১৭টি ওয়ার্ড মিলিয়ে এই ৩০টি রাস্তা। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি পিচের হবে, তাই প্রয়োজনীয় বরাদ্দও করা হয়েছে।

বর্তমানে ৪, ১৫, ১৪ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় কাজ থমকে। পুরসভার এক কর্মীর কথায়, 'আসলে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই যদি কাজ শুরু করা হত, তাহলে পুজোর আগে পুরোটা শেষ হয়ে যেত। যদিও এবছরের বর্ষায় একটানা বৃষ্টি কাজ থমকে থাকার অন্যতম কারণ।' একই সুর শহরবাসীর গলায়। তাঁরা বলছেন, 'লোকসভা ভোটের পর টেন্ডার হয়ে গেলেও পুরসভা কাজে হাত দেয়নি কেন? সঠিক সময় কাজ শুরু হলে এভাবে ভোগান্তি পোহাতে হত না।'

বরাবরের অভিযোগ, প্রতিবছর পুজোর আগে পুর কর্তৃপক্ষ শহরের একাধিক রাস্তায় তাপ্পি মেরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ৫ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝবরাবর যাওয়া শীতলপুর রোডের কাজ পুজোর আগে শুরু হয়ে থমকে গিয়েছিল। সেখানকার বাসিন্দা দেব আঢ্যর কথায়, 'একদশক পর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু সেটা আচমকা থমকে যাওয়ায় গাড়ি গেলে বা হাওয়া উঠলে যে পরিমাণ ধুলো ওড়ে, তখন শ্বাস নেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবব্রত সাহা রায়ের ব্যাখ্যায়, 'পুজোর আগে কাজ হবে বলে তড়িঘড়ি করে নির্মাণসামগ্রী জড়ো করতে দেখলাম। অথচ কাজই শুরু হল না।' এপ্রসঙ্গে কানাইয়ার আশ্বাস, নভেম্বরের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করা হবে।

পথের যন্ত্রণা

- প্রথম দফায় প্রায় এক কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা খরচে ১৬টি রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়
- দ্বিতীয় দফায় প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪টি রাস্তার জন্য টেন্ডার
- ইসলামপুরের ১৭টি ওয়ার্ড মিলিয়ে ৩০টি রাস্তার কাজ শেষের কথা ছিল দুর্গাপুজোর আগে
- ১৫টি শেষ হলেও বাকিগুলোর কাজ থমকে যায় বিভিন্ন কারণে

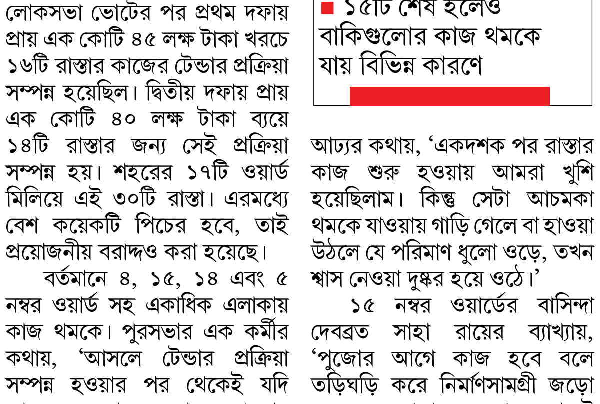

ইসলামপুরে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লির অসমাপ্ত রাস্তা।

আলোর উৎসবের জন্য।। *হংকং মার্কেটে নানাধরনের টুনি। রবিবার। ছবি : সূত্রধর*

রাস্তা-নালার কাজে অসন্তুষ্ট যুব নেতা

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পোকাইজোত থেকে কদমতলা পর্যন্ত রাস্তা এবং নিকাশিনালার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূলের অন্দরে। সম্প্রতি ওই ওয়ার্ডের এক তৃণমূল যুব নেতা এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেছেন। সেই ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার একপাশে থাকা নিকাশিনালার ওপরে শুধুমাত্র সিমেন্টের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মহম্মদ আলেনবি নামের ওই স্থানীয় যুব নেতা।

তিনি তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'আমি সবাইকে কদমতলা থেকে পোকাইজোত পর্যন্ত নির্মীয়মাণ কাজের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। রাস্তার একপাশের নালার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে উলটোপাশের ড্রেনটাকে কেন্দ্র করে। ওই ড্রেনের ওপর নামমাত্র ঢালাই করে দেওয়া হচ্ছে। তাই কর্তৃপক্ষের তাছে আমার অনুরোধ, আপনারা যদি একবার এই কাজ পরিদর্শন করে যান, তাহলে ভালো হয়।'

তাঁর অভিযোগ, ওই নালার কাজের যদি ওয়ার্ক অর্ডার বের হয়ে থাকে, আর সেখানে শুধু নামমাত্র ঢালাই করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটা শাসকদলের কর্মী হিসেবে আমাদের কাছে লজ্জাজনক।' ইতিমধ্যে বিষয়টা নিয়ে কাউন্সিলারের গ্রুপেও সরব হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের ওই নেতা। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কাউন্সিলারের গ্রুপেও বিষয়টা জানিয়েছি। তবে এখনও কেউ কর্ণপাত করেনি।'

শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড

এদিকে, দলের অন্দরে এই ধরনের প্রশ্নে অস্বস্তিতে পড়েছেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তাঁর সাফাই, 'কারওর সঙ্গে কথা না বলে এভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও বিষয় পোস্ট করা ঠিক নয়। এই কাজটা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে। কোনও বিষয় জানার হলে ওরা সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারে।' তাঁর সংযোজন, 'রাস্তার মাপজোখ করার সময় কিছুটা ভুল হয়েছিল। রাস্তার একপাশে শুধুমাত্র নালা ছিল। আরেকপাশে কোনও নালা ছিল না। ওই অংশে নালাটি হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটা উঁচু করার জন্য আগে থেকে যে নালাটি রয়েছে, তার ওপর সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এখন তিন বছর পর কাজটা পেয়েছি, সেটাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারি না।'

অভিযোগকারী দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি পালটা অভিযোগ করেছেন। তাঁর কথায়, 'এতদিন ওই এলাকায় রাস্তা, নিকাশিনালা কিছুই ছিল না। তখন তো ওরা কোনও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেয়নি। এখন যখন কাজ শুরু হয়েছে, এখন ছবি তুলে প্রশ্ন তুলছে কেন?'

পোকাইজোত থেকে চম্পাসারির কদমতলা পর্যন্ত রাস্তা ও নিকাশিনালার কাজের দাবি দীর্ঘদিন ধরে। এলাকায় একপাশে নিকাশিনালা থাকলেও সামান্য বৃষ্টিতে এলাকায় জল জমে যায়। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে রাস্তা সহ নিকাশিনালা সংস্কারের দাবি ওঠে। শেষে রাস্তা এবং নিকাশিনালার কাজ শুরুও হয়ে যায়। সেই কাজ নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠেছে আগে থেকে থাকা নিকাশিনালার ওপর শুধুমাত্র সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এরপর পরিস্থিতি কোনদিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

বিধান রোডের ধারে হরেকরকমের দোকান।

দখলমুক্ত হয়নি রাস্তার দু'পাশ

ফের বিতর্কে বিধান রোডের পার্কিং জোন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের বিধান রোডের পার্কিং জোন নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ, একদিকে রাস্তার দু'পাশে অবাধে জায়গা দখল করে লোক বসানো হচ্ছে। অন্যদিকে, পার্কিং জোনের জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। বারবার পুরনিগমকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না বলে দাবি বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির তরফে রাকেশ পালের।

এব্যাপারে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের পালটা বক্তব্য, 'ওই এজেন্সি বিধান রোডে মুড়ি, ফুল বিক্রেতাদের মতো ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রোজ টাকা তুলছিল। সেটা বন্ধ করা হয়েছে। গরিব মানুষের থেকে এভাবে টাকা তোলা যাবে না। যে জায়গা ফাঁকা রয়েছে, সেখানে যানবাহন দাঁড় করিয়ে এজেন্সিকে পার্কিং ফি আদায় করতে হবে।' পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা আবার বলছেন, 'আমার কাছে কোনওরকম অভিযোগ আসেনি। খোঁজ নেব।'

বিধান রোডের দু'পাশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর মানুষ পসরা সাজিয়ে বসেন। অনেকেই মুড়ি, চিঁড়ে, আখের রস, ফুল সহ বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন সেখানে। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে পার্কিং জোনের টেন্ডার করে পুরনিগম। গোষ্ঠ পালের মূর্তির নীচ থেকে শুরু করে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশ পার্কিং জোন হিসাবে নথিভুক্ত করে টেন্ডার করা হয় সেসময়। রাকেশ পাল নামে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর নামে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুরনিগম থেকে সেই টেন্ডার পান। যদিও তিনি দখলদারদের সরিয়ে পার্কিং জোন হিসাবে জায়গা ব্যবহার করতে পারেননি।

রাকেশের কথায়, 'পুরনিগম টেন্ডার করার সময় বলেছিল, রাস্তার দু'পাশ ফাঁকা করে দেওয়া হবে। অথচ টেন্ডার বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা নিলেও দখলমুক্ত করেনি। মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনার থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদকে বহুবার চিঠি লিখে বলেছি, হয় জায়গা পার্কিংয়ের জন্য দখলমুক্ত করুন নয়তো আমার টাকা ফেরত দিন। তারপরেও পুরনিগম পদক্ষেপ করেনি।'

মাঝে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি বিধান রোডের দু'পাশে বসা ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রোজ ২০-৩০ টাকা করে আদায় করা শুরু করে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে সেই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পুরনিগম টাকা আদায় বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ, তারপর থেকে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্তা সেখানে নতুন করে ব্যবসায়ীদের বসাচ্ছেন এবং বিনিময়ে টাকা নিচ্ছেন। এমনই দাবি রাকেশের। তবে, অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা।

তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের কেউ বিধান রোড থেকে টাকা তোলে না। গরিব মানুষগুলির কাছ থেকে রোজ এজেন্সি টাকা তুলত। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হই। তারপর থেকে এজেন্সি টাকা তোলা বন্ধ করে। ওই এজেন্সির কর্তা রাকেশ পাল আমাদের নামে বদনাম করছে।'

জায়গা নিয়ে তর্জা

- ২০২৩ সালের প্রথম দিকে পার্কিং জোনের টেন্ডার করে পুরনিগম
- বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি রাস্তার দু'পাশে দখল সরিয়ে জায়গা ব্যবহার করতে পারেনি
- মাঝে এজেন্সি ফুটপাথে বসা ছোট ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা আদায় শুরু করে
- পরে সেটা বন্ধ করে দেয় পুরনিগম কর্তৃপক্ষ
- ফাঁকা জায়গায় গাড়ি পার্ক করিয়ে ফি আদায়ের পরামর্শ ডেপুটি মেয়রের

অর্ধসমাপ্ত নির্মাণে দুর্ভোগ

ইসলামপুর, ২০ অক্টোবর : শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় অর্ধসমাপ্ত কালভার্টের কারণে ভোগান্তি চরমে পথচলতি মানুষের। রাস্তাটি কম চওড়া হওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা আগাগোড়া। গোদের ওপর বিষফোড়া কালভার্টটি। সেটা তৈরি করতে একদিকে যান চলাচল প্রায় একমাস ধরে বন্ধ। ওই জায়গায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতে জলনিকাশি নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

ইসলামপুর শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা স্টেশন রোড। সেই রোডে নবাব চক সংলগ্ন এলাকায় কালভার্ট নির্মাণ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত একদিকের অংশ তৈরি হয়েছে। রাস্তা থেকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু কালভার্টের কারণে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য সামনে এবং পেছনে কংক্রিটের টুকরো ফেলা হয়। যার জেরে রাস্তার চওড়া আরও কমে যায়। এদিকে, নিকাশিব্যবস্থা ঠিক রাখতে তৈরি কালভার্টটি এখন এলাকায় জল জমে থাকার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামপুর

মহম্মদ কালাম নামে এক টোটোচালকের অভিজ্ঞতা, 'এক মাস ধরে কাজ চলছে। রাস্তার একটা দিক আটকে থাকার কারণে আমাদের আসা-যাওয়ায় অসুবিধে হয়। কয়েকদিন আগে ওই কালভার্টের পাশে থাকা ল্যাম্পপোস্টে একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে সেটা ভেঙে দেয়। এমনকি রাস্তা পারাপার হতে গিয়েও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অনেকে।'

ইসলামপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গুরুদাস সাহা জানালেন, এখন যেখানে কালভার্ট তৈরি হচ্ছে, সেখানে বহু বছর আগে থেকে একটি কালভার্ট ছিল। তবে সেটা দিয়ে ঠিকঠাক জলনিকাশি হচ্ছিল না। তাই পুরসভার তরফে পূর্ত দপ্তরকে নতুন কালভার্ট তৈরির আবেদন জানানো হয়। কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় সাধারণের সমস্যা হচ্ছে। তাঁর আশ্বাস, 'পুজোর কারণে হয়তো কাজ বন্ধ ছিল। পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত শেষ করতে বলা হবে।'

প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পুজোয় লক্ষ্মীলাভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : টানাপোড়েন ছিল। ছিল আশঙ্কা। মানুষ উৎসবে ফিরবেন কি না, তা নিয়ে চলছিল বিস্তর জল্পনা। উৎসবে না ফিরলে ব্যবসা মার খাবে, সেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন ব্যবসায়ীরা। দোসর হয়েছিল পাহাড়ের রাস্তায় একাধিকবার ধস। তবে শেষপর্যন্ত আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটা বাজারে উপচে পড়েছিল ভিড়। দুর্গাপুজো শেষে ব্যবসার হিসেবনিকেশ কষে ফেলেছেন প্রায় প্রতিটা ব্যবসায়ী। সেই হাল জানতে শহরের বাজারে ঢুঁ মারল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

লাভের মুখ কি দেখতে পেলেন ব্যবসায়ীরা? বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, গতবারের মতোই ব্যবসা হয়েছে এবছর। লাভের অংকটা প্রায় সমান সমান। শেষমুহূর্তে পাহাড়ের ক্রেতারা আসায় সব বাঁধা কেটে যায়। খুশির খবর শোনালেন ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ীরা। খাদ্যরসিক বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে যা স্বাভাবিকই বটে।

গতবছরের তুলনায় এবার পুজোর বাজারকে কেন্দ্র করে ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে ব্যবসা গড়ে প্রায় কুড়ি শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনই দাবি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির। কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, 'পরিবারগুলো এখন ছোট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মানুষের হাতে সময় কম। তাই কেনাকাটা করতে এসে রাতের খাবার খেয়ে কিংবা কিনে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার সুফল পাচ্ছে খাবারের দোকান।'

উৎসবে ফেরা নিয়ে যে তর্জা চলছিল, তার প্রভাব পড়েছে কতটা? এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কানাইলাল পোদ্দারের সঙ্গে। বললেন, 'সবাই পুজোর দিনগুলো আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটাতে চায়। তাই খুব একটা প্রভাব পড়েনি। তবে বৃষ্টি কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।' পাহাড়ে বারবার ধসের কারণে খারাপ রাস্তাও একসময় রক্তচাপ বাড়িয়েছিল বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের। এখানকার একটা বড় অংশের ব্যবসা নির্ভর করে সেখান থেকে আসা ক্রেতাদের ওপর। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসীত দে'র ব্যাখ্যায়, 'আমাদের মূলত ব্যবসা হয়েছে শেষ সাতদিনে। একাধিক রাস্তায় ধসের কারণে শেষদিকে ক্রেতারা এসেছেন ঘুরপথে। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি।'

আলোচনায় ঘুরেফিরে আসছিল অনলাইনে কেনাকাটার কথা। বিপ্লবের ব্যাখ্যায়, 'অনলাইনের প্রভাব মূলত পড়ে মাঝবয়সিদের জামাকাপড় বিক্রির ওপর। ছোটদের জামা কিন্তু মা-বাবারা দোকানে এসে দেখে কিনতে পছন্দ করেন বেশি।'

তবে এবার আবহাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য ইস্যু নিয়ে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেই বিচারে যা ব্যবসা হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট অধিকাংশ ব্যবসায়ী। কানাইলাল বললেন, 'আশানুরূপ না হলেও বিক্রিবাটা হয়েছে মোটামুটি।' একই বক্তব্য অসীতের। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারমধ্যেও ব্যবসা হয়েছে। আশা করছি, এবারের মতো পরিস্থিতি যেন পরেরবার না থাকে। তাহলে ব্যবসা আরও ভালো হবে।'

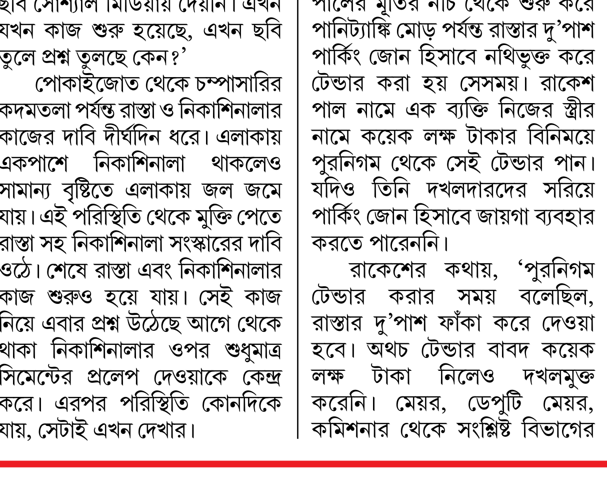

বিধান মার্কেটে পুজোর কেনাকাটার ভিড়। -ফাইল চিত্র

ব্যবসার সারমর্ম

- আরজি করের ঘটনার পর উৎসবে ফেরা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল
- দোসর হয় পাহাড়ের রাস্তায় ধস, সমতলে বৃষ্টি
- একাধিক বাধা পেরিয়ে ব্যবসায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি শিলিগুড়িতে
- আগের বছরের তুলনায় এবার লাভের অঙ্ক প্রায় সমান সমান
- পুজোর বাজার ঘিরে ব্যবসা বেড়েছে ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোর

তার ছিঁড়ে পড়ার কারণ খুঁজতে তদন্ত

চাঁদকুমার বড়াল ও অভিরূপ দে

কোচবিহার ও ময়নাগুড়ি, ২০ অক্টোবর : বারবার ট্রেন দুর্ঘটনা ও ওভারহেড তার ছিঁড়ে পড়ার ঘটনায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ চাপে পড়েছে। শনিবার বিকেলে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বড়সড়ো বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই ঘটনায় শেষমেশ বড় ধরনের কিছু না হলেও রেলের সেফটি ডিপার্টমেন্ট চরম গোপনীয়তায় তদন্ত শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে রাতেই তার মেরামত করা হয়। রবিবার সকাল থেকে ওভারহেড তার মেরামতের জন্য টাওয়ার ওয়াগনকে ঘটনাস্থলে দেখা যায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে সোমবার রেলের একটি দলের নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

সূত্রের খবর, কোনওভাবে বিদ্যুতের তারটি ছিঁড়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্পেশাল ট্রেনটির ইঞ্জিনের বিদ্যুৎ সংযোগের প্যান্টোগ্রাফটি ভেঙে পড়ে। জলপাইগুড়ি থেকে ডিজেল ইঞ্জিন নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্পেশাল ট্রেনটিকে অসমের গোয়ালপাড়ার উদ্দেশে রওনা করানো হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটির বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনটি মেরামত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শনিবার ঘটনার পর রেলের দল মেরামতির কাজ করার পর একটি বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করেছে। সেই রিপোর্ট ডিভিশনের সেফটি ডিপার্টমেন্টে জমা দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা রবিবার বলেন, 'লাইনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চলে আসার ফলে সমস্যাটি হয়েছিল। যান্ত্রিক যে ত্রুটি ছিল তা ঠিক করা হয়েছে। ওভারহেড লাইনের ভোল্টেজ সহ অন্যান্য সামগ্রী পরীক্ষা করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত হবে।'

গত ২৩ জুন ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশনের কাছে হঠাৎ করেই বৈদ্যুতিক ওভারহেডের তার ছিঁড়ে পড়ে। ওই বিপর্যয়ের ফলে গুয়াহাটিগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে গুমানিরহাট স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে রাত ১১.৫০ মিনিট নাগাদ তিন ঘণ্টার চেষ্টায় ওভারহেড তার ঠিক করে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তিন ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকায় রেলের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিল। ঘোকসাডাঙ্গার ছিঁড়ে পড়া তারের টুকরো লখনউতে পাঠানো হয়। সেখানে রেলের নিজস্ব গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। সেখানে গবেষণার মাধ্যমে ওই তারের ছিঁড়ে পড়ার কারণ খুঁজে বের করার কথা। ২৪ সেপ্টেম্বর নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনের ডাউন লাইনে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছিল। ঠিক একই জায়গায় শনিবার তার ছিঁড়ে পড়ার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর মাল ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে রেললাইন, ওভারহেড তার, ওভারহেড লাইনের তারবাহী লোহার পোল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেসময় তড়িঘড়ি সবকিছু মেরামত করে লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ওই তড়িঘড়ির কারণেই কোথাও কোনও ত্রুটি থেকে গিয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখার দাবি জোরালো হয়েছে। ওভারহেড তারের কাজের সঙ্গে যুক্ত রেলের এক আধিকারিক বললেন, 'উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এই কাজ হয়েছে। তার পরেও কেন এমনটা হল তা নিয়ে সকলেই সন্দিহান। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রেলের টাওয়ার ওয়াগন দিয়ে ওভারহেড লাইন পরীক্ষা। নিউ ময়নাগুড়িতে রবিবার।

চরম সতর্কতা

- শনিবার বিকেলে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে ওভারহেড তার একটি ট্রেনের উপর ছিঁড়ে পড়ে
- ঘটনার পর রেলের দল মেরামতির কাজ করার পর একটি বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করেছে
- সেই রিপোর্ট ডিভিশনের সেফটি ডিপার্টমেন্টে জমা দেওয়া হয়েছে
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে

ভূস্বর্গে জঙ্গিহানায় মৃত চিকিৎসক, ৫ পরিযায়ী

জম্মু ও কাশ্মীর, ২০ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় রক্তস্নাত হল জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দেরবাল জেলার সোনমার্গ এলাকা। সোনমার্গে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গপথ সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গি আক্রমণে একজন চিকিৎসক সহ ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। বর্তমানে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। পাশাপাশি তল্লাশি অভিযানও চলছে।

জঙ্গি হামলায় মৃত ওই চিকিৎসক ও শ্রমিকরা জি মোড় সুড়ঙ্গের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদিন জঙ্গিরা সুড়ঙ্গের কাছে তাঁবুতেই আক্রমণ করে। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই আক্রমণকে জঘন্য ও কাপুরুষোচিত বলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রার্থনা করছি আহতরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক। গুরুতর আহতদের শ্রীনগরে রেফার করা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, 'আমি জম্মু ও কাশ্মীরের নিরপরাধ শ্রমিকদের ওপর ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করছি।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, 'নাগরিকদের ওপর এই জঘন্য জঙ্গি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের সেনাবাহিনীকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। এই মুহূর্তে আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।'

প্রতারণার ফাঁদ

প্রথম পাতার পর

সমস্তটাই হয় মোবাইলে। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের অনেকে আবার কলেজ পড়ুয়া। এর পেছনে রয়েছে বড়সড়ো মাথা। গেমিং কয়েন প্রতারণার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতারকরা হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দেওয়ার ছলে প্রতারণার কারবার চলে। মোবাইল হাতে নিয়ে পাড়ার মোড়ে, মাঠে অনেককে গেম খেলতে দেখা যায়। মোবাইলে মাথা গুজে প্রতারকরা অবশ্য নিজেদের কাজ করে চলে।

অনলাইন গেমের স্টেজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কয়েন কিনতে হয়। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লিংক পাঠিয়ে প্রতারকরা গেমে আসক্তদের কাছে কয়েন কেনার প্রস্তাব রাখে। টাকা পাঠালে প্রথম কয়েকবার অনলাইনে কয়েন পাঠানো হয়। প্রতারকরা দুই একবার কয়েন পাঠিয়ে গেমে আসক্তদের বিশ্বাস অর্জন করে নেয়। এরপরই বেশি টাকার কয়েন কেনার প্রস্তাব রাখা হয়। সেখানে অনলাইনে একবারে বেশি টাকা দিলেই তা প্রতারকরা লুট করে নেয়। এই ক্ষেত্রে অভিভাবকরা অনেক সময়ই বিষয়গুলি ধামাচাপা দিতে চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে চান না।

শিলিগুড়িতে প্রতারণাচক্রের সঙ্গে এমন অনেকে যুক্ত রয়েছে যারা অপরাধমূলক কাজের জন্য গ্রেপ্তারও হয়েছিল। এর মধ্যে এনজেপি থানা এলাকার কয়েকজন রয়েছে। চক্রের সঙ্গে দিন প্রতিদিন অনেকে যুক্ত হচ্ছে। যারা অসৎ উপায়ে টাকা আয় করার নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'আমাদের একটি সাইবার টিম রয়েছে। যারা স্কুল, কলেজে গিয়ে সাইবার প্রতারণার বিষয়ে সচেতন করছে। তারপর কেউ কেউ প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পা ফেলে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে।'

বর্জ্য সংগ্রহ বন্ধ, পরিবেশ দূষণ চাকুলিয়ায়

মহঃ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২০ অক্টোবর : চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে। যার ফলে চায়ের দোকান থেকে ভাতের হোটেলের আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে রাস্তার ওপর এবং ধারে। সেসব থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারপাশে। রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে চলাচল করছেন মানুষ। দৃশ্য এবং পরিবেশ দূষণের কারণে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের এমন দশায় চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট তাঁরা। যদিও গোয়ালপোখর-২ (চাকুলিয়া) ব্লকের বিডিও সুজয় ধর জানিয়েছেন, বর্ষার কারণে এতদিন কাজ আটকে ছিল। কালীপুজোর পর ফের ওই প্রকল্পে কাজ চালুর চেষ্টা করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রমজান আলির অভিযোগ, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্দেশ্য খুব ভালো ছিল। প্রকল্পটি সঠিকভাবে চালাতে পারলে সকলের ভালো হত। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্প চালু করা হলেও বাস্তবে সবক'টির অবস্থা শোচনীয়।' এই ইস্যুতে ক্ষুব্ধ হলেও অনেকে আবার মুখ খুলতে চাইছেন না। এই যেমন, গৌরচন্দ্র দাস মন্তব্য করতে নারাজ।

২০২৩ সালের নভেম্বরে চাকুলিয়ার হরিপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করা হয়। এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য গাড়ি ও বালতি কেনা হয় সেসময়। অভিযোগ, কিছুদিন বর্জ্য সংগ্রহ হলেও পরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর কাজ চালু হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছেন এখন। তাঁদের দাবি, তিনমাস কাজ করার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তাঁরা কোনও সহযোগিতা পাননি। ফলে আর্থিক সংকটে পড়ে বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়েছেন। চাকুলিয়া বাজার, কাহাটা মিলনপাড়া, শকুন্তলা, জনতা হাট সহ একাধিক জায়গায় রাস্তার ধারে আবর্জনা চোখে পড়ে। কাহাটা মিলনপাড়ার ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস, চাকুলিয়া বাজারের সফিক আলমের ব্যাখ্যায়, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালুর সময় বলা হয়েছিল, দোকানের বর্জ্যও সংগ্রহ করা হবে। সেইমতো কিছুদিন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেসব সংগ্রহ করেন। তারপর হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমরা কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। মাঝেমধ্যে শুকনো আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলি। বর্ষায় সমস্যা আরও বাড়ে।'

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন অবশ্য দাবি করছেন, 'প্রকল্পটি চালাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সবরকম সহযোগিতার চেষ্টা করা হয়েছিল। টোটো এবং বালতি কিনে দেওয়া হয়। তবুও তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কেন কাজ করছেন না, সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

ঘাতক সেই চিতাবাঘের খোঁজে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে খেরকাটা গ্রামে। রবিবার দুপুরে।

চিতাবাঘের মানুষখেকো হওয়ার চর্চা ডুয়ার্সে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ অক্টোবর : চলতি বছরের ৪ জুলাই বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানে বছর ছয়েকের এক শিশু। তার আগে ৮ জানুয়ারি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে এক মাঝবয়সি মহিলা। ঠিক তার দু'দিনের মাথায় ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানে নয় বছর বয়সি আরেকটি শিশু। ২০২৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বীরপাড়া থানার ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনের একটি শিশু। সে বছরই পুজোর সময় ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানে ১১ বছরের এক শিশু। চিতাবাঘের হামলায় মৃতদের ওই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামের সুশীলা গোয়ালা। ১০ বছর বয়সি ওই শিশুটির মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাহলে কি স্বভাব বদলে চিতাবাঘ ক্রমশ মানুষখেকো হয়ে উঠছে? যদিও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা এমনটা মানছেন না। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'মানুষ কখনোই চিতাবাঘের স্বাভাবিক শিকার নয়। এই সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলির পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। সমস্তটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসভূমি। অন্যদিকে, তারা জঙ্গলেও থাকে। তবে বনের কোর এলাকায় নয়। সাধারণত আশপাশে লোকালয় রয়েছে, এমন জঙ্গলঘেঁষা এলাকা তাদের 'ফার্স্ট প্রেফারেন্স'। চিতাবাঘের পছন্দের খাবারের তালিকায় রয়েছে কুকুর, ছাগল, শুয়োরের মতো আকারে ছোট জীবজন্তু। শিশুদের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় চিতাবাঘ শিকার ভেবে হামলা চালিয়ে বসে বলে ধারণা। গত দু'বছরে চিতাবাঘের হামলায় যতগুলো মৃত্যু ঘটেছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। যেমন, সুশীলা তার বাড়ির উঠোনের টিউবওয়েলে নীচু হয়ে হাত-পা ধুচ্ছিল।

বিশেষজ্ঞরা আরও একটি দিকের ব্যাপারে বলছেন। তাঁদের মতে, চিতাবাঘ সাধারণত সকাল এবং সন্ধ্যা নাগাদ শিকার করতে বের হয়। শিশুদের ওপর যে হামলাগুলি ঘটেছে, সেগুলিও প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে। এর বাইরে রয়েছে এলাকা দখল নিয়ে দুই মর্দা চিতাবাঘের দ্বন্দ্ব। বিড়াল প্রজাতির ওই বুনোদের এলাকা দখলের আকাঙ্ক্ষা এতটাই বেশি যে, সংশ্লিষ্ট স্থানের বিভিন্ন গাছের গোড়ায় মূত্রত্যাগ করে অন্য মর্দা চিতাবাঘদের নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে রাখে। তোতাপাড়া চা বাগানে শিশুটির মৃত্যুর নেপথ্যে দুই মর্দা চিতাবাঘের ওই দ্বন্দ্বই কাজ করছিল বলে বনকর্তাদের মূল্যায়ন। সেদিন সন্ধে নাগাদ বাগানের একপ্রান্তে মাশরুম কুড়াতে যাওয়া শিশুটির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে, সেখানে দুটি মর্দা চিতাবাঘ একে অপরের সঙ্গে লড়াই করেছে। সেগুলোর মধ্যে একটি মর্দা চিতাবাঘ সেদিন ওই শিশুকে আক্রমণ করে।

তবে খেরকাটা গ্রামের ঘটনাটিতে এই এলাকা কিংবা সঙ্গিনী দখল ফ্যাক্টর নয় বলে বন দপ্তরের ধারণা। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, 'এখন চিতাবাঘের প্রজননের স্বাভাবিক সময় নয়। ওখানে গিয়ে এদিন শুনেছি, গ্রামে বেশ কয়েকদিন ধরে গৃহপালিত জীবজন্তুর ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল।'

গত জুলাই মাসে তোতাপাড়া চা বাগানের ঘাতক চিতাবাঘটি ধরতে একাধিক খাঁচা পাতা হলেও সেটি এখনও ধরা পড়েনি। এদিকে, তোতাপাড়া থেকে খেরকাটা গ্রামের দূরত্বও খুব একটা বেশি নয়, ২৫-৩০ কিমি। দুটো এলাকার মাঝে বয়ে গিয়েছে ডায়না নদী। ফলে সেই চিতাবাঘটিই খেরকাটাতে ঢুকল কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে।

ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'চিতাবাঘ হাতির মতো যাযাবর প্রাণী নয়। এক জায়গার চিতাবাঘকে আরেক জায়গায় ছেড়ে দেওয়ার পর ফের পুরোনো জায়গায় ফিরে আসার নজির অনেক রয়েছে। হাতি-মানুষ সংঘাত নিয়ে যতটা সচেতনতার কর্মসূচি চলে, চিতাবাঘ-মানুষ সংঘাত নিয়ে সেই সচেতনতায় এখনও খামতি রয়েছে বলে মনে করি।' আরেকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ডুয়ার্স জাগরণের কর্ণধার ভিক্টর বসু জানান, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে চিতাবাঘের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। প্রয়োজন রয়েছে লেপার্ড ম্যানেজমেন্ট পলিসির।

উত্তরের খোঁজে

- চিতাবাঘ কি মানুষখেকো হয়ে উঠল
- জুলাই মাসে তোতাপাড়ার ঘাতক চিতাবাঘটিই কি খেরকাটায় চলে এসেছে
- খেরকাটা গ্রামে সুশীলাকে আক্রমণের কারণ কী
- চিতাবাঘের স্বাভাবিক শিকারের সঙ্গে শিশুদের গুলিয়ে ফেলাতেই কি বিপদ

মঞ্চে মোদি-মমতার

প্রথম পাতার পর

একর জমি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দেয়।' ২০১৪ সালে রাজ্য সরকার এয়ার টারবাইন ফুয়েলে ভ্যাট শূন্য শতাংশ করে দেওয়ায় বাগডোগরায় বিমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও কৃতিত্ব দাবি করেন গৌতম। রাজ্য সরকার জমি দেওয়ায় যে বাগডোগরা বিমানবন্দর নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে তা নিজের বক্তব্যে স্বীকার করে নেন বিস্ট। কিন্তু জমির প্রশ্নে খোঁচা দিতে ছাড়েননি একদা তৃণমূলের নেতা বর্তমানে বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী হলে আরও প্রকল্প করবে কেন্দ্র। তাই অনুরোধ করছি জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সহযোগিতা করুক, তাহলে কোনও প্রকল্পই আটকে থাকবে না।'

সঞ্চালকরা যখনই গৌতমের নাম ঘোষণা করেছেন এবং মেয়র যখন নিজের বক্তব্য রাখছিলেন, বারবার দর্শকাসন থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠেছে। জয়ন্ত রায়, রাজু বিস্টরা হাতের ইশারায় ধ্বনি দিতে বারণ করলেও তাতে কর্ণপাত করেননি বিজেপি সমর্থক দর্শকরা। এ ব্যাপারে বিরক্তি বা ক্ষোভপ্রকাশ করেননি মেয়র। বরং নিজের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিয়েছেন বা উপেক্ষা করেছেন। এও এক অন্য গৌতম।

আজ বৈঠকে যোগ

প্রথম পাতার পর

নবান্নে বৈঠক করতে যেতে রাজি হলেও ডাক্তারদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল। দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য মঙ্গলবার থেকে চিকিৎসক ধর্মঘটকের ডাককে হুমকি বলে বর্ণনা করে বলেন, 'এই হুমকির মানে হল, আমাদের আবদার মানা না হলে আমরা মানুষ মারা শুরু করব। চিকিৎসা বন্ধ রাখা মানে তো মানুষ মারা।'

দেবাংশুর কথায়, 'আমি জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে মাওবাদীদের পার্থক্য দেখি না। মাওবাদীরা বলে, আমরা মানুষ মারি প্রতিবাদের জন্য। এঁরাও বলছেন, চিকিৎসা বন্ধ করে মানুষ মারবেন।' তৃণমূলের আরেক নেতা কুণাল ঘোষ দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'যে ডাক্তাররা জেলায় দু'-তিনদিন কাজ করে কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, ওষুধ কোম্পানির টাকায় বিদেশ ভ্রমণ করেন আর প্রেসক্রিপশনে দামি ওষুধ লেখেন তাঁদের ওপর নজর রাখুন। তাঁদের তালিকা করুন। যা প্রশাসনকে দেব।'

কুণালের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ জুনিয়ার ডাক্তাররা জবাব দেবেন না জানিয়েও তাঁদের প্রতিনিধি দেবাশিস বলেন, 'আমাদের আন্দোলন যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেখানে কুণাল ঘোষের মতো একজন অভদ্র মানুষের কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আমরা মনে করি না। তাঁকে আমরা আর ফুটেজ দিতে চাই না।' পালটা কুণাল এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'জবাব থাকলে তো দেবে।'

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার বিকেলে ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে মহাসমাবেশ হয়। যার পোশাকি নাম ছিল 'চিৎকার সমাবেশ'। বিকাল ৪টেয় উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজিয়ে সমাবেশের সূচনা হয়। অনশন মঞ্চের পাশে জুনিয়ার ডাক্তার থেকে সাধারণ মানুষ তাঁদের দাবিদাওয়া জানান। যদিও এই সমাবেশের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ভিড় নিয়ে কটাক্ষ করেন কুণাল।

মাদক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ রবিবার বিকেলে শহরের খাগড়া মাছমারা বস্তিতে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধারের পাশাপাশি নগদে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করে।

জেলার খেলা

সুপার লিগে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : রাজ্য খো খো সংস্থার পানু দত্ত মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মজুমদার, হেনা দত্ত মজুমদার ও অমলেশ পাল ট্রফি রাজ্য সাব-জুনিয়ার খো খো লিগে সুপার লিগে পৌঁছাল শিলিগুড়ি। রবিবার শিলিগুড়ির ছেলেরা ১২-৮ পয়েন্টে হুগলির খেয়ালি খেলাঘরকে হারিয়েছে। পরে ১৫-১ পয়েন্টে মুর্শিদাবাদের আহিরম হেমঙ্গিরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের বিভাগে শিলিগুড়ি ১৮-১০ পয়েন্টে খেয়ালির বিরুদ্ধে জয় পায়। পরে ১৬-১ পয়েন্টে আহিরমকে হারিয়েছে শিলিগুড়ি। সুপার লিগের ম্যাচগুলি নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রদর্শনী ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : গোট ফুটবল স্পোর্টস এরিনার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী ফুটবল রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। গোট স্পোর্টস এরিনায় আয়োজিত ম্যাচে অংশ নিয়েছিল শিলিগুড়ি টাইটান্স ও সিকিম টাইটান্স। ম্যাচটি ড্র হয়েছে। ম্যাচের সূচনা করেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। ম্যাচ শুরুর আগে দুই প্রাক্তন ফুটবলার বি সেরিং ভুটিয়া ও উরগেন লামাকে সংবর্ধনা দেন বাইচুং।

ব্রোঞ্জ দিবাকরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্সে রবিবার ব্রোঞ্জ পেয়েছে শিলিগুড়ির দিবাকর রায়। ইছাপুরের মেটাল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ৩ হাজার মিটার রেস ওয়াকিংয়ে তার পদকটি এসেছে।

ব্রোঞ্জ নিয়ে দিবাকর রায়।

দেরিতে আমন্ত্রণ

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : সমালোচনা শুরু হওয়ায় শিলান্যাস অনুষ্ঠানের ঘণ্টাখানেক আগে আমন্ত্রণ পেল পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নয়, পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয় দার্জিলিংয়ের সাংসদের অফিসের তরফে। রবিবার বিকেলে কাওয়াখালির মাঠে ছিল বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কাজের সূচনা। বেনারস থেকে ভার্চুয়ালি এটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বিমানবন্দর তৈরি হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন নতুন পথ দেখবে বলেই মনে করছে অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের দুটি সংগঠনই আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। যা নিয়েই সমালোচনার শুরু। বিষয়টি সাংসদ রাজু বিস্টের কানে গেলে তাঁর কার্যালয় থেকে ই-মেলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয় এইচএইচটিডিএন-কে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'এদিন ১১টা নাগাদ একটি ই-মেল পাই। হাতে সময় না থাকায় আমরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিনি। আগাম আমন্ত্রণ পেলে এমন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারতাম।' অন্যদিকে, রবিবার পর্যন্ত তাঁরা কোনও আমন্ত্রণ পাননি বলে জানালেন অপর এক পর্যটন সংস্থা ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী।

বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গৌতম দেব ও রাজু বিস্ট। ছবি : সূত্রধর

সম্প্রসারণের সূচনা

প্রথম পাতার পর

শালুগাড়া থেকে সেবক পর্যন্ত ফোর লেন রাস্তা এবং করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতুর ডিপিআর তৈরি হচ্ছে। ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের বিকল্প রাস্তা তৈরির ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৈরি হচ্ছে ফালাকাটা-ধূপগুড়ি বাইপাস। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। নতুন বাগডোগরা বিমানবন্দরের কথা মাথায় রেখেই সড়ক এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় নজর দেওয়া হয়েছে। রাজু বিস্ট বলছেন, 'চিকেন নেকের সুরক্ষা এবং উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দিকে নজর রেখেই একের পর এক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এখানকার মানুষ যে স্বপ্ন দেখেন, তা বাস্তব করা আমাদের দায়িত্ব।' ভবিষ্যতে কলকাতার ওপর নির্ভরতা কমবে জানিয়ে বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'রাজ্য সরকার জমি দিলে আরও প্রকল্প বাস্তবের মুখ দেখবে।' বাগডোগরা বিমানবন্দরের উন্নয়নে রাজ্য যে জমি দিয়েছে, তা মনে করিয়ে দেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, শিখা চট্টোপাধ্যায়, নীরজ জিম্বা প্রমুখ। যদিও পরবর্তীতে বিমান পরিষেবা সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ন্যায়ের দেবী সত্যিই চোখ খুলবেন কি

প্রথম পাতার পর

কিছুদিন আগে প্রয়াত হলেন প্রবীণ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক স্ট্যান স্বামী। বৃদ্ধ এই মানুষটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতর সেবাকার্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন বেশ কয়েক দশক। মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এই অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের নামে দুশো সত্তর দিন কারাগারে আটক রাখা হয় তাঁকে। বৃদ্ধ, অসুস্থ এই মানুষটি পার্কিনসনস ডিজিজে আক্রান্ত ছিলেন। একগ্লাস জলও নিজে ভরে খেতে পারতেন না। বারবার তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করেছে মুম্বইয়ের এনআইএ আদালত। শেষপর্যন্ত কারাগারেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিএন সাইবাবা এবং আরও কয়েকজনকে ২০১৭ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জেলা আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হয়ে যায় সাইবাবা এবং তাঁর সঙ্গীদের। সাইবাবা যে নব্বই শতাংশ শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম, সেই কথাকেও গুরুত্বই দিতে চায়নি নিম্ন আদালত। সাত বছর কারারুদ্ধ থাকার পর অনেক আইনি লড়াইয়ের শেষে সম্প্রতি সাইবাবাকে মুক্তি দিয়েছে মুম্বই হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেছে, সাইবাবা এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে পুলিশ ব্যর্থ। এইসব ঘটনাগুলি একটি সুতোয় গাঁথলে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সবের পিছনেই ন্যায় অপেক্ষা বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। আর এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণই রাজনৈতিক।

ন্যায়ের দেবীর দৃষ্টির স্বচ্ছতা কতখানি বজায় থাকবে তা নিয়ে সংশয় এই কারণেই আরও দৃঢ় হয় ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে। ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে দেখা যায়, গত দশ বছরে সরকার বিরোধীদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'দেশবিরোধী' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে জেলে ঢোকানো এবং বিনা বিচারে আটক রাখার প্রবণতা বেড়েছে। সেক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসনই চলছে দিনের পর দিন। বহু আদালতে এমন সব রায় হচ্ছে যেগুলি শাসককে খুশি করতে, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এর ওপর আছে ইউএপিএ। এই আইন প্রয়োগ করে আটক করার সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই এই আইনের অপপ্রয়োগ নিয়েও বিস্তর অভিযোগ। অভিযোগ উঠছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধীদের দমন করতে যথেচ্ছভাবে এই আইনের অপপ্রয়োগ করেছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারি তথ্যেই প্রকাশ ২০১৬ থেকে ২০২০-র মধ্যে ২৪,১৩৪ জনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-তে ৫,০২৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২১২ জনের সাজা হয়েছে। ৩৮৬ জনকে অভিযুক্ত করা গিয়েছে।

প্রশ্নটা এসব নিয়েই। গত দশ বছরে প্রশাসনের সর্বস্তরে কেন্দ্রের শাসকের যেরকম আগ্রাসী হস্তক্ষেপ দেখা গিয়েছে, প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে পরিচালনা করার যে প্রয়াস দেখা গিয়েছে, যে প্রয়াসের শিকার হয়েছে নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠান, সেই প্রবণতা বিচার ব্যবস্থাতেও উঁকিঝুঁকি মারছে। কখনো-কখনো তা উদগ্রভাবে প্রকাশিত। কর্মরত বিচারপতি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েই নেমে পড়ছেন গেরুয়া শিবিরের হয়ে ভোট লড়তে। বিচারপতি হিসেবে তিনি যেসব রায় দিয়েছিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ মামলায় তথ্যপ্রমাণ অপেক্ষা 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' আবেগের উপর আস্থা রাখছেন বেশি। অবসরের পর শাসকদলের রাজ্যসভার সদস্যপদ পেতে তাঁর অসুবিধাও হচ্ছে না। প্রতিটি আদালতে এক-একজন রঞ্জন গগৈয়ের উপস্থিতি যদি দেখা দিতে থাকে, তাহলে ন্যায়ের দেবীর দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকবে কি না সে সংশয় থেকেই যায়।

চন্দ্রচূড় ন্যায়ের দেবীর চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারেন। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার উপর শাসকের কুৎসিত হস্তক্ষেপ কি পুরোপুরি দূর করতে পারলেন? সে প্রশ্ন থেকেই গেল।

মাঠে ময়দানে

খেলায় আজ

১৯৪০ : জিওফ্রে বয়কটের জন্মদিন। ১০৮ টেস্ট খেলে ২২ শতরান সহ ইংল্যান্ডের এই ওপেনার ৮১১৪ রান করেন।

সেরা অফবিট খবর

আর একটু থাকো

সৌদি আরবের রিয়াধে সিক্স কিংস স্লাম প্রতিযোগিতায় রাফায়েল নাদালকে ৬-২, ৭-৬ গেমে হারিয়ে দেন নোভাক জকোভিচ। ম্যাচ শেষে বেশ কিছুক্ষণ নাদালকে জড়িয়ে ধরে থাকেন জকোভিচ। এরপর জকোভিচ তাঁর উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমাকে সবসময় শ্রদ্ধা করি। অসাধারণ খেলোয়াড়, অসাধারণ মানুষ। টেনিস ছেড়ে যেও না। আরও কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকো।'

ভাইরাল

পিচকে প্রণামে রাহুলের অবসর জল্পনা

রবিবার সকালে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট জয়ের পর রাচিন রবীন্দ্ররা সৌজন্য বিনিময় করছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে। সেই সময় হঠাৎ করেই লোকেশ রাহুলকে দেখা যায় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পিচ প্রণাম করতে। কর্ণাটকের ছেলে রাহুলের ঘরের মাঠ বেঙ্গালুরু। অতীতে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার সময় শচীন তেন্ডুলকারকেও দেখা গিয়েছিল বাইশ গজে প্রণাম করতে। এদিন রাহুলও একই কাজ করায় জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে তিনিও কি ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন?

সংখ্যায় চমক

৩

রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ঘরের মাঠে তৃতীয় টেস্টে হারল ভারত। চলতি শতাব্দীতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মহেন্দ্র সিং ধোনি অধিনায়ক হিসেবে দেশে তিনটি টেস্ট হেরেছেন। তবে রোহিত (১৪ টেস্ট) এক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছেন সৌরভ (২১ টেস্ট) ও ধোনিকে (৩০ টেস্ট)।

উত্তরের মুখ

রাজ্য স্কুল অ্যাথলেটিক্সে রবিবার সোনা পেয়েছে জলপাইগুড়ির অনুষ্কা কর। ইছাপুরের মেটাল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড় থেকে তার পদক এসেছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে দেশের মাটিতে সবচেয়ে বেশি টেস্টে কে হেরেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. গ্যারি লিনেকার,
২. কোনেরু হাম্পি।

সঠিক উত্তরদাতারা

দেবাদৃত লাহিড়ি, সায়ন দে, সপ্তদীপ সরকার, লাবণ্য কুণ্ডু।

কিউয়িদের ইতিহাসে বিদ্ধ ভারত

ভারত-৪৬ ও ৪৬২
নিউজিল্যান্ড-৪০২ ও ১১০/২

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ম্যাচ সবে শেষ।

ভারতীয় সাজঘরের ব্যালকনিতে ছোটখাটো বৈঠক। হেডকোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার।

গুরুগম্ভীর আলোচনা। হতাশার মঞ্চেই হয়তো প্রত্যাবর্তনের নীলনকশা তৈরির সলতে পাকানো।

কিছুক্ষণ পর মাঠের মাঝখানে একেবারে সেন্টার পিচে ব্যাট নিয়ে উপস্থিত শুভমান গিল। ঘাড়ের চোটের জন্য এই টেস্টে খেলতে পারেননি। তবে ২৪ অক্টোবর শুরু পুনে টেস্টের দ্বৈরথে নামার জন্য তিনি যে প্রস্তুত, তা পরিষ্কার।

গিলের সঙ্গে অনুশীলনে উপস্থিত মায়াঙ্ক যাদবও। শেষ দুই টেস্টের জন্য দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে স্পিন-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকেও। গম্ভীর-রোহিতদের পরবর্তী ভাবনায় কি মায়াঙ্ক, সুন্দররা? উত্তর সময়ের হাতে। তবে বেঙ্গালুরুর বিপর্যয় কাটিয়ে প্রত্যাঘাতে অনেক ঘষামাজা, অনেক ফাঁকফোকর পূরণ প্রয়োজন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

কিউয়ি পেস-ত্রয়ীর ধাক্কায় ৪৬-র লজ্জায় যেমন কালিমালিপ্ত হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট, তেমনই সরফরাজ খান, ঋষভদের মরিয়া প্রয়াসে রয়েছে আশার কিরণও। মন্দ-ভালোর দুইয়ের স্বাদ নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ।

জিততে হলে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১০৭। রবিবাসরীয় টক্করে এদিন রাশ আলগা হতে দেননি কিউয়ি ব্যাটাররা। বৃষ্টির কারণে খেলা দেরিতে শুরু হয়। নতুন বল আর মেঘলা আবহাওয়ায় একটা ক্ষীণ আশা তৈরি হয়েছিল জসপ্রীত বুমরাহর সৌজন্যে। স্কোরবোর্ডে রান ওঠার আগে দিনের দ্বিতীয় বলেই কিউয়ি অধিনায়ক টম ল্যাথাম (০) আউট। ডেভন কনওয়েকেও (১৭) ফেরান বুমরাহ (২৯/২)।

ব্যাস, ওইটুকুই। ৩৫/২ থেকে অঘটনের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেন উইল ইয়ং (৪৮), রাচিন রবীন্দ্র (৩৯)। অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় উইকেটে ৭৫ রানের যুগলবন্দিতে তৈরি নয়া ইতিহাস। ১৯৮৮ সালের পর ২০২৪, ৩৬ বছর প্রতীক্ষার পর ভারতের মাটিতে ভারত-বধ।

গতকাল আশা জাগিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া হয় ভারতের। সরফরাজ, ঋষভের দুরন্ত লড়াইয়ের পর ৪০৮/৩ থেকে ৪৬২ রানে গুটিয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া। ২০০১ সালের ইডেন গার্ডেন্স স্মৃতি ফেরানোর সুযোগ মাঠে ফেলে আসেন লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজারা।

পুনরাবৃত্তি হয়নি ২০০৪ সালে ঠিক ১০৭ রানের টার্গেট দিয়ে অস্ট্রেলিয়া-বধের স্মৃতি। সেদিন হরভজন সিং, মুরলী কার্তিকের স্পিন মায়াজালে শক্তিশালী রিকি পন্টিং ব্রিগেড ৯৩ রানে গুটিয়ে যায়। বুমরাহকে বাদ দিলে এদিন হর-কার্তিক হওয়ার মুনশিয়ানা দেখাতে পারেননি আর কোনও বোলার।

নিট ফল, ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রঙিন শুরু টম ল্যাথামের। ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ী পূর্বসূরিদের এলিট তালিকায় পা রাখা। প্রথম ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দেওয়া ১৩৪ রানের সুবাদে ম্যাচের সেরা বেঙ্গালুরুর 'ঘরের ছেলে' রাচিন।

রাচিনের বাবার জন্ম বেঙ্গালুরুতে। ঠাকুরদা, আত্মীয়স্বজন সবই থাকে এখানে। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিতে আগেভাগে চলে এসেছিলেন। পরিশ্রমের পুরস্কার-ঐতিহাসিক ভারত-বধে কিউয়ি-কান্ডারি হয়ে ওঠা। দেখিয়ে দেন বিশ্বসেরা ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডকে কীভাবে সামলাতে হয়।

চিন্তার জায়গা পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে জেনুইন পেস ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং। দুইদিন ঢাকা পিচ, মেঘলা আবহাওয়ায় ম্যাচের শুরুটা হয়েছিল ৪৬-এর বিপর্যয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬২ করলেও দ্বিতীয় নতুন বলে মেঘলা আবহাওয়ায় শেষ সাত উইকেট পড়ে মাত্র ৫৪ রানে।

দীর্ঘকায় উইলিয়াম ও'রৌরকের বাড়তি বাউন্স,

৩৬ বছর পর ভারতে নিউজিল্যান্ডকে টেস্ট জিতিয়ে ফিরছেন রাচিন রবীন্দ্র ও উইল ইয়ং।

'হিট দ্য ডেক' স্ট্র্যাটেজিতে রীতিমতো ঠকঠকানি। মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, প্যাট কামিন্সদের যা রসদ জোগাবে। চিন্তা বাড়তে বাধ্য গম্ভীরদের।

অজি সফর নয়, ভারতীয় থিংকট্যাংকের ভাবনায় আপাতত সিরিজ বাঁচানো। পুনে এবং মুম্বই, পরের দুই টেস্ট জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। ১৯৮৮ সালে কিউয়িদের কাছে টেস্টে হারলেও শেষপর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে ভারতই। এদিন ম্যাচ শেষে সেই আত্মবিশ্বাসের ছাপ রোহিতের কথাতেও।

বেঙ্গালুরু বিপর্যয়ে উঁকি মারছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক। ঐতিহাসিক জয়ের সুবাদে নিউজিল্যান্ড (৪৪.৪৪) চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। ভারত (৭৪.২৪ শতাংশ জয়) শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও সামনের সাত টেস্টে অনেক হিসেব গুলিয়ে যেতে পারে। কারণ, চলতি সিরিজে দুটি টেস্টের পর কঠিন অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের চ্যালেঞ্জ রয়েছে রোহিতদের জন্য।

নজরে পরিসংখ্যান

৩ ভারতে ৩৭টি টেস্ট খেলে তৃতীয় জয় পেল নিউজিল্যান্ড। আগের দুইটি এসেছিল ১৯৬৯ (নাগপুর) ও ১৯৮৮ (মুম্বই) সালে।

২ ঘরের মাঠে গত ২০ বছরে দ্বিতীয়বার একই বছরে একের বেশি টেস্ট হারল ভারত। চলতি বছরে বেঙ্গালুরু টেস্টের আগে জানুয়ারিতে হায়দরাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ২০১২ সালে শেষবার ভারত টানা দুইটি টেস্ট হেরেছিল।

২৪ ভারতে ২৪ বছর পর কোনও সফরকারী দল টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ১০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জিতল। শেষবার ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। মাঝের সময়ে ৩২-এর মধ্যে ২৩ বার ভারত ১০০ বা তার বেশি রান সফলভাবে ডিফেন্ড করেছে। বাকি নয়টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

৪.৮৩ বেঙ্গালুরু টেস্টে ভারতীয় স্পিনারদের ইকোনমি রেট। ৩০০ বা তার বেশি বল করার ক্ষেত্রে যা ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক। ঘরের মাঠে এর আগে ভারতীয় স্পিনারদের সবচেয়ে বেশি ইকোনমি (৪.৫৩) ছিল চলতি বছরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভাইজাগ টেস্টে।

৪.৯৩ বেঙ্গালুরু টেস্টে দুই দলের স্পিনারদের মিলিত ইকোনমি রেট। যা টেস্টে ৬০০ বা তার বেশি বলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক।

২০০৫ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ২০০৫ সালের পর টেস্ট হারল ভারত। মাঝের সময়ে টিম ইন্ডিয়া চিন্নাস্বামীতে আটটি টেস্ট খেলে পাঁচটিতে জয় পেয়েছে। ড্র তিনটি। নিউজিল্যান্ড চিন্নাস্বামীতে চতুর্থ ম্যাচে প্রথম জয় পেল।

তিন ঘণ্টায় বিচার হয় না : রোহিত

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ৪৬ রানে অল আউটের লজ্জা। ঘরের মাঠে ৩৬ বছর পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের ধাক্কা। মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লিগ টেবিল নিয়েও অশনিসংকেত।

রোহিত শর্মার সংসারে আপাতত কিছুই ঠিকমতো চলছে না। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে হারের পরই হতাশার ছবি চারিদিকে। যদিও সেই হতাশাকে পাত্তা দিতে চাইছেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আজ বেঙ্গালুরু টেস্টের শেষদিনে অঘটনের আশা করেছিলেন অনেকেই। বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার সর্বাধিনায়ক রোহিত জানিয়ে দিয়েছেন, ৪৬ অল আউটের ওই তিন ঘণ্টা দিয়ে ভারতীয় দলের চরিত্র ব্যাখ্যা হয় না। অতীতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও প্রথম টেস্ট হারের পর বাকি সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারও তেমন কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছেন হিটম্যান। রোহিতের কথায়, 'এই ম্যাচ নিয়ে আর ভাবতেই চাই না। ওই তিন ঘণ্টা দিয়ে ভারতীয় দলের চরিত্র বিচারও হয় না। ম্যাচ হারলেও আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে ফিরে আসার প্রবল চেষ্টা করেছিলাম। হতে পারে, আমরা পরাজিতর দলে। কিন্তু এই ম্যাচ থেকে আমাদের প্রাপ্তিও কম নয়।'

পিচ বুঝতে ভুল হয়েছিল। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্তও সঠিক ছিল না। সঙ্গে রয়েছে ৪৬ অলআউটের লজ্জাও। ভারত অধিনায়ক টসের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর 'ভুল' স্বীকার করে নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর সতীর্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। হিটম্যানের কথায়, 'আমরা ভাবিনি যে ৪৬ রানে অলআউট হয়ে যাব। আসলে ক্রিকেটে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত এমন ঘটনা ঘটে। আপাতত আমরা বেঙ্গালুরু টেস্টকে পিছনে ফেলে সামনে তাকাতে চাই। অতীতে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারের পরও সিরিজ জিতেছি আমরা। এবারও তেমন কিছুর পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' কীভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে পুনেতে দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করবে টিম ইন্ডিয়া, তার রূপরেখাও মিলেছে রোহিতের কথায়। ভারত অধিনায়কের যুক্তি, 'আমাদের শান্ত থাকতে হবে। অতীত নিয়ে বেশি ভাবলে চলবে না। ভয়ের কোনও বার্তা ছড়ালেও চলবে না। বরং বেশি করে বেঙ্গালুরু টেস্টের পজিটিভ দিক নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের।'

পজিটিভ সেই দিকগুলো কী? রোহিতের কথায় স্পষ্ট হয়েছে তিনি সরফরাজ খানের দুর্দান্ত শতরানের পাশে ঋষভ পন্থের ছন্দের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রোহিতের কথায়, 'শুরুতে চাপে পড়েও সতীর্থরা যেভাবে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল, তা দেখে আমি গর্বিত। বিশেষ করে সরফরাজ ও ঋষভের কথা আলাদাভাবে বলতেই হবে।' হাঁটুর চোটের কারণে আজ ম্যাচের শেষ দিনে উইকেটকিপিং করতে দেখা যায়নি ঋষভকে। টিম ইন্ডিয়ার বিস্ময় প্রতিভাকে নিয়ে সতর্কতার কথা জানিয়ে অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ঋষভ। ওর হাঁটুতে বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারও হয়েছে। সেই জায়গাতেই চোট রয়েছে। ফলে ঋষভকে নিয়ে আমাদের বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। ওর মতো ক্রিকেটারকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায় না।'

যাঁর চোট নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে, সেই ঋষভ বেঙ্গালুরু টেস্ট হারের পর সমাজমাধ্যমে তাঁর মনের কথা শুনিয়েছেন। যার মধ্যে স্পষ্ট বার্তা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর। টিম ইন্ডিয়া পুনেতে দ্বিতীয় টেস্টেই ঘুরে দাঁড়াবে, এমন মন্তব্য করে ঋষভ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'এই ম্যাচ তোমার শক্তির পরীক্ষা নেবে। কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর সেখান থেকেই আগামীর লক্ষ্যে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সমর্থকদের ভালোবাসা নিয়ে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব।'

ঋষভকে নিয়ে সতর্কতা

হতাশা নিয়ে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ছাড়ছে ভারতীয় দল। রবিবার।

নেটে বোলিং শুরু সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৩৬ বছর পর টেস্ট হারের যন্ত্রণায় বিদ্ধ টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে অল আউটের ধাক্কার পাশে টেস্ট হার নিশ্চিতভাবেই মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে ভারতীয় দলের জন্য অশনিসংকেত।

এমন হতাশজনক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় দলের জন্য এসেছে সুখবরও। সৌজন্যে মহম্মদ সামি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের ঘণ্টাখানেক পর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইশ গজে কালো টি-শার্ট পরে বল হাতে হাজির হন সামি। দীর্ঘসময় বল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পুরো রানআপেই বোলিং করেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার ও চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ওঠা শুভমান গিলকে বোলিং করেন সামি। তাঁর বোলিংয়ের সামনে শুভমানদের অস্বস্তিতে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

যদিও ভারতীয় দলের নেটে সামির বোলিংয়ের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তিনি কি ফিট? সামি কি পারবেন অস্ট্রেলিয়া সফরের চ্যালেঞ্জ ও ধকল নিতে? সন্ধ্যার দিকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির একটি সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, সামি প্রায় ফিট। এই তথ্য রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীররাও জানেন। আর সেই কারণেই আজ তাঁকে চিন্নাস্বামী টেস্ট শেষের পর নেটে বোলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। আপাতত ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিয়ো ও চিকিৎসকদের সঙ্গে সামির ফিটনেসের ব্যাপারে আলোচনা চালাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, প্রায় ফিট হয়ে ওঠা সামিকে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পাঁচ টেস্টের সিরিজে নিয়ে যেতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ২২ নভেম্বর পারথে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। সামি যদি ফিটনেসের কারণে প্রথম টেস্টে খেলতে নাও পারেন, তাহলে বাকি সিরিজের জন্য তাঁকে স্কোয়াডে রেখে দল ঘোষণার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

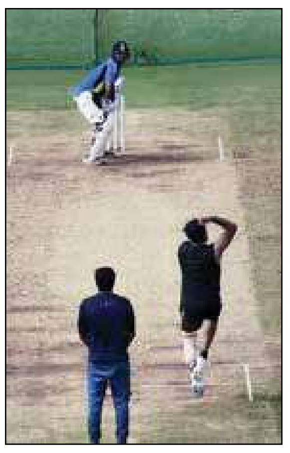

বোলিং অনুশীলনে মহম্মদ সামি।

খটকা একটাই, ফের যদি সামির কোনও চোট লাগে। আসলে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকেই চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকা সামি নিজেও মাঠে ফিরতে মরিয়া। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও তাঁকে চাইছে। এখন দেখার, অনুশীলন ম্যাচ ছাড়াই সামি টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে ঢুকে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে ওঠেন কি না। সেই সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

বাংলা বনাম বিহার রনজি

বৃষ্টি নেই, তবু ভেস্তে গেল তৃতীয় দিন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : হতাশার চেনা ছবি চারিদিকে! সকাল থেকেই আকাশে ঝলমলে রোদ। মাঝে কিছু সময়ের সঙ্গে মেঘ-রোদের লুকোচুরিও চলল। বৃষ্টির দেখা মেলেনি। তবু কল্যাণীর মাঠে বাংলা বনাম বিহার রনজি ট্রফি ম্যাচের তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করা গেল না। সারাদিনে বার তিনেক মাঠ পর্যবেক্ষণের পর দুপুর আড়াইটে নাগাদ তৃতীয় দিনের খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে দিলেন আম্পায়াররা। নিট ফল, বাংলা দলের অন্দরে ক্ষোভ, হতাশা আরও তীব্র হল। কাল ম্যাচের শেষদিন যদি খেলা শুরুও হয়, তাহলে বাংলা দল এক পয়েন্টের বেশি পাচ্ছে না কোনওভাবেই। আর কাল শেষদিনেও এক বল খেলা না হলেও সেই এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে টিম বাংলাকে।

কেউ বলছেন, সিএবি-র অপদার্থতা। কারও মতে, বাংলা ক্রিকেট সংসারে যে পরিমাণ রাজনীতির চোরাস্রোত বইছে, সেটা ক্রিকেটের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বাংলার ক্রিকেটে। তাছাড়া কল্যাণীর মাঠে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো যে বড় সমস্যা, কারও অজানা নয়। তারই ফল ভুগতে হচ্ছে বাংলা দলকে। গতকাল সকালের পর কলকাতা থেকে কল্যাণী, কোথাও বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তারপরও কেন খেলা শুরু হল না? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, প্রথম দিনের বৃষ্টি আর দ্বিতীয় দিন ভোরের দিকের বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভিজে। যে কারণে ম্যাচ শুরুর জন্য ঝুঁকি নিতে পারেননি আম্পায়াররা।

মিরপুরে সাকিবের সমর্থকদের মারধর

এখনও খেলার সুযোগ রয়েছে : নাজমুল

ঢাকা, ২০ অক্টোবর : ইচ্ছে ছিল দেশের মাটিতে বিদায়ি টেস্ট খেলার।

আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শুরু মিরপুর টেস্টে শেষবার দেশের হয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে নামবেন। যদিও সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না সাকিব আল হাসানের।

সরকারের তরফে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও দেশে ফিরতে নিষেধ করা হয় সাকিবকে। ফলে বিদায়ি টেস্ট খেলার জন্য দেশে ফেরার পরিকল্পনা বদলান সাকিব। প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাকিব সমর্থকরা সোচ্চার হয়েছে। সমান তালে চলছে সাকিবের বিরোধিতাও।

রবিবার মিরপুর স্টেডিয়ামের বাইরে দুই পক্ষের মধ্যে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ লেগে যাবে। প্রিয় ক্রিকেটারের সমর্থনে প্রচুর সমর্থক সকাল থেকে স্টেডিয়াম চত্বরে হাজির হন। হাতে বিভিন্নরকম ফেস্টুন নিয়ে সাকিবের হয়ে স্লোগানও দেন তারা।

সাংবাদিকদের সামনে সাকিবের সমর্থনে নিজেদের দাবিও জানান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি ফারুক আহমেদের পদত্যাগের দাবি করা হয়। শান্তিপূর্ণ যে অবস্থানে প্রথমে নিরাপত্তারক্ষীরাও হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু বিপত্তির শুরু সাকিব-বিরোধী একদল সেখানে এসে সাকিব-সমর্থকদের মারধর করতে আরম্ভ করে। বেশ কয়েকজন আঘাত পান।

বিরোধীদের মারের ধাক্কা প্রথমে ছত্রখান হয়ে গেলে পরে ফের স্টেডিয়াম চত্বরে ফিরে আসে সাকিবের সমর্থকরা। আবারও তারকা প্রিয় তারকাকে দেশের মাটিতে খেলানোর দাবি তোলেন। তখন নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের সরিয়ে দেয়। দেশবিরোধী স্লোগানের জন্য একজন সাকিব-সমর্থককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

বাইরে যখন তুলকালাম পরিস্থিতি, তখন স্টেডিয়ামের ভিতরে প্রস্তুতি সারছে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘটনার পর স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানান আয়োজকরা।

'সাকিবিয়ান' ব্যানারে ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারি থেকেও নিজেদের দাবি জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে সাকিব-ভক্তরা। উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা অমূলক নয়।

এদিকে, সাকিব-বিতর্কে সিনিয়ার সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। দাবি করেন, সাকিবভাই এখনও অবসর নেননি। দেশে বিদায়ি টেস্ট খেলতে চেয়েছেন। আশাবাদী, সেই সুযোগ ঠিক পাবেন সাকিবভাই।

প্রাক সিরিজ সাংবাদিক সম্মেলনে নাজমুল পরিষ্কার বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার সাকিব। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বসেরাদের অন্যতম। ওর জন্য বিশেষ বিদায়ি পরিকল্পনা ছিল। দুর্ভাগ্য সেটা হচ্ছে না। আমি এবং দলের বাকিরা মনে করে, সাকিবভাইয়ের বিদায়ি সংবর্ধনা বাতিল হয়নি, স্থগিত হয়েছে মাত্র। আগামী দিনে ঠিক সুযোগ আসবে।'

> বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার সাকিব। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বসেরাদের অন্যতম। ওর জন্য বিশেষ বিদায়ি পরিকল্পনা ছিল। দুর্ভাগ্য সেটা হচ্ছে না। আমি এবং দলের বাকিরা মনে করে, সাকিবভাইয়ের বিদায়ি সংবর্ধনা বাতিল হয়নি, স্থগিত হয়েছে মাত্র। আগামী দিনে ঠিক সুযোগ আসবে।
>
> **নাজমুল হোসেন শান্ত**

মিরপুর স্টেডিয়ামের বাইরে সাকিব আল হাসানের সমর্থকদের মারধর করছে বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়কের বিরোধীরা। রবিবার।

টি২০ বিশ্বকাপ জয় কিউয়িদের

দুবাই, ২০ অক্টোবর : প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল নিউজিল্যান্ড। পুরুষদের পর একই বছরে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালেও হেরে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার কিউয়িদের জয় এল ৩২ রানে। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে ১৫৮ রান করে। অ্যামেলিয়া কের ৪৩, ব্রুক হ্যালিডে ৩৮ ও সুজি বেটস ৩২ রান রেখে এসেছেন। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১২৬ রানে আটকে যায়। অধিনায়ক লরা উলভারডট (৩৩) ছাড়া তাদের কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অ্যামেলিয়া ২৪ ও রোজমেরি মেইর ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

সেমিতে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। কোয়ার্টার ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ৯৬ রানে হারায় কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির দল। ১১ বছর পর প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছে আবেগে ভাসছে বঙ্গ ক্রিকেট সংসার। প্রথমে বাংলা দল করেছিল ২৬৯/৯। চন্দ্রহাস দাস ৮২ রান করেন। জবাবে মহারাষ্ট্র ৪১ ওভারে ১৭৩ রানে অল আউট হয়। বিশাল ভাটি ২৩ রানে নেন ৪ উইকেটে।

রোহিতের 'উপহার' কাজে লাগিয়েই জয়!

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ভারতের টেস্ট হারের ক্ষতে নুন ছেটালেন টম ল্যাথাম। কিউয়ি অধিনায়কের দাবি, টসে জিতে রোহিত শর্মার ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্তকে কাজে লাগানো জয়ের অন্যতম কারণ।

রোহিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন ভারত অধিনায়কও। এদিন যা নিয়ে খোঁচা কিউয়ি শিবিরের। ম্যাচের পর ল্যাথাম ঘুরিয়ে বলে দিলেন, জয়ের অন্যতম কারণ, ব্যাটিং সাফল্য এবং টসে হার। এমন টসে হারাটা সত্যিই ভালো দলের জন্য!

ল্যাথাম আরও বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে বোলাররা ধারাবাহিকভাবে ঠিক জায়গায় বল রেখেছে। সুফল পেয়েছে দল। জানতাম, দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রয়াস চালাবে ভারত। ওদের ব্যাটিং অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন বলটা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছে বোলাররা। যা আমাদের কাজ সহজ করে দেয়।'

ম্যাচ জিতে খোঁচা ল্যাথামের

একটা সময় মনে হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের সামনে অনেক বড় টার্গেট অপেক্ষা করছে। যদিও সরফরাজ খান, ঋষভ পন্থদের প্রচেষ্টার পরও মাত্র ১০৭ রানের জয় লক্ষ্য দাঁড়ায় কিউয়িদের। ল্যাথামও মানছেন, ম্যাচ একসময় জমে গিয়েছিল। খুশি শেষপর্যন্ত লক্ষ্যটা বড় হয়নি। কৃতিত্ব অনেকাংশে প্রাপ্য দীর্ঘকায় পেসার উইলিয়াম ও'রৌরকের। ল্যাথামের মতে, খুব ভালোভাবে পিচ ব্যবহার করার পুরস্কার পেয়েছে। নেটেও রৌরকের বল সামলাতে তারাও হিমসিম খান।

ম্যাচের সেরা রাচিন রবীন্দ্রর মুখে কঠোর পরিশ্রমের কথা। বলেছেন, 'ফর্ম, প্রস্তুতির মিলিত প্রয়াসের ফল এই সাফল্য। কী করতে হবে, অনেকদিন আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমাকে যা সাহায্য করেছে। উপমহাদেশীয় সফরে হাফডজন টেস্টের চ্যালেঞ্জ (শ্রীলঙ্কায় ২টি, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১টি এবং ভারত সিরিজে ৩টি)। এর জন্য সঠিক প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটাই করেছিলাম। ফল পেলাম।'

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের সদস্য। প্রস্তুতির জন্য বেছে নিয়েছিলেন চেন্নাইকে। রাচিন বলেও দিলেন, লাল, কালো- বিভিন্ন ধরনের পিচে প্র্যাকটিস করেছেন ভারত সিরিজের কথা মাথায় রেখে। সুপার কিংসের অ্যাকাডেমির বিশ্বমানের পরিকাঠামো তাকে সাহায্য করেছে। যার জন্য কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন, প্র্যাকটিসে সহায়তা করা সমস্ত নেট বোলার, সতীর্থদের।

ব্যারেটোর সঙ্গে তুলনা শুনে সম্মানিত স্টুয়ার্ট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : দলের সঙ্গে সবসময় থাকা এক কর্মী ম্যাচের পর বলছিলেন, 'আজ দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) গোল পেয়ে গেল তো। এবার দেখবেন ও কী খেলে!'

ডার্বি মানেই দিমি। সেই গত মরশুম থেকেই। তাই সত্তর মিনিটের পর মাঠে নেমে ম্যাচের শেষদিকে গোল পেতেই স্পটকিকের জায়গায় বল বসিয়ে এগিয়ে গেলেন অজি অ্যাটাকি মিডিয়ো। তাঁকে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে উৎসাহ দেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। একদম সঠিক পারিবারিক মেলবন্ধনের ছবি যেন। গোল পেলেন ছন্দে না থাকা দিমি। তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন সতীর্থরা। তবু পুরোপুরি নিজের সেরা ছন্দে না ফিরতে পেরেই যেন খুশি নন দিমি নিজে। সংবাদমাধ্যমকে

ডার্বিতে গোল পেয়ে উচ্ছ্বসিত জেমি

এড়িয়ে যাওয়াতেই সেটা পরিষ্কার। নিজের সেরা ছন্দে আসার জন্য খাটছেন এটাতেই অবশ্য খুশি কোচ থেকে ম্যানেজমেন্ট। অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলছিলেন, 'এখন সব ফুটবলার নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে খেলছে এটাতেই ফল পাচ্ছি আমরা।' জেমি ম্যাকলারেনের গোল পাওয়া যে অজি তারকাকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে সেকথাও বলছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অধিনায়ক, 'ডার্বিতে গোল পাওয়া জেমিকে আরও আত্মবিশ্বাসী করবে। নিশ্চয় ওর অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ হয়ে থাকবে এটা। কারণ এখানে এটাই ওর প্রথম ডার্বি। আশা করি, ও আরও গোল পাবে।' তিনি সমর্থকদের ডার্বির এই জয় উৎসর্গ করেন।

এবারই প্রথম কলকাতা ডার্বি খেললেন স্টুয়ার্ট। গ্যালারিতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সামনে শুধু বিচারকদের বিচারে নন, আক্ষরিকঅর্থেই ম্যাচের সেরা হয়ে উচ্ছ্বসিত এই স্কটিশ। তবে এখনও দলের অনেক উন্নতি করতে হবে জানাতে ভুলছেন না গ্রেগ, 'ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচে দুই গোলে আধিপত্য রেখে জয়, নিশ্চিতভাবেই আমাদের খুশি হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু এটা সত্যি যে সমর্থকরা আমার খেলায় আদৌ খুশি হবেন কিনা। বা মরশুম শেষে আমি ব্যারেটোর মতো পারফরমেন্স করতে পারব কিনা। তবে ক্লাবের এই কিংবদন্তির সঙ্গে আমার নাম বলা হয়েছে এতেই আমি সম্মানিতবোধ করছি। এর প্রতিদান দেওয়া চেষ্টা করব।' পরপর দুই ডার্বিতে গোল জেমি ম্যাকলারেনের। তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে গেলেন, 'আমি গোল

সবুজ-মেরুনের জয়ের দুই কারিগর গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও জেমি ম্যাকলারেন। - ডি মণ্ডল

আমরা যত সুযোগ পেয়েছি তাতে গোলসংখ্যা বাড়া উচিত ছিল। প্রতিপক্ষ বক্সে আমাদের আরও নিখুঁত হতে হবে।' মরশুমের শেষে তাঁর নাম হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে, ম্যাচ শেষে একথা বলে যান বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। এমনটা শুনে যেন খানিক লজ্জাই পেলেন স্টুয়ার্ট। বললেন, 'আমি সত্যিই জানি না, মরশুমটা আমি কতটা সফলভাবে শেষ করতে পারব। পেয়েছি তার জন্য খুশি তো বটেই তবে বেশি ভালো লাগছে দলের ডার্বি জেতায়। আসলে আমাদের দলটা অসাধারণ। প্রত্যেকে ভালো খেলেছে।'

প্রথমদিকের নড়বড়ে ভাব কাটিয়ে মোহনবাগান এখন আবার পুরোনো ছন্দে। তাই সমর্থকরাও মনে করছেন, এই ডার্বি থেকেই হয়তো চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় শুরু হল তাঁদের প্রিয় দলের।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে বিনো জর্জের সঙ্গে অস্কার ব্রুজোঁ।

দায়িত্ব নিয়ে নতুন শপথ অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : পরের বড় ম্যাচের আগে লাল-হলুদ ব্রিগেডকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সমসাময়িক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার শপথ অস্কার ব্রুজোঁর।

শনিবার প্রথমবারের জন্য ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে দাঁড়িয়েই দলকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে দেখেছেন। রবিবার সকালেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন লাল-হলুদের নতুন স্প্যানিশ কোচ। অনুশীলন শেষে ক্লাব শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে সারলেন দীর্ঘ বৈঠক।

শনিবার ম্যাচ শেষেই অস্কার বলেছেন, 'দলের মানসিকতায় বদল আনা দরকার।' রবিবার মাঠে নেমে সবার আগে সেই কাজটাই করলেন। টানা সাত ম্যাচ হারে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে অস্কারকে বলতে শোনা গেল, 'আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দল। আমাদের ভালো খেলতে হবে। জানি সেটা আমরা পারবও।' এরপর বড় ম্যাচে প্রথম একাদশে খেলা ফুটবলাররা শুধু রিহ্যাব করেন। বাকিদের অবশ্য অনুশীলন চলল দুই ঘণ্টার কাছাকাছি। প্রথম দিনেই হিজাজি মাহের, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, জিকসন সিংদের কালঘাম ছোটালেন অস্কার। পরে তার

প্রথম অনুশীলনে ভোকাল টনিক

কারণও ব্যাখ্যা করেন। বলেছেন, 'ফুটবলারদের ইনটেন্সিটি বাড়াতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করানো।' প্রথম দিনের অনুশীলনে তিনিও বেশ খুশি। অস্কারের আশা, তিনি কী চাইছেন, কী করতে হবে, ফুটবলাররা বুঝতে পেরেছে।

মঙ্গলবার ফের ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ লাল-হলুদের। তারপর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। পরপর ম্যাচ খেলতে হবে। হাতে সময়ও কম। কাজটা কঠিন। বাস্তবের মাটিতে পা রেখেই অস্কার বলেছেন, 'ওডিশা ম্যাচ থেকেই একটু একটু করে দলটাকে ভালো ফুটবল খেলার জন্য তৈরি হতে হবে।' মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দলের খেলায় তিনি যে একেবারেই খুশি হতে পারেননি তা মনে করিয়ে দিয়ে অস্কারের সংযোজন, 'সবদিক থেকে মোহনবাগান এগিয়েছিল। অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই। কার ভুল ছিল, কী কারণে হয়েছে তা নিয়েও কোনও কথা বলতে চাই না। পরের ডার্বিতে মোহনবাগানের সঙ্গে আমাদের এই পার্থক্যটা যেন না থাকে। সেটাই চেষ্টা করব।'

এদিকে, এদিন অনুশীলন শেষে ফুটবলাররা টিম হোটেলে ফিরলেও বিনো জর্জকে সঙ্গে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক বৈঠক করেন ব্রুজোঁ। ছিলেন দলের সিটিও অময় ঘোষালও। সেখানে দলে নতুন বিদেশি নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি এদিন অনুশীলনে দেখা যায়নি কার্লেস কোয়াদ্রাতের সহকারী হিসাবে কাজ করা দিমাস দেলগাডোকে। তাঁকেও সিনিয়ার দলের সহকারী কোচের পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে বলে খবর।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জয়ের নায়ক জন স্টোনসকে অভিনন্দন ফিল ফোডেনের।

পেপের দল ৩১ ম্যাচ অপরাজিত

লন্ডন, ২০ অক্টোবর : তারকায় ভরা দল। ফলে একজন না পারলে অন্যজন উতরে দেয়। গত কয়েক মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সাফল্যের মূল রহস্য এটাই। রবিবারই যেমন সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দিনটা একেবারেই ভালো গেল না। কিন্তু ত্রাতা হয়ে উঠলেন ডিফেন্ডার জন স্টোনস। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে হারাল সিটি। এর ফলে ইপিএলে টানা ৩১ ম্যাচে অপরাজিত থাকল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড।

অন্যান্য দলগুলির মতো সিটির অন্দরেও চোট-আঘাত সমস্যা রয়েছে সিটির। কিন্তু চ্যাম্পিয়নদের ক্ষেত্রে এসব কখনও কোনও সমস্যা হয় না। ফলে রবিবারও শুরু থেকে পজেশন নির্ভর আক্রমণাত্মক ফুটবলে মন দিয়েছিল সিটি। কিন্তু ৭ মিনিটে সিটি ও তাদের সমর্থকদের বড়সড়ো ধাক্কা দেয় উলভস। নেলসন সেমেডোর পাস থেকে জোরগেন স্ট্র্যান্ড লারসেনের গোলে পিছিয়ে পড়ে সিটি। কয়েক মিনিট বাদে সেমেডো স্কোরশিটে নাম তোলার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথম আধ ঘণ্টা পর থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে পুরোপুরি নিয়ে নেয় সিটি।

৩৩ মিনিটে ১-১ করেন জসকো ভার্ডিওল। আপফ্রন্টে হাল্যান্ড নির্বিষ থাকায় উলভসের আঁটোসাঁটো ডিফেন্সের সামনে ইকায় গুন্দোগান, জেরেমি ডোকুদের তৈরি করা সুযোগগুলি সিটি কাজে লাগাতে পারছিল না। তবে ম্যাচ শেষ হয় নাটকীয়ভাবে। শেষলগ্নে কর্নার থেকে হেডে সিটির জয় নিশ্চিত করেন স্টোনস। স্বস্তির জয়ের পর সিটি কোচ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'কঠিন একটা ম্যাচ খেললাম। উলভস আমাদের সব আক্রমণ আটকে দিচ্ছিল। তবে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভালো লাগছে।'

চেলসিকে হারাল লিভারপুল

জয়ের ধারা অব্যাহত লিভারপুলের। এদিন ঘরের মাঠে তারা ২-১ গোলে চেলসিকে হারিয়েছে। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে রেডস ব্রিগেডকে এগিয়ে দেন মহম্মদ সালাহ। প্রথমার্ধে গুটিয়ে থাকলেও বিরতির পর ছন্দে ফেরে চেলসি। ৪৮ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন ১-১ করেন। কিন্তু মিনিট তিনেক বাদে কার্টিস জোনসের গোলে লিভারপুলের জয় নিশ্চিত হয়। ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের এক নম্বরে উঠে এল লিভারপুল।

এল ক্লাসিকো মহড়া সারল রিয়াল মাদ্রিদ

ভিগো (স্পেন), ২০ অক্টোবর : আসছে এল ক্লাসিকো। লা লিগায় অ্যাওয়ে ম্যাচে সেল্টা ভিগোকে হারিয়ে সেই ম্যাচের প্রস্তুতি সেরে রাখল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের করা গোলে চলতি লা লিগায় অপরাজেয় দৌড় বজায় রাখল কার্লো আন্সেলোত্তির দল।

ভারতীয় সময়ে শনিবার রাতে ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল সেল্টা ভিগো। গোলের সুযোগ হাতছাড়া না করলে শুরুতে এগিয়েও যেতে পারত তারা। উলটোদিকে রিয়াল এগিয়ে যায় ম্যাচের ২০ মিনিটে। কামাভিঙ্গার থেকে বল পেয়ে দুরন্ত শটে জাল কাঁপান এমবাপে। চোটের জন্য সম্প্রতি জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারেননি ফরাসি তারকা। তবে ক্লাব জার্সিতে মাঠে ফিরলেন। আর

গোলের পর কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে উল্লাস ভিনিসিয়াসের।

গোলও করলেন। এদিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে উইলিয়ট সুইডবার্গের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় সেল্টা ভিগো। লস ব্লাঙ্কোসের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয় ৬৬ মিনিটে ভিনিসিয়াসের করা গোলে। লুকা মডরিচের সাজিয়ে দেওয়া বলে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

জয়ের পর রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির পর এই জয় একেবারেই সহজ ছিল না।' জয়সূচক গোলটির ক্ষেত্রে অবদান রাখায় মডরিচের প্রশংসা করে বলেছেন, 'খেলার গতিপ্রকৃতি পালটে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর মধ্যে। ও সবসময় কোনও না কোনওভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করে। রিয়াল মাদ্রিদ ওঁর মতো একজন ফুটবলারকে পেয়ে গর্বিত।' এদিকে মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় এল ক্লাসিকো শনিবার।

কাজ এখনও বাকি, বলছেন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচের বিশেষত্ব হল, যে কোনও প্রশ্নেরই উত্তর হাসিমুখে দেওয়া। তাঁর সমালোচনা করে প্রশ্ন হলেও একগাল হাসি নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আপনি এটা মনে করেন বুঝি?' এহেন মানুষ ভারতীয় ফুটবলের সেরা ম্যাচটা জিতে খুশি হবেন, সে তো বলাই বাহুল্য। তবে একইসঙ্গে দেখা গেল, খুশি আর উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার মধ্যে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পার্থক্য করে ফেলতেও জানেন।

তাঁর দল তারকায় ভরা। এহেন দলকে সামলানো কিছু সহজ কাজ নয়। দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিংসদের প্রথম একাদশে না রেখে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সাহস দেখানোর মতো কাজটাও তিনি করে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকদের কাছে এখন তিনি 'ম্যাজিশিয়ান।' হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অবশ্য নিজের কার্য প্রক্রিয়ার উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ডার্বি জিতে অবশ্যই খুশি। আমি এমন একজন কোচ যে একটা দুর্দান্ত দলের একরাশ ভালো ফুটবলারকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রথম থেকেই আমরা সকলে একসঙ্গে পরিশ্রম করছি। আর শুরু থেকেই আমি বলে আসছি, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এটা একটা প্রক্রিয়া। তার জন্য সময় দিতে হবে। এখন মনে হচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। তবে এখনও প্রচুর উন্নতির জায়গা রয়েছে।' এর আগে এখানে কোচিং করিয়ে গেলেও তখন ডার্বির স্বাদ পাননি। তেমনি এবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিনই

ডার্বি জয়ের পর ভাইকিং ক্ল্যাপ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

বুঝে যান, আসল ডার্বি জিতলে কী হতে পারে। তাই এদিনের জয়ের পর বলে দেন, 'আমি জানি যে ডার্বিতে সমর্থক-ক্লাব কর্তা-ফুটবলার সবার আবেগ জড়িয়ে থাকে। এই ম্যাচ জিতে ওঁদের সবার জন্য খুব ভালো লাগছে। তবে এই ম্যাচ জিতলেও কাজ এখনও অনেক বাকি। পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে।' তাঁর দলের নড়বড়ে ডিফেন্স নিয়ে অভিযোগ ছিল সমর্থকদেরই। ৪-৪-২ ছকে দুই বিদেশিকে সেন্ট্রাল ডিফেন্স পজিশনে ফেরাতেই ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছে ডিফেন্স। এটাই কি সাফল্যের চাবিকাঠি, এই প্রশ্ন করলে মোলিনার জবাব, 'শুধু রক্ষণ বা আক্রমণভাগ নয়। আমার কাছে গোটা দলের উন্নতিই আসল। যখন আমরা গোল খাই তখন গোটা দলেরই ভুল থাকে। তেমনি এখন যে রক্ষণ গোল খাচ্ছে না, তার জন্য শুধু ডিফেন্ডাররা নয় মিডফিল্ডাররা, জেমি (ম্যাকলারেন) গ্রেগ (স্টুয়ার্ট), এমনকি পরে নামা দিমি (পেত্রাতোস), জেসনরাও (কামিংস) দারুণভাবে নীচে নেমে সামাল দিয়েছে। আমি এটাই চাই। আমার দলে ডিফেন্স-অফেন্স বলে কিছু নেই। একটা দল হিসাবে সবাই খেলে।'

এই প্রথম কলকাতা ডার্বিতে ডাগ আউটে বসে অভিভূত তিনি। গ্যালারিতে ছিলেন স্ত্রীও। এখানকার ডার্বির সঙ্গে স্পেনের কী পার্থক্য জানতে চাওয়া হলে মোলিনা বলেছেন, 'এখানকার পরিবেশ তো দুর্দান্ত। কারণ আমাদের ওখানে কোনও ডার্বি হলে হোম টিমের সমর্থকরাই প্রায় পুরো মাঠ ভরিয়ে দেন। খুব অল্পসংখ্যক অ্যাওয়ে দলের থাকেন। কিন্তু এখানে সমান-সমান। এটা একদম অন্যরকম। আজ আমার স্ত্রীও গ্যালারিতে ছিল। নিশ্চয় ম্যাচটা ও উপভোগ করেছে।' এখন মাঝে লম্বা ১১ দিনের বিরতির পর হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ মোহনবাগানের। দুই দিন অনুশীলনে ছুটি দিচ্ছেন। তবে এত লম্বা সময় খেলা না থাকায় খানিকটা চিন্তায় আছেন মোলিনা। এবার যে প্রথম একাদশে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলাতে পারেন, এই ইঙ্গিত তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল।

ফের উত্তেজিত সাদা-কালো গ্যালারি

রক্ষণের ভুলে ফের হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(কাশিমভ-পেনাল্টি)
কেরালা ব্লাস্টার্স-২
(পেপরাহ, জিমিনেজ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ম্যাচ আসে ম্যাচ যায়। কিন্তু রক্ষণের দোষে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ হাতছাড়া করার প্রবণতা কমে না। রবিবার ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও রক্ষণের ভুলে ১-২ গোলে হারতে হল সাদা-কালো শিবিরকে। তবে শুধু রক্ষণ দোষ দিয়ে লাভ নেই। রেফারি একটা নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত না করলে অন্তত ১ পয়েন্ট পেত তারা। যে কারণে মহমেডান গ্যালারি এদিন উত্তেজিত হয়ে উঠে।

অবশ্য মহমেডান প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল ১৭ মিনিটে। কেরালার রাহুল কেপিকে আটকাতে গিয়ে গুরুতর চোট পান জোসেফ আদজেই। তাই নয়া বিদেশি ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরকে নামাতে বাধ্য হন আন্দ্রেই চেরনিশভ। ২৭ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় মহমেডান। কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে আটকাতে গিয়ে ফাউল করেন কেরালা গোলরক্ষক সোম কুমার। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল হয়নি মহমেডানের উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভের। প্রথমার্ধে নোয়া সাদিউ বেশ কয়েকবার ভানলালজুইডিকা রালতেকে টপকে বক্সে বিপদের সঞ্চার করেছিলেন। তাই কোচ বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে জুইডিকার পরিবর্তে সামাদ আলি মল্লিককে মাঠে নামান।

দ্বিতীয়ার্ধে পালটা গোলের জন্য মরিয়া কেরালা কোয়ামে পেপরাহকে মাঠে নামায়। ৬৬ মিনিটে আদ্রিয়ান লুনার ক্রস বক্সে নামিয়ে দেন সাদিউ। সেখান থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি পেপরাহ। সেইসময় মহমেডান ডিফেন্ডাররা দর্শক হয়ে ছিলেন। তবে ম্যাচে ঝামেলা শুরু

গোল করলেও মহমেডান ক্লাবকে জেতাতে ব্যর্থ কাশিমভ। - ডি মণ্ডল

হয় ৭১ মিনিটে। দ্রুতগতিতে বক্সে ঢুকে পড়া ফ্র্যাঙ্কাকে ফেলে দেন হরমিপাম রুইভা। রেফারি অশ্বীন ন্যায্য পেনাল্টি মহমেডানকে দেননি। এরপরেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে মহমেডান গ্যালারি। আই লিগ থেকে দল আইএসএলে উঠলেও বদলাননি মহমেডান সমর্থকরা। তাঁরা মাঠে জলের বোতল, ইট ছুড়তে থাকেন। তবে এসবের মাঝেই ৭৪ মিনিটে কেরালা দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেয়। নাওচা সিংয়ের ক্রস থেকে হেডে গোলটি করে যান জেসুস জিমিনেজ। এরপরেই পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে। মহমেডান সমর্থকরা কেরালা সমর্থকদের লক্ষ্য করেও জলের বোতল ছোড়েন তাঁরা। কেরালার এক মহিলা সমর্থকের মাথায় জলের বোতল লাগে। গ্যালারি থেকে শব্দবাজিও মাঠে ছোড়েন সাদা-কালো সমর্থকরা। যে কারণে মিনিট পাঁচেক খেলা বন্ধ থাকে। পরে খেলা শুরু হলেও মহমেডানের হাত থেকে ততক্ষণে ম্যাচের রাশ চলে গিয়েছে কেরালার হাতে।

মহমেডান সমর্থকরা এদিন যে আচরণ করেছেন তাতে আগামী দিনে সাদা-কালো শিবির বড় শাস্তি পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রয়োজনে তাদের হোম ম্যাচ কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকেও সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এদিন ম্যাচ শেষে কেরালা সমর্থকরা পুলিশি প্রহরায় মাঠ ছাড়েন। ম্যাচের পর মহমেডান কর্তা বেলাল আহমেদ বলেছেন, 'সমর্থকদের এই ধরনের আচরণ করা উচিত হয়নি। আমি সকল সমর্থকদের অনুরোধ করব আগামীদিনে গ্যালারিতে যাতে শান্তি বজায় থাকে।'

মহমেডান : পদম, আদিঙ্গা, জোসেফ (ওগিয়ের), গৌরব বোরা (ইরশাদ), জুইডিকা (সামাদ), কাশিমভ, আঙ্গুসানা, অ্যালেক্সিস, রেমসাঙ্গা, বিকাশ (মাকান চোটে), ফ্র্যাঙ্কা (মানঝোকি)।

কেনের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে বায়ার্ন

মিউনিখ, ২০ অক্টোবর : অপ্রতিরোধ্য হ্যারি কেন। ইংল্যান্ডের এই গোলমেশিনের দাপটে বুন্দেশলিগায় দুই ম্যাচ পর জয়ে ফিরল বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার ঘরের মাঠে ভিএফবি স্টুটগার্টকে ৪-০ গোলে হারাল তারা। এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন হ্যারি কেন। অপর গোলটি করেন কিংসলে কোমান।

এদিন প্রথমার্ধের ফলাফল ছিল গোলশূন্য। বিরতির পর জ্বলে ওঠে ভিনসেন্ট কোম্পানির ছেলেরা। ৫১, ৬০ ও ৮০ মিনিটে স্টুটগার্টের জাল কাঁপিয়ে দেন হ্যারি কেন। ৮৯ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করেন কোমান। ম্যাচের পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'এই জয়টা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দারুণ ফুটবল খেলেছি।' অন্যদিকে কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি জানিয়েছেন, পরের ম্যাচের দিকে মনঃসংযোগ করছেন তাঁরা। বায়ার্নের পরের ম্যাচ ২৪ তারিখ। ওইদিন তারা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বের ম্যাচে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে। বার্সার দায়িত্বে রয়েছেন বায়ার্নের প্রাক্তন কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। এদিন বড় ব্যবধানে জেতায় বার্সেলোনার বিরুদ্ধে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামবে বায়ার্ন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নাসিক-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা ধর্মা কিষান হালওয়ার - কে 01.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92J 92285 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক স্থিতি অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে যা আমি কোনদিনও আশা করিনি। সমাজের সাধারণ মানুষের আর্থিক স্থিতি উন্নতি করার এই সুন্দর প্রকল্প পরিচালনার জন্য ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিই প্রশংসিত। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মেসির তিনে জয় ইন্টার মায়ামির

ফ্লোরিডা, ২০ অক্টোবর : পাঁচদিনে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সির পর এবার ইন্টার মায়ামির গোলাপি জার্সিতে হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। মায়ামির হয়ে এটাই মেসির প্রথম হ্যাটট্রিক। তাও আবার ম্যাচের ৫৭ মিনিটে মাঠে নেমে ৭৮-৮৯ এগারো মিনিটের মধ্যেই হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। যার ফলে মায়ামি ৬-২ গোলে হারাল নিউ ইংল্যান্ডকে। ৩৪ ম্যাচের ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে মায়ামি লিগ তালিকার শীর্ষস্থান মজবুত করল।

ম্যাচের শুরুটা ভালো হয়নি মায়ামির। ৩৪ মিনিটের মধ্যে তারা ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে। ২ মিনিটে প্রথম গোল করেন ইংল্যান্ডের লুকা লাগোনি। ৩৪ মিনিটে ডিলান বোরেরো ব্যবধান বাড়ান। এক্ষেত্রে মায়ামি গোলকিপার ড্রাকে ক্যালেন্ডার সহজ বল ধরতে গিয়ে ভুল করে বসেন। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। তারপর অবশ্য ৪০ ও ৪২ মিনিটে পরপর দুই গোল করে স্কোরলাইন ২-২ করেন লুইস সুয়ারেজ। দ্বিতীয়ার্ধে বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি এগিয়ে দেন মায়ামিকে। তারপরই শুরু হয় মেসি-ম্যাজিক। চলতি মরশুমে মেসি মায়ামির জার্সিতে মেজর লিগ সকারে ১৯ ম্যাচে ২০ গোল ও ১০টি অ্যাসিস্ট করে ফেলছেন।

একই সঙ্গে পরের বছরের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল মায়ামি। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ঘোষণা করেন, ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে মায়ামিতেই।

লিওনেল মেসিকে কোলে তুলে উচ্ছ্বাস জর্ডি আলবার। ফ্লোরিডায় শনিবার রাতে।